উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮২,১৮০.৪৭ (-১০৬৫.৭১)

নিফটি : ২৫,২৩২.৫০ (-৩৫৩.০০)

নবীনই আমার বস, মন্তব্য নমোর ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ ২৮° সর্বনিম্ন ১০°	সর্বোচ্চ ২৮° সর্বনিম্ন ১০°	সর্বোচ্চ ২৮° সর্বনিম্ন ১১°	সর্বোচ্চ ২৭° সর্বনিম্ন ১২°

সিঙ্গুরে পালটা সভা মমতার ৭

বেনারসের ঘাটে পিএ-কে বিয়ে হিরণের বিস্ফোরক আগের স্ত্রী

৭ মাঘ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 21 January 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 243

রাজগঞ্জে জয়েন্ট বিডিও-কে দায়িত্ব

পূর্ণেন্দু সরকার ও রামপ্রসাদ মোদক

জলপাইগুড়ি ও রাজগঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : খুনে অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মন আর রাজগঞ্জের বিডিও'র দায়িত্বে নেই। সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়ার পর সোমবার রাতেই জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন ওই ব্লকের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাজের দায়িত্ব দিল জয়েন্ট বিডিও সৌরভকান্তি মণ্ডলকে। যদিও প্রশান্তকে বিডিও'র পদ থেকে সরানো হল কি না কিংবা প্রশাসনিক কাঠামোয় তাঁর এখনকার অবস্থান কী, তা স্পষ্ট নয়।

জেলা প্রশাসনের কোনও আধিকারিক এব্যাপারে কথা বলতে চাননি। জেলা শাসক শামা পারভিন স্পষ্ট কিছু বলেননি। প্রশান্তর অবস্থান জানতে চেয়ে মোবাইলে মেসেজ পাঠানো হলেও তিনি নিরুত্তর ছিলেন। সোমবার রাতের নির্দেশ অনুযায়ী মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে

বিডিও'র পদ কি গেল? চুপ প্রশাসন

দায়িত্বভার নেন এতদিন জয়েন্ট বিডিও পদে কর্মরত সৌরভ।

সৌরভ বলেন, 'জেলা প্রশাসনের নির্দেশে আমি রাজগঞ্জের বিডিও'র দায়িত্বভার নিয়েছি। জেলা প্রশাসনের পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আমি এই দায়িত্বে বহাল থাকব। কোনওরকম চাপ মনে হচ্ছে না। বিডিও ছুটিতে থাকলে অনেক সময় জয়েন্ট বিডিওকে দায়িত্ব সামলাতে হয়। জেলা প্রশাসনের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করব।'

অন্যদিকে, প্রশান্ত এখনও উধাও। সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে ২৩ জানুয়ারির মধ্যে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছে। এব্যাপারে এবং তিনি এখন সরকারি কাজে আছেন কি না জানতে চেয়ে ফোন করা হলে তিনি সাড়া দেননি। মেসেজ পাঠানো হলেও জবাব দেননি। তিনি ছুটিতে আছেন কি না, সে ব্যাপারেও নীরব প্রশাসন।

জেলা শাসকের নির্দেশ অনুযায়ী রাজগঞ্জ ব্লকের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতেই জয়েন্ট বিডিওকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্ট আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়ার দিন থেকে প্রশান্ত নিখোঁজ।

এরপর আটের পাতায়

দুর্নীতির মহাভারত

আইনের চোখে তিনি খুনের আসামি। পলাতকও বটে। রাজগঞ্জের কীর্তিমান বিডিও আদৌ আত্মসমর্পণ করবেন কি না, তা লাখ টাকার প্রশ্ন। এরমধ্যেই সামনে আসছে তাঁর আরও নতুন কীর্তির কথা।

নিয়ম ভেঙে আইনের ডিগ্রি প্রশান্তর

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

- ৭৫ শতাংশ উপস্থিতির নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এলএলবি এবং এলএলএম-এর ডিগ্রি
- অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়জিৎ চৌধুরীর কলেজ থেকেই বিধি ভেঙে ডিগ্রি
- আইন ভেঙে একইসঙ্গে পিএইচডি'র কোর্স ওয়ার্ক এবং এলএলবি, দুটি রেগুলার কোর্সে পড়াশোনা

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে অপহরণের পর খুন করে দেহ লোপাটের চেষ্টায় অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মন হাত পাকিয়েছেন শিক্ষা দুর্নীতিতেও। নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একের পর এক আইনের ডিগ্রি হাতিয়েছেন কীর্তিমান বিডিও। আর প্রশান্তর কুকর্মে নাম জড়াল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়জিৎ চৌধুরীর। জয়জিৎ শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার যে আইন কলেজের চেয়ারম্যান সেই কলেজ থেকেই বিধি ভেঙে ইতিমধ্যেই রেগুলার কোর্সে তিন বছরের এলএলবি ডিগ্রি পেয়েছেন প্রশান্ত। সেখান থেকেই বর্তমানে এলএলএম (রেগুলার কোর্স) পড়ছেন তিনি।

সংশ্লিষ্ট আইন কলেজটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুসারে সংশ্লিষ্ট কোর্সগুলিতে পরীক্ষায় বসতে হলে প্রতি সিমেস্টারে কমপক্ষে ৭৫ শতাংশ উপস্থিতি জরুরি। বিডিও'র মতো গুরুত্বপূর্ণ আমলার দায়িত্ব সামলে প্রশান্ত যে ৭৫ শতাংশ ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন না তা বুঝতে রকেট সায়েন্সের প্রয়োজন হয় না। কেন বারবার বিধি ভেঙে প্রশান্তকে পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হল তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। ডব্লিউবিসিএসে নম্বর কেলেঙ্কেরিতে অভিযুক্ত প্রশান্ত আদৌ পরীক্ষায় বসেছিলেন নাকি পরীক্ষা না দিয়েই সার্টিফিকেট পেয়ে গিয়েছেন তা তদন্ত করে দেখারও দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। এলএলএমের প্রথম এবং দ্বিতীয় দুই সিমেস্টারের পরীক্ষা দিয়ে পাশ মার্কশিটও পেয়ে গিয়েছেন প্রশান্ত (রোল নম্বর- ২৪১০২৩১৪০০০৪, রেজিস্ট্রেশন নম্বর- ০৮১১৪০৬০১০০০৯)। প্রথম সিমেস্টারে তাঁর এসজিপিএ-৯.১৩ এবং দ্বিতীয় সিমেস্টারে ৮.৬৩। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর, ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে এলএলএমের তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা শুরু হবে। ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে চলবে ফর্ম ফিলআপ। ফেরার প্রশান্ত সেই পরীক্ষায় বসতে পারবেন কি না তা নিশ্চিত নয়।

এরপর আটের পাতায়

জয় জয় দেবী...

ট্রেন-যাত্রার অপেক্ষায় সরস্বতী প্রতিমা। রায়গঞ্জ স্টেশনে মঙ্গলবার। ছবি : শুভঙ্কর সরকার

মোদির সভার পর মুষড়ে কর্মীরা

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২০ জানুয়ারি : ঘড়ির কাঁটায় তখন বেলা ১২টা। শীতের দুপুর। দ্রুতগতিতে রোদ কমে আসছে। মালদা শহরের পুড়াটুলি বাঁধ রোডে থাকা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভবনের সামনে এক টুকরো সূর্যের আলো। উত্তাপ পেতে সেই আলোতে চেয়ারে বসে রোদ পোহাচ্ছিলেন এক বিজেপি কর্মী। সদর দপ্তর কার্যত শুনসান। দেখা মিলল না কোনও নেতা-কর্মীর।

অথচ দু'দিন আগেই ছবিটা ছিল একেবারেই আলাদা। প্রধানমন্ত্রী সফরের জন্য তখন ছিল একটা অন্যরকম ব্যস্ততা। জেলার নেতাদের পাশাপাশি রাজ্য নেতাদের উপস্থিতিতে গমগম করছিল দপ্তর। ভিআইপি, ভিভিআইপি পাস নিতে ছিল সাধারণ সমর্থক, কর্মীদের ভিড়। এখন মোদির সফরের পর তিনদিন অতিক্রান্ত। তাতেই বিজেপি দপ্তরে যেন ক্লান্তির ছাপ। সদর দপ্তরে বসে রোদ পোহাতে পোহাতে ওই কর্মী বলে উঠলেন, 'এই ক'দিন খুব চাপ গিয়েছে। সবাই ক্লান্ত।'

বিজেপি নেতারা এখন ব্যস্ত

বাড়িতে কিংবা চায়ের ঠেকে বসে মোদির জনসভায় কত মানুষ হয়েছিল, সেই অঙ্ক কষতে। বিজেপি নেতাদের একাংশের দাবি, দুই লক্ষের বেশি মানুষের জমায়েত হয়েছিল। আবার জেলা গোয়েন্দা দপ্তরের দাবি, মেরে কেটে ৭০-৮০ হাজার মানুষ এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সভায়।

লোকসংখ্যা যা-ই হোক, মোদির সফরের পর এমনটা কিন্তু হওয়ার কথা ছিল না। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এসে সভা করেছেন। সেখানে স্থানীয় ইস্যু নিয়ে কথা বলেছেন। হ্যান্টাকালী ও মনস্কামনা কালীর উল্লেখ করেছেন। দুর্নীতি ও অনুপ্রবেশ ইস্যুতে তৃণমূলকে বারবার আক্রমণ করেছেন। এতকিছুর পরে তো পদ্ম শিবিরের কর্মীদের উজ্জীবিত বোধ করার কথা। বরং মোদির মাপের নেতা এসে সভা করে যাওয়ার পর তৃণমূলেরই উচিত ছিল চাপে থাকা। উলটোটা হল কেন?

পুরাতন মালদার সাহাপুর বাইপাস সংলগ্ন ময়দানে এখনও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে মোদির জনসভার স্পষ্ট চিহ্ন। মাঠে এখনও পড়ে রয়েছে ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন, কাটআউট। এরপর আটের পাতায়

ফের নিষিদ্ধ চোপড়ার স্যালাইন

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : বাংলায় তৈরি স্যালাইন গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ফের 'পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস'-এর তৈরি রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইনকে নিষিদ্ধ তালিকায় স্থান দিল।

পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার সংস্থা। গত বছর মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে এক প্রসূতির মৃত্যু ও কয়েকজনের অসুস্থ হওয়ার পর অভিযোগের আঙুল উঠেছিল ওই সংস্থার তৈরি স্যালাইনের দিকে। শেষপর্যন্ত তখন স্যালাইনটি নিষিদ্ধ করে স্বাস্থ্য দপ্তর।

এক বছর পরেও কিন্তু স্যালাইনটি গুণমানে উতরোতে পারল না। স্বাস্থ্য দপ্তর সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, গুয়াহাটির ল্যাবরেটরিতে 'পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস'-এর তৈরি ০৩বি৩৯১১ ব্যাচের রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইন গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। ফলে স্যালাইনটি নিষিদ্ধ তালিকাতেই থেকে গেল। যদিও রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের অবশ্য বক্তব্য, 'আমি এবিষয়ে মন্তব্য করব না। সবটাই দপ্তরের সিদ্ধান্ত।'

স্বাস্থ্য দপ্তরের এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের ওষুধ শিল্পে বড় ধাক্কা সন্দেহ নেই। এরপর আটের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

শহরে বাংলাদেশি গ্যাংয়ের পর্দা ফাঁস

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২০ জানুয়ারি : নাম আব্দুস সালাম। বাড়ি বাংলাদেশের পার্বতীপুরে। অথচ আধার কার্ডে দিব্যি জ্বলজ্বল করছে নাম অলোক মণ্ডল। ভারতীয় পরিচয় দিয়ে জাল আধার কার্ড বানিয়ে এক আদিবাসী তরুণীকে বিয়ে করে সংসারও পেতে বসেছিলেন তিনি। তারপর কাঁটাতারের ওপার থেকে অপরাধীদের ডেকে এনে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতেন। ভায়রাভাইয়ের সঙ্গে মিলে বালুরঘাট শহরে চুরি সহ নানা অপরাধমূলক কাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিলেন ওই অলোক, থুড়ি আব্দুস। বালুরঘাট শহরে রীতিমতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের গ্যাং।

তবে শেষরক্ষা হল না। পুলিশের হাতে ধরা পড়তেই হল। একটি সামান্য চুরির সন্দেহে তাদের গ্রেপ্তার করার পরেই, এই বাংলাদেশি গ্যাংয়ের প্রকৃত রহস্য ফাঁস হল অনেকটা কেঁচো খুঁড়তে কেউটের স্টাইলে। যা ছিল বালুরঘাট থানা এলাকার দুষ্কর্ম, সেটাই আন্তর্জাতিক অপরাধের রূপ নিল। তাদের বাংলাদেশি পরিচয় সামনে আসার পর আবার নানা জল্পনা দানা বাঁধছে। ধৃতরা বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠনের স্লিপার সেল কি না সেই প্রশ্নও উঠেছে। মোট চারজনকে এই মামলায় গ্রেপ্তার করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। তাঁদের মধ্যে তিনজনের বাড়ি বাংলাদেশে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'ধৃত চারজনের মধ্যে তিনজন বাংলাদেশি। ফলে তিনজনের নামে ফরেনার্স অ্যাক্টের মামলা যুক্ত করা হয়েছে। ওই ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করা হবে।'

- বাংলাদেশের পার্বতীপুরের আব্দুস সালাম নাম ভাঁড়িয়ে হয়ে গিয়েছিলেন অলোক মণ্ডল
- ভুয়ো আধার কার্ড বানিয়ে ভারতীয় মেয়েকে বিয়ে করে নিয়েছিলেন তিনি
- কারবার জমে ওঠায় বাংলাদেশ থেকে সঙ্গীদের ডেকে নিয়ে এসেছিলেন

অলোক মণ্ডল ওরফে আব্দুস সালাম নাহিদ সর্দার ও জুয়েল রানাকে বাংলাদেশ থেকে ডেকে এনে অপরাধে শামিল করেছিলেন। এছাড়াও তাঁর ভায়রাভাই অমিত মণ্ডলকেও এই কাজে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। পাঁচদিনের হেপাজত শেষে এদিন বালুরঘাট আদালতে তাঁদের পেশ করা হয়। বাকিদের জেল হেপাজতে পাঠানো হলেও, অলোককে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে জেলাজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে, তার আগেই এমন বাংলাদেশি অপরাধীদের গ্যাং ধরা পড়ায় হতবাক সকলে। বিশেষ করে যেভাবে বাংলাদেশি নাগরিক এদেশে এসে ভুয়ো আধার কার্ড বানিয়ে বসবাস করছে, সেই তথ্য সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

গতবছর দুর্গাপুজোর পর থেকে বালুরঘাট শহরে বেশ কিছু মন্দির, দোকান, ফাঁকা বাড়িতে চুরি গিয়েছে। চকভৃগুর সিআইএসএফ জওয়ান, শহরের ব্যবসায়ীদের বাড়িতেও চুরি হয়েছে। এই চুরিগুলির কিনারা করতে হিমসিম খেতে হচ্ছিল বালুরঘাট থানার পুলিশকে। কাকতালীয়ভাবেই ওই চুরির কিনারা করে ফেলে বালুরঘাট থানার পুলিশ। গত সপ্তাহের মঙ্গলবার বালুরঘাট শহর লাগোয়া রঘুনাথপুর সমাজকল্যাণপাড়ার বাসিন্দা ইতি দাসের বাড়িতে চুরির চেষ্টা হয়। প্রতিবেশীরা যতক্ষণে টের পেয়ে ধাওয়া করেন ততক্ষণে বাকিরা পালিয়ে গেলেও ধরা পড়ে যান এক ব্যক্তি। তাঁকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। আর ওই ধৃত অমিতকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই উঠে আসে বাংলাদেশি গ্যাংয়ের কথা।

এরপর আটের পাতায়

পদ্মবনে ঘাসফুল চাষে উন্নয়নে নজর

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ নজরে মাদারিহাট

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২০ জানুয়ারি : ২ কোটি ৬৭ লক্ষ ৯৯ হাজার ১২১ টাকায় তৈরি পেভার্স ব্লক বিছানো রাস্তাটার পাশে আড্ডা দিচ্ছিলেন মহিলারা। এলাকার তৃণমূল কর্মী রতন রায়কে দেখে আড্ডা থেকে বৃদ্ধা জয়মতি রায় বলে উঠলেন, 'মূল রাস্তাটা হল। শাখা রাস্তাটা তো হল না।' রতন অবশ্য বললেন, 'ওটাও করার চেষ্টা করছি।'

মাদারিহাটের রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবেন্দ্রপুর এলাকাটি অবশ্য বহু বছর ধরে বিজেপির ঘাঁটি। ২০১৩ সাল থেকে পঞ্চায়েত ভোটে ওই মহল্লায় টানা জিতে আসছেন পদ্ম প্রার্থীরা। এলাকা থেকে নির্বাচিত বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা তনুশ্রী রায়ই এখন রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। পেভার্স ব্লকের রাস্তাটির বেশিরভাগ অংশ তনুশ্রীর এলাকায় পড়ে।

দলের পঞ্চায়েত সদস্যদের নির্বাচনি এলাকা তৃণমূল সরকার উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে বলে রাজ্যের আনাচে-কানাচে অভিযোগ করে থাকে বিজেপি। মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রে গত ৫ বছরের ছবিটা অবশ্য বিপরীত। কট্টর তৃণমূলিদের এলাকায় বরং রাস্তাঘাট, পানীয় জলের ভয়ংকর সমস্যা। তৃণমূলকে ভোট দিয়েছেন, এমন বাসিন্দারা রাগে-ক্ষোভে বেফাঁস মন্তব্য করে ফেলেন কখনো-কখনো।

তৃণমূল নেতারা প্রতিবাদ করেন না। সাফাইও দেন না। তবে খেয়াল করলে বোঝা যায়, নীরবে তাঁদের নজর থাকে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যদের এলাকায়। সেখানকার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেয় প্রশাসন। ২০২৪ সালের উপনির্বাচনে তৃণমূল

রাঙ্গালিবাজনার দেবেন্দ্রপুরে পেভার্স ব্লকের রাস্তা।

মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্র দখল করার পর ওই পথে যেন আরও বেশি জোর দিয়েছে রাজ্য সরকার, এমনকি তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি।

এমন উলটপুরাণ কেন? তৃণমূল নেতারা নাকি বুঝেছেন, ২০২৪ সালের উপনির্বাচনে প্রথমবার মাদারিহাট দখলে বিজেপি সমর্থক ভোটারদের অবদান রয়েছে। তাই বিজেপি প্রভাবিত এলাকার উন্নয়নে একইসঙ্গে প্রতিদান এবং ভবিষ্যতে আবার ভোট পাওয়ার রাস্তা খোলা রাখছে ঘাসফুলি নেতৃত্ব।

মাদারিহাট ডুয়ার্সের চা বলয়ের মধ্যে পড়ে। বামফ্রন্টের আরএসপি'র হাতছাড়া হওয়ার পর ২০১৬ এবং ২০২১ সালে পরপর দু'বার বিধায়ক হন বিজেপির মনোজ টিগ্গা।

এরপর আটের পাতায়

জঙ্গলেই আছে কি, জল্পনা বক্সায়

বাঘের খোঁজে হন্যে বনকর্মীরা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২০ জানুয়ারি : পশ্চিম থেকে পূর্ব- সঙ্গিনীর খোঁজে জঙ্গল চষে ফেলছে বক্সা টাইগার রিজার্ভের ট্র্যাপ ক্যামেরাবন্দি হওয়া মর্দা বাঘ। গত পাঁচদিনে সে জঙ্গলের ভিতর প্রায় ১০০ কিমির বেশি পথ পাড়ি দিয়েছে বলে জানাচ্ছেন বনকর্মীরা। গত ১৫ জানুয়ারি অর্থাৎ বৃহস্পতিবার বক্সার পশ্চিম ডিভিশনে ট্র্যাপ ক্যামেরায় একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবি পাওয়া যায়। সোমবার আবার বক্সার পূর্ব ডিভিশনে বাঘের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। বনকর্মীদের দাবি, রবিবার রাতেও দক্ষিণরায়ের গর্জন শোনা গিয়েছিল। বক্সার বিভিন্ন জায়গা ছাড়া জয়ন্তী রিভারবেডেও বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছে। কিন্তু মঙ্গলবার দিনভর চেষ্টা চালালেও বাঘের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

তাহলে কি সঙ্গিনীর খোঁজ না পেয়ে বক্সা ছেড়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার? যদিও বক্সা টাইগার রিজার্ভের উপক্ষেত্র অধিকর্তা (পশ্চিম) হরিকৃষ্ণন পিজে বলেন, 'বাঘটি এখনও জঙ্গল ছাড়েনি বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে বাঘটি কোন জায়গায় রয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। বনকর্মীরা পায়ের ছাপের খোঁজ করছেন, জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় আরও ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হচ্ছে।'

তবে বাঘটি ভুটানের জঙ্গলে ফিরে যায়নি বলেই দাবি বনকর্মীদের। কারণ বক্সার ভুটান সংলগ্ন জঙ্গলে বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া যায়নি। এই মুহূর্তে বক্সায় বাঘ শুমারি চলছে। ২০০ জনের বেশি বনকর্মী শুমারিতে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু জঙ্গলের রাজার স্থায়ী অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না কোনওভাবেই। বাঘিনী না থাকায় বাঘটি আরও কয়েকদিন বক্সায় অতিথি হয়েই থাকবে বলে জানাচ্ছেন বনকর্তারা।

শেষবার বাঘটিকে যেখানে দেখা গিয়েছিল, ওই এলাকা কাছেই অসমের মানস টাইগার রিজার্ভের রাইমানা জাতীয় উদ্যানের সীমানা। অন্যদিকে রয়েছে ভুটানের ফিবসো ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুরির সীমানা। ওই দুই জঙ্গলে বাঘটি দেখা যেতে পারে বলেও অনুমান। বক্সার এক বনকর্তার কথায়, 'বিগত যে ছবি বাঘ এসেছিল, সেটা যে ভুটানে গিয়েছিল তা পায়ের ছাপ দেখে বোঝা গিয়েছিল। তবে এবার সেটা কিছু বলা যাচ্ছে না। এখনও পর্যন্ত যতগুলি পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে সবটা বক্সায়।'

বক্সায় বাঘের পায়ের ছাপ।

মাধ্যমিকের খাতা দেখায় নয়া নিয়ম চালু পর্ষদের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২০ জানুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য এবার নতুন নিয়ম জারি করেছে রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এতদিন নম্বর দেওয়ার জন্য প্রথম পাতায় ছোট করে কেজিংয়ের ব্যবস্থা থাকলেও, এবার থেকে তা উত্তরপত্রের দ্বিতীয় পাতায় বড় করে থাকবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সেখানে বিস্তারিতভাবে নম্বর 'ভেঙে' দিতে হবে। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন মিশ্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। তাদের মতে এতে পরীক্ষার্থীরা উপকৃত হবে, কিন্তু চাপ বাড়বে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর।

■ এতদিন নম্বর দেওয়ার জন্য প্রথম পাতায় ছোট করে কেজিং ছিল
■ এবার থেকে তা উত্তরপত্রের দ্বিতীয় পাতায় বড় আকারে থাকবে
■ সেখানে বিস্তারিতভাবে নম্বর 'ভেঙে' দিতে হবে শিক্ষকদের

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের জেলা কনভেনার জয়ন্ত পাল বলেন, 'এতদিন প্রথম পাতায় ছোট করে থাকলেও এবার থেকে মাধ্যমিকের খাতায় কেজিং করার স্থান দ্বিতীয় পাতায় বড় করে থাকবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সেখানে বিস্তারিতভাবে নম্বর দিতে হবে।'

পর্ষদ জানিয়েছে, এতদিন মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখে নম্বর দেওয়ার জন্য খাতার প্রথম পাতায় ছোট করে কেজিংয়ের জায়গা থাকত। শিক্ষক বা শিক্ষিকারা প্রশ্নের 'এগ্রেগেট'-এ সেখানেই সংক্ষেপে নম্বর দিতেন। অর্থাৎ কোনও ১ নম্বরের প্রশ্নে হয়তো ক, খ করে ১০টি প্রশ্ন রয়েছে। পরীক্ষার্থীরা হয়তো তার মধ্যে ৮টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এতদিন একবারে কেজিংয়ে সেই নম্বর বসিয়ে দিতেন। কিংবা হয়তো কোনও প্রশ্নে তিনটি অংশ রয়েছে। সেই তিনটি অংশের জন্য নম্বর হয়তো ২, ৩ ও ৫ দেওয়া রয়েছে। এতদিন জায়গা কম থাকার কারণে শিক্ষক-শিক্ষিকারা কেজিংয়ে সংক্ষেপে সেই নম্বর লিখে দিতেন। কিন্তু এবার থেকে উত্তরপত্রের দ্বিতীয় পাতায় কেজিংয়ের জন্য বড় জায়গা থাকবে। নম্বর বিস্তারিতভাবে লিখতে হবে। অর্থাৎ ১ নম্বরের প্রশ্নে যদি ক, খ করে ১০টি বা ৫টি প্রশ্ন থাকে, তাহলে নতুন নিয়মে কেজিংয়ের জায়গায় বিস্তারিতভাবে প্রাপ্ত নম্বর ভেঙে লিখতে হবে। ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আগের থেকে অনেকটাই সতর্ক থাকতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় সরকার বলেন, 'ভালোমন্দ দুটো দিকই রয়েছে। কেজিংয়ে এভাবে নম্বর দেওয়ার কারণে খাতার সঠিক মূল্যায়ন হবে। তবে শিক্ষক-শিক্ষিকা কম, অনেক বেশি খাতা দেখতে হয়। এভাবে নম্বর দিতে গেলে চাপ বাড়বে।'

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি মানস ভট্টাচার্য বলেন, 'এগজামিনারদের সুবিধা হবে। পরে স্ক্রুটিনি করতে হলে, সেক্ষেত্রেও সুবিধা হবে।'

E-TENDER NOTICE
OFFICE OF THE MAYNAGURI MUNICIPALITY
MAYNAGURI, JALPAIGURI

Notice for Reference :
1. NIet No.:- WBMAD/e-Tender/43/of EO/MNM/JAL/2025-26, Vide Memo-112/MNM/2026, Date: 19.01.2026, Tender ID: 2026_MAD_991090_1

1	Date of publishing NIeT Documents. (online) (Publishing Date)	19.01.2026 From 6:00 P.M. onwards.
2	Tender Document download start date and time. (online)	19.01.2026 From 6:00 P.M. onwards.
3	Start Date of Bid Submission. (Technical and Financial) (online)	21.01.2026 From 6:00 P.M. onwards.
4	Closing date and time of Bid submission (Technical and Financial) (online)	12.02.2026 Upto 4:00 P.M.
5	Date and time of opening of Technical Proposals (online).	14.02.2026 After 4:00 P.M.

Sd/- Chairman
Maynaguri Municipality

কিছু ট্রেনের সংশোধিত সময়সূচি

নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলিতে সময়সূচি নিম্নরূপে সংশোধিত হবে :

ট্রেন নং ও নাম	স্টেশন	সংশোধিত সময়সূচি পৌঁছাবে	সংশোধিত সময়সূচি ছাড়বে	যে তারিখ থেকে কার্যকর (যাত্রা শুরুর তারিখ)
১৫৬৪৭ লোকমান্য তিলক (টি)-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস	মালদা টাউন	২৩.০০	২৩.১০	২৩.০১.২০২৬
১৫৬১৯ গয়া-কামাখ্যা এক্সপ্রেস				২৭.০১.২০২৬
১৩৪৩০ আনন্দ বিহার (টি)-মালদা টাউন এক্সপ্রেস	মালদা টাউন	২৩.৩৫	–	২৪.০১.২০২৬
১৪০০৪ নিউ দিল্লি-মালদা টাউন এক্সপ্রেস				২২.০১.২০২৬
১৩০১১ হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	মালদা টাউন	২৩.১০	–	২৩.০১.২০২৬
৫৩০৫৪ নিমতিতা-কাটোয়া প্যাসেঞ্জার	নিমতিতা	–	০৪.৪০	২৩.০১.২০২৬
	কাটোয়া	০৭.৫০	–	
৫৩০০১ হাওড়া-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	আজিমগঞ্জ	২১.৫০	–	২৩.০১.২০২৬
৬৩০১০ আজিমগঞ্জ-কাটোয়া এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	কাটোয়া	০৬.১২	–	২৩.০১.২০২৬
৩৭৯১৪ কাটোয়া-হাওড়া লোকাল	হাওড়া	০৮.৫৫	–	২৩.০১.২০২৬
৩৭৯১৬ কাটোয়া-হাওড়া লোকাল	কাটোয়া	–	০৬.২০	২৩.০১.২০২৬
	ব্যান্ডেল	০৮.২৮	০৮.৩০	
	হাওড়া	০৯.৩০	–	
৩৭৯২৩ হাওড়া-কাটোয়া লোকাল	কাটোয়া	২১.১০	–	২৩.০১.২০২৬

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে

পিওএইচ চলাকালীন ওয়াগনের ত্রুটিপূর্ণ স্ট্রাইকার কাস্টিং প্রতিস্থাপন (ড্রপিং এবং ফিটমেন্ট)

টেন্ডার নং. : আইএমএফ-এমপি-পিএলজি-এনবিকিউএস-৫৭৮বি। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম : উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ বঙ্গাইগাঁও-এর সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপে প্রয়োজন অনুসারে পিওএইচ চলাকালীন ওয়াগনের ত্রুটিপূর্ণ স্ট্রাইকার কাস্টিং প্রতিস্থাপন (ড্রপিং এবং ফিটমেন্ট)। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ৩২,২১,৬৭৬/- টাকা; বায়না মূল্য : ৬৪,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ৩০-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

সিডব্লিউএম, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
[illegible]

গ্লুড ইনসুলেটেড জয়েন্টের নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/০১ অফ ২০২৬ তারিখ: ০৭-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: লামডিং মণ্ডলের অধীনের গুয়াহাটি-লামডিং খণ্ডে জোন্ট ডিইএন/লামডিং অফিসের অধীনের রেলওয়ে মন্ত্রালয়ের আরডিএসও/লক্ষ্ণৌর, ১১৬০ টার দ্বারা জারি করা গ্লুড ইনসুলেটেড রেইল জয়েন্ট ২০২৪ এর জন্যে (সংশোধিত) ম্যানুয়াল অনুরূপে এবং আরডিএসও ডিআরজি নং. টি/২৫৭২ অনুসারে ৫২/৬০ কেজি রেলের "গ্লুড ইনসুলেটেড জয়েন্ট"র ইন-সিটুর নির্মাণ। টেন্ডার রাশি: ২,২২,১৬,১১৮/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৬১,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০২-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ০৩-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০২-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

নকশা, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদনের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ডিবিডব্লিউএস-এনআইইটি-৪৭-২০২৫-২৬। তারিখ: ০৯-০১-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম : ডিব্রুগড় কর্মশালায় ৩৬ মাসের জন্য অপারেটর এবং ভোগাপণ্য সহ পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ ১০০ কেএলডি বর্জ্য শোধনাগারের নকশা, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদনের কাজ এবং বিদ্যমান বর্জ্য শোধনাগার ভেঙে ফেলা। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ১,২৩,৩৪,৮৪৪.৩৩/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,১১,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০২-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা এবং টেন্ডার খোলার সময় ১৫:৩০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ০২-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম, ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
[illegible]

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ওএইচই সংস্কার কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-২৮-২৫-২৬; তারিখ: ১২-০১-২০২৬, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-২৮-২৫-২৬; কাজের নাম: "ক্যারন ইয়ার্ড-ট্র্যাক মেশিন সাইডিং এবং সুবিধা প্রদান" কাজের অধীনে ক্যারন স্টেশনে প্রস্তাবিত মেশিন সাইডিংয়ের সাথে সম্পর্কিত ওএইচই সংস্কারের কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৫৭,৮৮,৪৮৫.০৮/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,১৫,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৬-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট্র.(টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সেতুর সুরক্ষা কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১৫-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬ তারিখ: ০৯-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এডিইএন/রাঙ্গাপারা নর্থের অধীনে রঙ্গিয়া-বালিপারার মধ্যে সেতু নং. ১০, ১১, ৮৯, ১৩৮, ১৭৯, ১৯৮, ২১৭, ২১৯, ২২১, ২৪৮, ২৫১, ২৮৭, ২৮৯, ২৯৭, ৩০৮, ৩১৬ এবং ৩৩২, বালিপারা-ভালুকপুংয়ের মধ্যে সেতু নং. ৮, ৯, ৪২, ৪৬, ৪৭ এবং ৪৮ এবং রাঙ্গাপারা নর্থ-ডেকারগাঁও এর মধ্যে সেতু নং. ১০ এর সঙ্গে (২৪ টি) বাঁধের সুরক্ষা কার্য। টেন্ডার রাশি: ৩,১৮,৪৮,২৭০.৩০/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,০৯,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০২-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায় মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে। টোকা: টেন্ডারের যেকোনো শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের জন্যে জমা করার পূর্বে অনুগ্রহ করে মূল টেন্ডার নোটিসে উল্লেখ করা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের নেট/ সংবাদপত্র/সংশোধনী পরীক্ষা করুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No.-38 (2025-26) Memo No-197/ BDO, Last date of submission is 30.12.2025 of Block Development Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. The details of NIeT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal **http://tenders.wb.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
BDO, BLG

e-TENDER NOTICE

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:-
1) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-30/2025-26
Memo No. 5342/JM Date: 15/01/2026
Tender ID: 2026_MAD_50048916_1
Tender ID: 2026_MAD_50048916_2
Tender ID: 2026_MAD_50048916_3
Tender ID: 2026_MAD_50048916_4
Tender ID: 2025_MAD_50048916_5
Tender ID: 2026_MAD_50048916_6
Tender ID: 2026_MAD_50048916_7
Tender ID: 2026_MAD_500489161_8
Tender ID: 2026_MAD_50048916_9
Tender ID: 2026_MAD_50048916_10
Tender ID: 2026_MAD_50048916_11
Tender ID: 2026_MAD_50048916_12
Tender ID: 2026_MAD_50048916_13
Tender ID: 2025_MAD_50048916_14
Tender ID: 2026_MAD_50048916_15
Tender ID: 2026_MAD_50048916_16
Tender ID: 2026_MAD_500489161_17
Tender ID: 2026_MAD_50048916_18
Tender ID: 2026_MAD_50048916_19
Tender ID: 2026_MAD_50048916_20
Tender ID: 2026_MAD_50048916_21
Tender ID: 2025_MAD_50048916_22
Tender ID: 2026_MAD_50048916_23
Tender ID: 2026_MAD_50048916_24
Tender ID: 2026_MAD_50048916_25
Tender ID: 2026_MAD_50048916_26
Tender ID: 2026_MAD_50048916_27
Tender ID: 2026_MAD_50048916_28
Tender ID: 2026_MAD_50048916_29
Tender ID: 2026_MAD_50048916_30
Tender ID: 2026_MAD_50048916_31
Tender ID: 2026_MAD_50048916_32
Last date of bidding (On line) dated: January 27th, 2026 at 6.55 P.M
Details of which are available in the web portal tenders.wb.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

স্টোর্স ই-প্রোকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং- এস/৬৬/০১৫/২৫-২৬, তারিখ : ০৯-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে:

ক্র.নং.১। টেন্ডার নং. এনজে ২৫৫২৩৩;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০২-০২-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণ: ইওটি ক্রেন-১০/এসটি সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং কমিশনিং। কনসাইনি : এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর; পরিমাণ : ০৪ টি।

ক্র.নং.২। টেন্ডার নং. এনজে ২৬৫০০১;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০২-০২-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণ: এইচএইচপি ডিজেল লোকোমোটিভের জন্য ইএলজিআই পিটি. নং. ০৭২৪৯৬৭৮৯ অনুযায়ী কম্প্রেসার ওভারহলিং কনসিস্টিং-এর জন্য ৫৩টি আইটেম ০৬ ওয়াইএলওয়াই কিট। কনসাইনি : এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর; পরিমাণ : ২০ সেট।

দ্রষ্টব্য:-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ব্যালাস্ট রিটেইনিং ওয়াল, টো ওয়াল এবং স্লো পিটচিং কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি./০১ অফ ২০২৬ তারিখ: ০৬-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এসএসই/ডব্লিউ/কিশনগঞ্জের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি-আলুয়াবাড়ি রোডের মধ্যে সেতু নং ৩২ ডাউন, ৩৩ ডাউন, ৩৪ডাউন, ৩৪আপ, ৩৫আপ, ৩৫ ডাউন, ৩৬আপ, ৩৬ ডাউন, ৩৭আপ, ৩৭ডাউন, ৩৮ আপ, ৩৮ ডাউন, ৩৯ আপ, ৩৯ডাউন, ৪০আপ, ৪০ ডাউন, ৪১আপ, ৪১ডাউন, ৪২আপ, ৪২ডাউন, ৪৩ আপ, ৪৩ ডাউন, ৪৫ আপ, ৪৫ডাউন, ৪৬ আপ, ৪৬ ডাউন, ৪৭আপ, ৪৭ডাউনএ এক্সপোজড রিইনফোর্সমেন্টের অ্যাপোক্সি গ্রাউটিং, আইএনএসপি স্লিপের ব্যবস্থা করা, ব্যালাস্ট রিটেইনিং ওয়াল, টো ওয়ালের নির্মাণ, স্লোপ পিটচিং আদি কাজ। টেন্ডার রাশি ৪,৪০,৬১,২৪২.০৪/- টাকা। বায়না রাশি ৩,৭০,৩০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এসএসই/ডব্লিউ/কিশনগঞ্জের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি-আলুয়াবাড়ি রোডের মধ্যে ৪৮ আপ, ৪৮ ডাউন, ৪৯ ডাউন, ৫০ আপ, ৫০ ডাউন, ৫১ আপ, ৫১ ডাউন, ৫২ আপ, ৫২ ডাউন, ৫৩ আপ, ৫৪ আপ, ৫৪ ডাউন, ৫৫ আপ, ৫৫ ডাউন, ৫৬ আপ, ৫৬ ডাউন, ৫৮ আপ, ৫৮ ডাউন, ৫৯ আপ, ৫৯ ডাউন, ৬০ আপ, ৬০ ডাউন, ৬৩ আপ, ৬৩ ডাউন, ৬৪ আপ, ৬৪ ডাউনে এক্সপোজড রিইনফোর্সমেন্টের অ্যাপোক্সি গ্রাউটিং, আইএনএসপি স্লিপের ব্যবস্থা করা, ব্যালাস্ট রিটেইনিং ওয়াল, টো ওয়ালের নির্মাণ, স্লোপ পিটচিং আদি কাজ। টেন্ডার রাশি ৩,৯৪,৩০,৬৪১.৪৩/- টাকা। বায়না রাশি ৩,৪৭,২০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১) নিউ জলপাইগুড়িতে- ৪বিএন/আরপিএসএফ/নিউ জলপাইগুড়িতে সংলগ্ন টয়লেট এবং বাথরুম সহিত ডিউটি রুম এবং ভাঁড়ার রুমের নির্মাণ। (২) নিউ জলপাইগুড়িতে: ৪ বিএন/আরপিএসএফ/নিউ জলপাইগুড়িতে: আধিকারিকের বিশ্রামগৃহের (গো এর জন্যে) মেরামত এবং নবীকরণ। (৩) নিউ জলপাইগুড়িতে: টয়লেট এবং বাথরুম সহিত বিকিউএমএস কার্যালয় এবং ০৫ টি স্টোর রুমের নবীকরণ। (৪) ৪বিএন/আরপিএসএফ/নিউ জলপাইগুড়িতে-এসএসই/ডব্লিউ/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে স্টাফ কোয়ার্টারের বিশেষ মেরামত এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। (৫) নিউ জলপাইগুড়িতে- ৪বিএন/আরপিএসএফ/নিউ জলপাইগুড়ির এমটিও গ্যারেজে সী.সী. রোড ২০০ মিটারের কানেক্টিং এবং মাল্টি পার্কিং শেড (২৮ মিটার × ১২ মিটার)। (৬) নিউ জলপাইগুড়িতে- ৪ বিএন/আরপিএসএফ/নিউ জলপাইগুড়ির বিনোদন হলের নবীকরণ। টেন্ডার রাশি ৫,৪০,৩১,৩৩৭.১২/- টাকা। বায়না রাশি ৪,২০,২০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ঠাকুরগঞ্জ এবং নক্সালবাড়িতে-এসএসই/ডব্লিউ/ঠাকুরগঞ্জ অধিক্ষেত্রের অধীনে ১০০০০০ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ওভারহেড ওয়াটার স্টোরেজ ট্যাঙ্ক এবং গভীর নলকূপ-২০০/৩০০ এর ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশি ২,৭৮,১৩,৫৮০.৩৬/- টাকা। বায়না রাশি ২,৮৯,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৪-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

শিলিগুড়ি, কিশানগঞ্জের জন্য সিকুরিটি গার্ড চাই (থাকা ফ্রী) 11000/- - 12500/-, M - 8797633557, 9832489908. (C/119782)

ভাড়া

To-Let Ground Floor 2 BHK Flat at Uttarayan, (With Garage). (M) :- 9832685516. (C/119782)

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা বয়স 35 এর মধ্যে, অভিভাবক ও Document সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No - 9332367891. (C/120056)

অ্যাফিডেভিট

আমি Devi Paul আমার School Transfer Certificate এ নাম Shrbari Dey আছে গত 06.01.2026 তারিখে E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Devi Paul W/o Sahadeb Paul এবং Sharbari Dey O/o Late Sudhir Kumar Dey এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (C/119299)

ABRIDGE TENDER NOTICE

Due to administrative reason the date has been extend for the NIT No- 22/HRP/PS/DD/25-26/2ND CALL & 23/HRP/PS/DD/25-26/1ST CALL Last date of submission - 24.01.2026 upto 14.00 PM Date of opening tender - 26.01.2026 after 14.00 PM

Sd/-
Executive Officer
Harirampur Panchayat Samity
Dakshin Dinajpur

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৭৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪০৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৩১৪১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৩১৪২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অ্যাফিডেভিট

আমি Satyendar Yadav S/o Rupchand Yadav, আমার পিতার ভোটার ID Car No- LZL0822056, আমার আধার কার্ড নং- 5833 7445 8673 এবং আমার ভোটার কার্ড নং- TSX1250885-এ আমার পিতার সঠিক এবং শুভ নাম Rupchand Yadav রয়েছে। কিন্তু 2002 ভোটার তালিকায়, যার বিধানসভা ক্ষেত্র নং- 4 কোচবিহার উত্তর, পার্ট নং-139, S.L No- 39-এ আমার পিতার নাম Rupchand Gowala থাকায় গত 19-01-26 কোচবিহার সদর J.M 1st Court অ্যাফিডেভিট বলে আমার পিতা Rupchand Yadav এবং Rupchand Gowala এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। দেবীবাড়ি, সুশীল দাস পল্লী, ওয়ার্ড নং- 19, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/119510)

●

আমি সীমা পারভিন, স্বামী- গুলজার মণ্ডল, বাবা- সাহাজাদা জার্জিস মিঞা, গ্রাম- মহলা, পোঃ নাজিরপুর, থানা- বালুরঘাট (বর্তমানে পতিরাম), জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর। রেশন কার্ডে আমার বাবার নাম রয়েছে সাহাজাদা জাজিস, আমার W.B.B.S.E অ্যাডমিট কার্ডে বাবার নাম রয়েছে জারজিজ মিয়া, বাবার আধার কার্ডে, প্যান কার্ডে নাম আছে সাহাজাদা জারজিস মিঞা, বাবার ভোটার কার্ডে নাম রয়েছে মিয়া শাহাজাদা জারজিস, বাবার জমির L.R & R.O.R (খতিয়ান নং-৮০, ১৬২ মৌজা কাশিপুর, থানা- গঙ্গারামপুর) কাগজপত্রে নাম রয়েছে সাহাজাদা জারজিস, ২০০২ সালের কুমারগঞ্জ (৩৭ নম্বর) বিধানসভা ক্ষেত্রের ভোটার তালিকায় (ক্রমিক নং- ৩৬০, পার্ট নং- ৬২) বাবার নাম রয়েছে শাহাজাদা জারজিস মিয়া। এমতবস্থায় Ld. Executive Magistrate, Dakshin Dinajpur, Balurghat-এর অ্যাফিডেভিট বলে আমার বাবা সাহাজাদা জাজিস, জারজিজ মিয়া, সাহাজাদা জারজিস মিঞা, মিয়া শাহাজাদা জারজিস, সাহাজাদা জারজিস এবং শাহাজাদা জারজিস মিয়া এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। (C/120059)

●

আমি Barun Pramanik, S/o Sonatan Pramanik, গ্রাম- দরাজপুর, পো - বুলবুল চণ্ডি, থানা - হবিবপুর, জেলা - মালদা, 732122, আমার LICI পলিসিতে যার নং 453801213 আমার নাম ভুল থাকায় গত 23/12/25 তারিখে মালদা E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Subindar Pramanik থেকে Barun Pramanik করা হইল। যা উভয়ই নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/120058)

কর্মখালি

ঔষধের দোকানে কাজ জানা লোক দরকার। Ad.- Siliguri, Matigara, P.h - 8509163832, 8597083068. (C/119781)

অ্যাফিডেভিট

আধারকার্ড ও রেশনকার্ডে আমার ও বাবার নাম Nur Alam ও Samser Ali, মাধ্যমিক, ওবিসি সার্টিফিকেট ও প্যান কার্ডে Nur Alam ও Samser Ali Bepari, ২০০২ এর ভোটার লিস্টে Haque Nur Alam ও Samser থাকায় দিনহাটা JM কোর্টে 19/01/26, 278 নং অ্যাফিডেভিট বলে Nur Alam পিতা Samser Ali হল। Nur Alam সাং- পিকনিধারা, করলা, সাহেবগঞ্জ। (S/M)

●

ভোটার I Card নং UHI 3052842 নাম ভুল ছাপায় গত 19-01-26, C.J. (JR. Divn.) Addl. Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Rupeswar Barman এবং Rupeshbar Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Rupeswar Barman ঘোষণা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। বাঁশদহ নতিবাড়ি, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার। (C/119511)

●

ড্রাইভিং লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন নং WB 63 20140921416-তে আমার বাবার নাম Patit Mandal-এর পরিবর্তে মার নাম Swapna Mandal নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 16.01.26, E.M., সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার মার নামের পরিবর্তে ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার বাবার নাম Patit Mandal প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। - Ujjawal Mandal, গ্রাম : চান্দামাড়ি, পোঃ পুটিমারি, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার, পঃবঃ। (C/119508)

●

আমার ভোটার কার্ড নং TSX1232479, বাবার নাম ভুল, আমার সমস্ত শিক্ষা সংক্রান্ত নথীতে আমার এবং বাবার নাম ভুল, ভোটার লিস্ট 2002, ভোটার কার্ড নং WB/01/005/555786, 5-কোচবিহার পশ্চিম, পার্ট নং 186, ক্রমিক নং- 378, বাবার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। গত 13-01-26, J.M., 1st Class, 3rd Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Nirmal Roy এবং Nirmal Das, আমার বাবা Niren Roy এবং Niren Das (Roy) এবং Niren Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমি Nirmal Roy, S/o. Niren Roy প্রতিষ্ঠা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম : কলাবাড়ীঘাট, পোঃ দুধেরকুঠি, দেওয়ানবস, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার, পঃবঃ। (C/119507)

আজ টিভিতে

জুঁই-ইউভিনের বিয়েকে কেন্দ্র করে কোন দিকে মোড় নেবে স্বয়ম-জুঁইয়ের সম্পর্ক? **বেশ করেছি প্রেম করেছি** সন্ধে ৭.০০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ গোলমাল, দুপুর ১.১৫ সংঘর্ষ, বিকেল ৪.৩০ শুধু তোমার জন্য, সন্ধে ৭.৩০ রাবণ, রাত ১০.৩০ হামি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ স্ত্রীর মর্যাদা, দুপুর ১.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ জীবন নিয়ে খেলা, সন্ধে ৭.০০ ওয়ান্টেড, রাত ১০.৩০ বর্ণপরিচয়
জি বাংলা সোনার : সকাল ১০.৩০ আজকের সন্তান, সন্ধে ৭.০০ মানুষ কেন বেইমান, রাত ৯.৩০ লোফার
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চারমূর্তি
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ শিবাজি
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অহংকার
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৯ সির্ফ তুম, দুপুর ২.০৭ সনম তেরি কসম, বিকেল ৪.৫৫ শিবম, সন্ধে ৭.৩০ জানোয়ার, রাত ১০.৪৬ ডি ব্লক
সোনি ম্যাক্স টু : দুপুর ১২.১৮ ইয়ারানা, বিকেল ৩.০৩ চাচা ভতিজা, ৫.৫২ রামকলি, রাত ৮.৫৫ শান, ১১.৫৫ জীবন এক সংঘর্ষ
জি সিনেমা : বেলা ১১.৪৮ অন্দাজ, বিকেল ৫.১৩ ক্র্যাক, রাত ৮.০০ রথনম, ১১.০০ খিলাড়ি

চারমূর্তি দুপুর ২.৩০
ডিডি বাংলা

এশিয়া সন্ধে ৭.৫৮
সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

জি বলিউড : বেলা ১১.৩০ অজয়, দুপুর ২.০১ প্রেমরোগ, বিকেল ৫.১৭ খুন ভরি মাঙ্গ, সন্ধে ৭.৫৫ মিস্টার ইন্ডিয়া, রাত ১১.৩৬ মেরা হক
স্টার গোল্ড থ্রিলস : দুপুর ১২.০৭ দ্য গুড ডাইনোসর, ২.০০ হোম অ্যালোন, বিকেল ৪.১৩ আয়রন ম্যান, রাত ৮.৪৫ স্পাইডারম্যান : নো ওয়ে হোম, ১১.৪৮ হ্যানকক

সনম তেরি কসম দুপুর ২.০৭ অ্যান্ড পিকচার্স

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সংসারে আর্থিক চাপ থাকবে। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ কেটে যাবে। কোনও আত্মীয়ের সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারেন। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। নতুন কাজে আজ হাত দিলে সাফল্য পাবেন। মিথুন : ব্যবসার ক্ষেত্রে বড় সুযোগ পেতে চলেছেন। বাড়ি, গাড়ি কেনার সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো করবেন না। ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। কর্কট : সামাজিক কাজে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি শুভ। পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে আইনি সমস্যা এড়িয়ে চলুন। সিংহ : বহুদিন আগে বন্ধ হয়ে থাকা কোনও কাজে আজ হাত দিলে সাফল্য পাবেন। দুপুরের পর বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমন। কন্যা : কর্মক্ষেত্রে বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। অসমাপ্ত কাজ শেষ করার সুযোগ পাবেন আজ। তুলা : আলস্যের কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হবে। অহংকার ত্যাগ করুন, সকলের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করুন। বৃশ্চিক : নিজের ওপর আস্থা রাখুন। সাফল্য পাবেন। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন। প্রেমের সম্পর্কে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ধনু : ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ থেকে সাবধানে থাকুন। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কাজে মানসিক চাপ কমবে। প্রেমে সমস্যা। মকর : নতুন বাড়ি নির্মাণের জন্য আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। পুরোনো কোনও সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবেন। কুম্ভ : পরিবারের সঙ্গে আজ সারাদিন আনন্দে কাটবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা হতে পারে। মীন : গুরুত্বপূর্ণ কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। বেহিসেবি খরচে রাশ টানতে না পারলে, সমস্যায় পড়বেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ১ মাঘ, ২১ জানুয়ারি ২০২৬, ৭ মাঘ, সংবৎ ৩ মাঘ সুদি, ১ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১১। বুধবার, তৃতীয়া রাত্রি ২।২২ ধনিষ্ঠানক্ষত্র দিবা ২।১৫। ব্যতীপাতযোগ রাত্রি ৭।৩৪। তৈতিলকরণ দিবা ২।২৯ গতে গরকরণ রাত্রি ২।২২ গতে বণিজকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ২।১৫ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ২।২২ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৯।৮ গতে ১০।২৮ মধ্যে ও ১১।৪৯ গতে ১।৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৩।৮ গতে ৪।৪৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ২।১৫ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১০।৪৬ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, রাত্রি ২।২২ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-সাধভক্ষণ নামকরণ মুখ্যান্নপ্রাশন দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুন্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যস্থাপন বীজসংগ্রহ ধান্যবৃদ্ধিদান নবান্ন কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালান, দিবা ২।১৫ মধ্যে গ্রাত্রহরিদ্রা আব্যূঢ়ান্ন নিষ্ক্রমণ নববস্ত্রপরিধান ধান্যচ্ছেদন, দিবা ২।১৫ গতে বৃক্ষাদিরোপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ২।২২ গতে চন্দ্রদগ্ধা। বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর প্রয়াণ দিবস এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের আবির্ভাব দিবস (২১শে জানুয়ারি, ১৮৬৩)। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৪৭ মধ্যে ও ১০।০ গতে ১১।২৯ মধ্যে ও ৩।১০ গতে ৪।৩৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৫ গতে ৮।৫০ মধ্যে ও ২।০ গতে ৬।২৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪২ গতে ৩।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫০ গতে ১০।৩৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ALLEN SILIGURI

Every Talent Deserves a Platform

Start your JEE & NEET journey towards success

ALLEN Siliguri Classroom Champions of JEE & NEET (UG) 2025

AIR 892
Pranshu Goyal
Classroom Course
IIT, BHU

AIR 965
Vatsal Varenya
Classroom Course
IIT, BHU

AIR 1584
Pritish Nandy
Classroom Course
IIT, Bombay

AIR 1688
Mayank Khoria
Classroom Course
IIT, Indore

AIR 4338
Abhirup Mahato
Classroom Course
IIT, Roorkee

AIR 5795
Khwaish Goyal
Classroom Course
IIT, Dhanbad

AIR 6362
Armaan Saha
Classroom Course
IIT, BHU

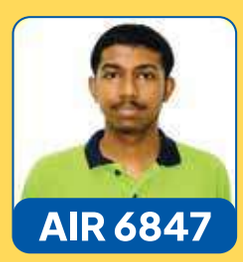
AIR 6847
Aaronya Chak.
Classroom Course
IIT, Bangalore

AIR 7189
Aditya Gupta
Classroom Course
IIT, Ropar

AIR 7646
Jaydeep Paul
Classroom Course
IIT, Bhilai

AIR 10632
Sayurjya Mondal
Classroom Course
IIT, BHU

AIR 785
Maahir Hasan
Classroom Course
AIIMS, Bhubaneswar

AIR 2802
Sankalan Roy
Classroom Course
AIIMS, Guwahati

AIR 5287
Deboleena Hazarika
Classroom Course
GMCH, Guwahati

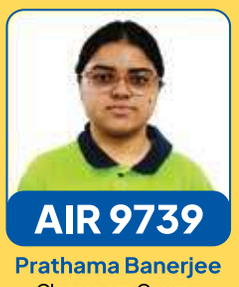
AIR 9739
Prathama Banerjee
Classroom Course
NRSMC & H, Kolkata

ALLEN Siliguri Result 2025 **NEET (UG) 2025** 13 Students in Top 30k AIR **JEE (Adv.) 2025** 16 Students in Top 20k AIR

- Unmatched results
- Largest pool of experienced faculty
- Personalized mentorship
- AI enabled app
- 37 years of trust
- National level competitive environment
- Personalized doubt counters

ADMISSIONS OPEN NEET | JEE | Olympiads | Class 7th to 12th & 12th pass

For Class 10th to 11th Moving Students
NURTURE COURSE
JEE (Main +Adv.) : 02 Apr. '26
NEET (UG) : 02 Apr. '26

For Class 11th to 12th Moving Students
ENTHUSIAST COURSE
JEE (Main +Adv.) : 24 Mar. '26
NEET (UG) : 24 Mar. '26

For Class 7th to 10th Moving Students
PRE-NURTURE & CAREER FOUNDATION
Class 7th to 10th : 02 Apr. '26

JEE & NEET Weekend Batches : Starting From 02 Apr. '26
* WEEKEND (Saturday & Sunday)

ASAT SCHOLARSHIP TEST
Test Date 01 FEB. '26
Get up to 90% Scholarship*

SCAN TO REGISTER
New Year OFFER
ASAT AT JUST ~~₹500~~ ₹99
For limited period

Don't Miss Your Special Fee Benefit! (SFB) TALLENTEX or ASAT scholars receive a dual advantage: scholarship* + SFB*

ALLEN SILIGURI 4th Floor, Tradium Complex, Checkpost, Sevoke Road, Siliguri (West Bengal) - 734001
9513784242 allen.ac.in/siliguri

ALLEN KOTA Registered & Corporate Office : "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Raj.) - 324005
86906-60111 allen.ac.in

Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment for the students to prepare for their target examinations. Studying at a coaching institute does not guarantee selection in the examinations. Selection also depends on other factors like preparation, available admission seats in the competitive exam, and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid and full time classroom course.

*Subject to T&C of scholarship, rewards and other fee benefits.

নামেই নেত্রী

আস্কাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা নাজেরা খাতুন ২০১৮ সালে স্বামীর হাত ধরেই সক্রিয় রাজনীতিতে আসেন। আর এখন রাতবিরেতে আপদে-বিপদে মানুষ পঞ্চায়েত প্রধান নাজেরার চেয়ে সইদুরকেই বেশি পাশে পান।

প্রধান শুধু চেয়ারে, সব সিদ্ধান্ত নেন স্বামী

মুরতুজ আলম

সামসী, ২০ জানুয়ারি : তিনি উচ্চশিক্ষিতা, স্নাতকোত্তীর্ণ। সকালবেলা আর পাঁচটা সাধারণ গৃহবধূর মতোই নিজের হাতে রান্না সারেন, সামলান সংসারের খুঁটিনাটি। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে যান পঞ্চায়েত অফিসের প্রধানের চেয়ারে। তিনি রতুয়া-২ ব্লকের শ্রীপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নাজেরা খাতুন। তবে নাজেরা প্রধান হলেও, এলাকাবাসীর কাছে তাঁর স্বামী সইদুর রহমানই যেন 'আসল' প্রধান। রাতবিরেতে আপদে-বিপদে মানুষ নাজেরার চেয়ে সইদুরকেই বেশি পাশে পান। প্রতিদিন সকাল হলেই নানা কাজে মানুষ আসেন বাড়িতে। বাড়িতে আসা লোকদেরও নিজ হাতে সামলান সইদুর। প্রধান নাজেরা মূলত পঞ্চায়েত দপ্তরে চেয়ারে বসে যাবতীয় কাজকর্ম করেন।

নাজেরা নিজের মুখেই বললেন, 'আমার স্বামীর কাছ থেকে পঞ্চায়েত পরিচালনার কাজে সর্বদা পরামর্শ পাই। তার কথা শুনেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি।'

আস্কাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা নাজেরা খাতুন ২০১৮ সালে স্বামীর হাত ধরেই সক্রিয় রাজনীতিতে আসেন। তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে জিতে প্রথমবার সদস্য হয়েছিলেন। ২০২৩ সালে ফের জিতে তিনি বসেন প্রধানের চেয়ারে। ২৪ আসনের শ্রীপুর-১ পঞ্চায়েতের বোর্ডে রাজনীতির সমীকরণ ছিল বেশ জটিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত শাসকদলের ৯ জন সহ সিপিএম, কংগ্রেস ও নির্দলের সমর্থনে মোট ১৬ জনের ভরসায় প্রধান হন তিনি।

এবার আসা যাক পঞ্চায়েত প্রধান হিসেবে নাজেরার পারফরমেন্সের কথায়। স্থানীয়রা বলছেন, পঞ্চায়েত অফিস হোক

প্রধান নাজেরা খাতুন।

বা এলাকা— নাজেরার ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকেন স্বামী সইদুর রহমান। সইদুর নিজে কিন্তু ওই পঞ্চায়েত দপ্তরেই ভিএলই পদে কর্মরত। ফলে অফিস সামলানোর ক্ষেত্রে স্ত্রীকে সবসময় পরামর্শ দিতে পারেন তিনি। এলাকার কোনও ঝামেলা মেটাতে নাজেরার প্রতিনিধি হিসেবে ছুটে যান সইদুরই।

কিন্তু প্রধান পদাধিকারী তো আপনি, তাহলে কেন সবক্ষেত্রেই সামনে থাকেন সইদুর? পঞ্চায়েতের কাজে স্বামীর প্রভাব নিয়ে একেবারেই অকপট নাজেরা, 'স্বামীর সৌজন্যেই ভোটে টিকিট পেয়ে জিতেছিলাম। ও আমার থেকে অনেক বেশি কাজ করে। রাতবিরেতে কেউ ফোন করলেই ও ছুটে যায়। কেউ অসুখে পড়লে ডাক্তারের বাড়ি নিয়ে যাওয়া থেকে রক্ত জোগাড়— সবটাই ও করে।'

তবে নাজেরার দাবি, স্বামীর পরামর্শে চললেও উন্নয়নের কাজে খামতি রাখেননি। তাঁর দাবি, গত আড়াই বছরে পঞ্চায়েতের ১৯টি গ্রামে ঢালাও কাজ হয়েছে। এলাকার উন্নয়নে এযাবৎ প্রায় ৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। পাকা রাস্তা, পানীয় জল, পথবাতি এবং নিকাশিনালার মতো জরুরি কাজগুলো প্রাধান্য পেয়েছে। আগামীদিনে আরও বেশ কিছু বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর।

পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন কাজে নিজের ভূমিকার কথা মেনে নিলেও স্ত্রীকেও কিন্তু কৃতিত্ব দিচ্ছেন সইদুর। বললেন, 'ভোটে জিতেই তো আমার স্ত্রী প্রধান হয়েছে। প্রধান যখন হয়েছে, কাজ তো করতেই হবে। তবে আমি কাজে যতটা পারি ওকে সাহায্য করার চেষ্টা করি।'

রক্তে ভিজছে কৃষিজমি

প্রশাসনের উদাসীনতায় যত্রতত্র মেডিকেল বর্জ্য

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ২০ জানুয়ারি : হাসপাতাল আর ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মেডিকেল বর্জ্যে ঢেকে যাচ্ছে চাষের জমি। ব্লাড টেস্টে ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, রক্তভরা টেস্টটিউব, রক্তমাখা তুলো ও গ্লাভস ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে কালিয়াচক-৩ ব্লকের ধুলাউরি ও মির্জাচকের বিস্তীর্ণ ফসলি মাঠে। বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় দিনের আলোতেই পড়ে থাকা বায়োমেডিকেল বর্জ্য দেখে আতঙ্কিত কৃষক ও গ্রামবাসীরা। পরিস্থিতির পরিবর্তন না ঘটলে যে তার ফল মারাত্মক হতে পারে, বুঝতে পারছেন সকলেই।

একের পর এক গজিয়ে উঠছে ডায়াগনস্টিক সেন্টার। স্থানীয়দের অভিযোগ, আশপাশে থাকা বেসরকারি ল্যাবগুলিই নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাতের অন্ধকারে এই মারণ বর্জ্য খোলা মাঠে ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনের নাকের ডগায় চাষের জমিতে মেডিকেল বর্জ্য পড়ে থাকায় প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রশাসনিক নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় অনেকেই। মির্জাচকের বাসিন্দা অমর মণ্ডল

কালিয়াচকের কৃষিজমি ভরে গিয়েছে বায়োমেডিকেল আবর্জনায়।

ক্ষোভের সুরে বলেন, 'রক্তের নমুনার বোতল, ভাঙা কাঁচের টেস্টটিউব রাতের অন্ধকারে ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চারা খেলতে গিয়ে হাতে নিলে কী হবে, বুঝতে পারছি না। প্রশাসন কি কোনও মৃত্যুর অপেক্ষায়?' ধুলাউরির কৃষক আনন্দ মণ্ডল বলছেন, 'জমিতে চাষ করতে নামলে সিরিঞ্জে পা কেটে যাওয়ার ভয়। রক্তমাখা জিনিসের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। ফসল বাঁচাব না জীবন বাঁচাব, বুঝতে পারছি না।'

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ব্লাড টেস্ট সংক্রান্ত বর্জ্য থেকে হেপাটাইটিস-বি ও সি, এইচআইভি সহ প্রাণঘাতী সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা থাকে। শুধু মানুষের জীবন নয়, দূষিত হচ্ছে মাটি ও ভূগর্ভস্থ জল। যার ভয়াবহ প্রভাব পড়তে পারে আগামী প্রজন্মের ওপর। বায়োমেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলস, ২০১৬ অনুযায়ী এই ধরনের বর্জ্য খোলা জায়গায় ফেলা সম্পূর্ণ বেআইনি এবং কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবু বছরের পর বছর ধরে কীভাবে চলছে এই অপরাধ প্রবণতা, তা নিয়ে উঠছে গুরুতর প্রশ্ন। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে ধুলাউরি ও মির্জাচকের মাঠ পরিষ্কার করে দোষী ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলির লাইসেন্স বাতিল, জরিমানা ও ফৌজদারি মামলা করা হোক। পাশাপাশি এই গাফিলতির দায়ে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য দপ্তরের ভূমিকার তদন্তও জরুরি। কালিয়াচক-৩ ব্লকের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শেখ আবদুল্লা বলেন, 'বিষয়টি শুনেছি। নজরদারি বাড়ানো হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' কিন্তু কবে, সেটাই জানতে চাইছেন সাধারণ মানুষ।

- হাসপাতাল আর ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মেডিকেল বর্জ্যে ঢাকা পড়ছে চাষের জমি
- সিরিঞ্জ, টেস্টটিউব, রক্তমাখা তুলো ও গ্লাভস ছড়িয়ে থাকায় মাঠে যেতে ভীত কৃষকরা
- দূষিত হচ্ছে মাটি ও ভূগর্ভস্থ জল, কিন্তু কোনও নজরদারি বা ব্যবস্থায় পথে নয় প্রশাসন

বৃদ্ধ দম্পতিকে মারধর

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২০ জানুয়ারি : জমি নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বিবাদ। সেই বিবাদের জেরে এলাকার এক বৃদ্ধ দম্পতিকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে। হরিশ্চন্দ্রপুরের সায়রা এলাকায় মঙ্গলবার দুপুরে এই ঘটনা ঘটে। চার প্রতিবেশী বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁদের মারধর করে বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম আখি মিয়াঁ ও তাঁর স্ত্রী লতিফুন বিবিকে প্রথমে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় পরে তাদের চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। বৃদ্ধের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখা হবে বলে হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ জানিয়েছে।

কাঁটাতার কাটার চেষ্টা

কুমারগঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : সোমবার গভীর রাতে কুমারগঞ্জের কুসুমতলা এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চোরাচালানকারীরা কাঁটাতার কাটার চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ। বিএসএফ বিষয়টি আঁচ করতে পেরে ধাওয়া করলে দুষ্কৃতীরা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার পর সীমান্তের দুই দেশের কাঁটাতারের কিছু অংশ কাটা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাটিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে কুমারগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং চোরাচালান চক্রের সঙ্গে জড়িতদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

হাসপাতাল দাবি

মালদা, ২০ জানুয়ারি : হাসপাতাল তৈরির দাবিতে মঙ্গলবার জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষকে স্মারকলিপি দিল বাংলা পক্ষ। সংগঠনের সহ সম্পাদক আশরাফুল হক বলেন, 'হরিশ্চন্দ্রপুর থানার ইসলামপুর অঞ্চলে ৬০-৭০ হাজার মানুষের বসবাস। চিকিৎসা পরিষেবার জন্য এই এলাকার মানুষকে ২০-৩০ কিলোমিটার দূরে যেতে হচ্ছে। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে এই এলাকায় হাসপাতাল তৈরির দাবিতে আমরা স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষকে স্মারকলিপি দিয়েছি।'

ট্রেন বাতিল

রায়গঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : মঙ্গলবার থেকে আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাতিল করা হল তেলতা থেকে রাধিকাপুরগামী (আপ ও ডাউন) প্যাসেঞ্জার ট্রেন। রাধিকাপুর থেকে শিলিগুড়িগামী ইন্টারসিটি ও ডেমু (আপ ও ডাউন) উভয় ট্রেনই ৩১ জানুয়ারি বাতিল করা হয়েছে। কারণ স্টেশনে ইন্টারলকিংয়ের কাজের জন্য এই দুই ট্রেন বাতিল থাকবে বলে রেল জানিয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু গৃহবধূর

গঙ্গারামপুর, ২০ জানুয়ারি : গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বধূর। মৃতা আঞ্জুয়ারা বিবি (৩৪) বংশীহারী থানার কুসকারী এলাকার বাসিন্দা।

সোমবার দুপুরে মহাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন ওই বধূ। ৫১২ জাতীয় সড়ক পার হওয়ার সময় এক গাড়ির ধাক্কায় ওই বধূ আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত গৃহবধূকে প্রথমে রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। এরপর আহতকে উন্নত চিকিৎসার জন্য গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সোমবার বিকেল নাগাদ বধূর মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

সোনাজয়ীকে সংবর্ধনা

হিলি, ২০ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের রাজ্য স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় লংজাম্পে সোনাজয়ী কুমার পাহানকে সংবর্ধনা দিল ধলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। মঙ্গলবার দুপুরে পঞ্চায়েতের সভাকক্ষে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও আর্থিক সাহায্য করা হয়। পাশাপাশি ওই অনুষ্ঠান থেকে পঞ্চায়েত এলাকার শতাধিক পড়ুয়ার হাতে নতুন বই তুলে দেয় পঞ্চায়েত।

দোষী সাব্যস্ত

বালুরঘাট, ২০ জানুয়ারি : বিজেপির এসসি মোর্চার তপনের মণ্ডল সহ সভাপতি নিখিল দাসের খুনে দোষী সাব্যস্ত হলেন তাঁরই ভাই রাম দাস। পারিবারিক জমি বিবাদের জেরে ২০২০ সালের ১৮ ডিসেম্বর খুন হতে হয়েছিল নিখিল দাসকে। বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাঁর মাথায় কুড়ুল দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর ভাই রাম দাসের বিরুদ্ধে। পরে বালুরঘাট হাসপাতালে জখম ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল। মঙ্গলবার বালুরঘাট আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক অনিলকুমার কুশওয়াহা এই খুনের মামলায় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন। বৃহস্পতিবার এই মামলার রায় ঘোষণা করবেন বিচারক।

মৃত বাচিকশিল্পীর স্ত্রী ও শ্যালিকা গ্রেপ্তার

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২০ জানুয়ারি : ক্রমাগত মানসিক অত্যাচার ও ষড়যন্ত্রেরই কি শিকার হলেন বাচিকশিল্পী? সোমবার সঞ্জয় কর্মকারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হতেই এই অভিযোগ তুলে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের কাকা পরিতোষ কর্মকার। ওই বাচিকশিল্পীর অকালমৃত্যুতে ক্ষোভে ফুঁসছে গোটা জেলার সাংস্কৃতিক মহল। সোমবার গভীর রাতে ওই শিল্পীর বাড়ির সামনে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। এমনকি মৃত শিল্পীর স্ত্রীর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে বাড়ি ভাঙচুরের চেষ্টাও করেন বিক্ষোভকারীরা বলে অভিযোগ। যদিও বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এরপর বাচিকশিল্পীকে আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগে স্ত্রী সুস্মিতা সরকার ও শালিকা তনুশ্রী সরকারকে গ্রেপ্তার করা হয়। মঙ্গলবার ধৃতদের বালুরঘাট আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। সঞ্জয়ের ভায়রাভাই আশিস সাহা গা-ঢাকা দিয়েছেন। আরও দুই বন্ধুর খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'ওই মৃত শিল্পীর কাকার অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু

প্রয়াত সঞ্জয় কর্মকারের বাড়ি। বালুরঘাট শহরের সংকেত ক্লাবপাড়ায়।

হয়েছে। তাঁর স্ত্রী ও শ্যালিকাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

কয়েক বছর ধরে বালুরঘাট শহরের সংকেত ক্লাবপাড়ায় বাড়ি করে পরিবার নিয়ে উঠে এলেও, পারিবারিক অশান্তির জেরে বেশ কিছুদিন ধরে গ্রামের বাড়ি পতিরাম লক্ষ্মীপুরে থাকছিলেন সঞ্জয়। ওই বাড়ি থেকেই সোমবার বিকেলে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এরপর থেকেই তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। মঙ্গলবার দুপুরে বালুরঘাট হাসপাতাল মর্গ থেকে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ তাঁর বাড়ি হয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পর চকভবানী শ্মশানে শেষকৃত্য করতে নিয়ে যাওয়া হয়।

এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলার অরুণ দাশগুপ্ত বলেন, 'অত্যন্ত ভালোমানুষ ছিলেন তিনি। এলাকার মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকতেন। সবাই তাঁকে ভালোবাসতেন। কিন্তু তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে প্রবল মানসিক নির্যাতন করেছে। আমরা অনেকবার সেগুলি মেটানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু আমরা ব্যর্থ হয়েছি।'

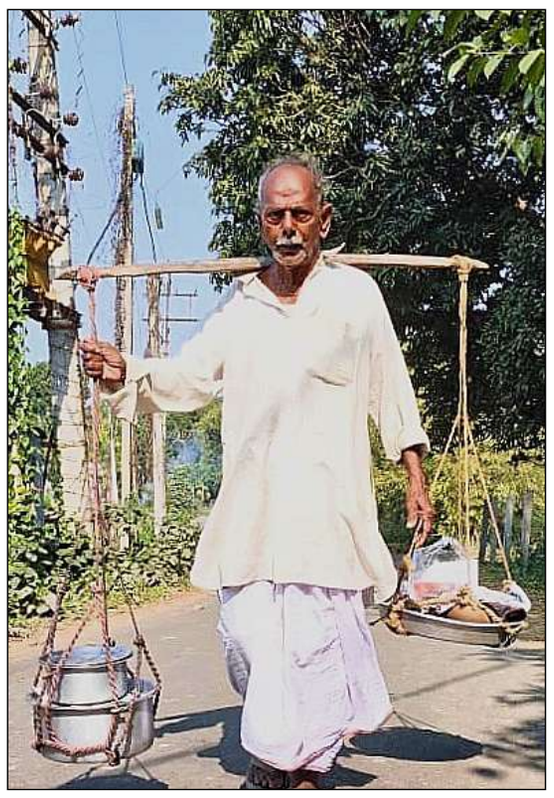

জীবনপথের পথিক।। *জলপাইগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন সৌমেন রায় রানা।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বধূ খুনে ধৃত স্বামী ও শাশুড়ি

কুশমণ্ডি, ২০ জানুয়ারি : বিয়ের ১৪ মাসের মাথায় স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার স্বামী। সঙ্গে ধৃত বধূর শাশুড়িও। সোমবারের এই ঘটনা কুশমণ্ডির উদয়পুর পঞ্চায়েতের উত্তর উদয়পুর (চৌষা) গ্রামের। মৃত আফসেনা খাতুন (২১) পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। শোয়ার ঘরে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় দেহ পাওয়া যায়। মঙ্গলবার দেহ বালুরঘাটে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। এরপরই আফসেনার বাবা, ইটাহার ব্লকের হালিমপুর গ্রামের বাসিন্দা মকবুল শেখ লিখিত অভিযোগ জানান। সেই ভিত্তিতে মৃত বধূর স্বামী আজাহারুল ও তাঁর মাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তরুণের মৃত্যু

মালদা, ২০ জানুয়ারি : এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। মৃত বিভূতি যোগী (২২) হবিবপুরের কেন্দপুকুর এলাকার বাসিন্দা। বিভূতি একটি মিষ্টির দোকানে কাজ করতেন। পরিবার জানিয়েছে, অসুস্থতার কারণে দু'দিন ধরে কাজে যাননি বিভূতি। সোমবার সকালে দোকানের মালিক বারবার ফোন করতে থাকলেও ফোন ধরছিলেন না তিনি। এনিয়ে তাঁর মা তাঁকে বকাবকি করেছিলেন। অভিমানে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান বিভূতি। ঘণ্টাখানেক বাদে বাড়ি ফিরে এসে বমি করতে শুরু করেন তিনি।

পরিবারের সদস্যরা জিজ্ঞাসা করলে, বিষ খাওয়ার কথা জানান তিনি।তড়িঘড়ি তাঁকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল ও পরে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মধ্যরাতে মৃত্যু হয় তাঁর। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ধৃত পাঁচ বাংলাদেশি

হবিবপুর, ২০ জানুয়ারি : মালদার হবিবপুরে ফের ধরা পড়লেন পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিক। ধৃতদের মঙ্গলবার আদালতে পেশ করা হয়। সোমবার গভীর রাতে মালদা জেলার হবিবপুর থানার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় চার বাংলাদেশিকে আটক করে পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা স্বীকার করেন, কেদারিপাড়া ও টিকাপাড়া সীমান্ত এলাকার মধ্যবর্তী অংশ দিয়ে তাঁরা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।

সীমান্ত পেরিয়ে এসে তাঁরা দাল্লা মধ্যপাড়া এলাকার একটি মন্দিরের বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের গতিবিধি দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। এরপর স্থানীয়রা হবিবপুর থানায় খবর দিলে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁদের আটক করে।

অন্যদিকে, সোমবার আগ্রা-হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার ৮৮ নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফ আরও এক বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে। পরে তাঁকে হবিবপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই নিয়ে মোট পাঁচজন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম ভীম রায়, রতন রায়, শিপেন রায়, দুর্জয় মণ্ডল এবং মোহাম্মদ আজহার আলি। প্রত্যেকের বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহি জেলার বিভিন্ন এলাকায়। মঙ্গলবার প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ধৃত পাঁচজনকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

বাংলাদেশি ধৃতদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আদালতে

এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা সাধারণত কড়া থাকলেও জমিজট সংক্রান্ত কারণে কিছু অংশে কাঁটাতার না থাকায় দুষ্কৃতীরা সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে। তবে বিএসএফ ও পুলিশের তৎপরতায় বারবার এই ধরনের অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে।

রাতের অন্ধকারে পুকুর খনন

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ২০ জানুয়ারি : কোথাও পুকুর ভরাট করে বহুতল উঠছে, কোথাও আবার খাসজমি দখল করতে বেআইনিভাবে পুকুর খনন করা হচ্ছে। বালুরঘাট ব্লকের বোল্লা গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গম বাউল মশাকপুর এলাকায় দ্বিতীয় ঘটনাই ঘটছে। প্রশাসনের চোখে ধুলো দিতে সরকারি জমিতে রাতের অন্ধকারে একদল দুষ্কৃতী পুকুর খনন করছে। যদিও রাতে নজরে না এলেও, দিনের আলোয় অবৈধ পুকুর দেখার পর প্রশাসন কেন পদক্ষেপ করছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বাউল মশাকপুর এলাকায় অবাধে সরকারি জমিতে খনন।

প্রায় আট মাস আগে ওই এলাকাতেই দিনদুপুরে খাসজমিতে পুকুর খননের কাজ চলাকালীন স্থানীয়দের মাধ্যমে অভিযোগ পৌঁছেছিল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে। সে সময় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অভিযানে আটক হয় একটি আর্থমুভার। ওই ঘটনায় প্রকাশ্যে আসে প্রায় দুই একর জমি দখলের চেষ্টা চলছে। অভিযানের পর কিছুদিন কাজ বন্ধ থাকলেও বর্তমানে ফের অবৈধ পুকুর খনন শুরু হয়েছে। এলাকাটি কিছটা দুর্গম হওয়ায়, ভৌগোলিক অবস্থানকে দুষ্কৃতীরা কাজে লাগাচ্ছে বলে অনেকের ধারণা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রভাবশালী কয়েকজন ব্যক্তি এই অবৈধ পুকুর খননের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। সে কারণেই প্রশাসন কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। স্থানীয় রমেন কিসকু বলেন, 'কয়েক মাস আগে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর ও পুলিশের যৌথ অভিযানে কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন আবার জায়গাটিতে রাতে আর্থমুভার দিয়ে পুকুর কাটা হচ্ছে।'

বালুরঘাটের ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক রণদেবনাথ মণ্ডল বলেন, 'বিষয়টি জেনেছি। আমরা ফের ওই এলাকায় অভিযান চালাব।' তবে কবে অভিযান হবে, তা নিয়ে সংশয়ে স্থানীয়রা।

দাম বাড়ায় মুখে হাসি হিলির পাটচাষিদের

বিধান ঘোষ

হিলি, ২০ জানুয়ারি : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার পাটের দেশজুড়ে সুখ্যাতি ও চাহিদা রয়েছে। ওই ছোট থানা এলাকাতেও ব্যাপক পরিমাণে পাট চাষ হয়। তার ফলে ওই এলাকায় ব্যাপক পরিমাণে পাটের উৎপাদন রয়েছে। এদিকে, ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সাল এবং ২০২৬ সালে হাট বাজারগুলিতে পাটের মূল্য প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গতবছর পাটের কুইন্টাল পিছু মূল্য ৫ থেকে ৭ হাজারের মধ্যে থাকলেও চলতি বছরে সেটা ১৩ হাজার ৫০০ টাকা ছুঁয়েছে। মূলত হিলি থানার ত্রিমোহিনী হাটে কোচান প্রজাতির পাটের মন (২৮কেজি) ৩৬০০ টাকা এবং নাস্তা প্রজাতির পাটের মন (২৮কেজি) ৩২০০ টাকা ছুঁয়েছে।

চলতি বছরে জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (জেসিআই) ২০২৫-'২৬ মরশুমে (যা ২০২৫ সালের জুলাই থেকে শুরু) কাঁচা পাটের (টিডি-৩ গ্রেড) ন্যূনতম সহায়কমূল্য (এমএসপি) কুইন্টাল প্রতি ৫,৬৫০ টাকা নির্ধারণ করেছিল। তবে কেন্দ্র সরকার চলতি বছর পাটের বস্তা ১৪৩ টাকা প্রতি কেজি দরে কিনছে। পাশাপাশি ভারত সরকার বাংলাদেশ থেকে জুট আমদানি বন্ধ করেছে। ফলে ভারতে চাহিদার থেকে জোগানে ঘাটতি তৈরি হয়েছে। যার ফলে জুট মিলগুলো চাষিদের কাছ থেকে দ্বিগুণ দামে পাট কিনছে। বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় তিনটি জুট মিল থাকায় লোকাল মার্কেটে পাটের চাহিদাও বেশি রয়েছে। নতুন মরশুম অর্থাৎ জুন-

বাজারের পথে পাটবোঝাই গাড়ি। - সংবাদচিত্র

জুলাই মাসের নতুন পাট বাজারে না আমদানি হওয়া পর্যন্ত পাটের দাম আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছে বণিক মহল।

এবিষয়ে হিলি থানার খারুন গ্রামের পাটচাষি মোহাবুব আলম জানান, আগে তাঁরা কোচান পাট সর্বোচ্চ ১৮০০ টাকা মন দরে বিক্রি করেছেন। বর্তমানের পাটের দাম দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। বিঘা প্রতি ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা খরচা করে ১০ থেকে ১২ মন পাট উৎপাদন করা হয়। পাট চাষ করে তেমন লাভ হয় না। তাঁর কথায়, 'তবে এই বছর দাম বেড়ে যাওয়ায় পাট চাষ করে প্রত্যেক চাষি লাভবান হচ্ছেন। এই বছর সাড়ে চার বিঘা জমিতে পাট চাষ করেছিলাম। উৎপাদিত পাট মজুত করে রেখেছি, বাজারে নজর রাখছি। আর একটু ভালো দাম পেলে বিক্রি করব।'

এপ্রসঙ্গে পাট ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতা এবং পাট ব্যবসায়ী কমল ঘোষ বলেন, 'পাট উৎপাদন নেই। চাহিদার থেকে জোগান কম রয়েছে। কেন্দ্র সরকার প্রতি কেজি বস্তা ১৪৩ টাকা দরে কিনছে। সেই কারণে হাটবাজারে চাষিদের কাছে বেশি দামে পাট কিনছে ব্যবসায়ীরা। সরকারি দাম অর্ধেকের কম রয়েছে। নতুন মরশুমের পাট বাজারজাত হওয়ার আগে পর্যন্ত এমনই দাম থাকতে পারে।'

- হিলিতে চাহিদার থেকে জোগান কম, ফলে আকাশ ছুঁয়েছে পাটের দাম
- দ্বিগুণ দামে চাষিরা উচ্ছ্বসিত হলেও দাম বৃদ্ধিতে হতবাক সকলেই
- পাট চাষে লাভের পরিমাণ বাড়ায় চাষ বৃদ্ধির আশায় বুক বাঁধছে সবাই

সপরিবারে ব্যস্ত।। *সরস্বতীপুজোর আগে গাঁদা ফুলের মালা বাজারে পাঠানোর তোড়জোড়। রায়গঞ্জে দিবাকর সাহার তোলা ছবি।*

ইংরেজবাজার ও সুজাপুরে হানা পুলিশের

অস্ত্র-মাদকের কারবার

অরিন্দম বাগ ও সেনাউল হক

মালদা ও কালিয়াচক, ২০ জানুয়ারি : এ যেন কেঁচো খুঁড়তে কেউটে! ব্রাউন সুগারের কারবারিকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাজেয়াপ্ত হল বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। জেলা পুলিশের দাবি, মাদকের পাশাপাশি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবসাও করছে কারবারিরা। সোমবার রাতে কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ আনারুল হক (৪৫) নামে এক ব্রাউন সুগারের কারবারিকে গ্রেপ্তার করে। আনারুলের বাড়ি কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জে।

এরপর ধৃতকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। আনারুল স্বীকার করে ব্রাউন সুগারের পাশাপাশি সে আগ্নেয়াস্ত্রের কারবারও চালাচ্ছিল। এর পেছনে একটা বড় চক্র কাজ করছে। তারা বিহার অথবা মুঙ্গের থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কিনে এনে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করত।

তথ্য পেয়ে পুলিশ আনারুলকে নিয়ে সেই রাতেই অভিযান চালায় সুজাপুর পঞ্চায়েতের বালিহারপুরে। সেখানকার একটি দোকান থেকে বিপুল সংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। আগ্নেয়াস্ত্রগুলির মধ্যে রয়েছে চারটি সেভেন এমএম পিস্তল এবং ২০ রাউন্ড কার্তুজ।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বাজেয়াপ্ত অস্ত্রগুলি বিহার থেকে আনা হয়েছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে জেলায় অস্ত্র পাচার নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

সোমবার রাতে আরেকটি জায়গায় অভিযান চালায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতে ইংরেজবাজার থানার মিলকি এলাকায় হানা দেয় পুলিশ। সেখানে এক তরুণের থেকে মেলে দশটি পাইপগান, একটি ৭ মিলিমিটারের পিস্তল এবং ৫ রাউন্ড তাজা কার্তুজ (একটি শটগানের কার্তুজ)। ধৃত তরুণের নাম মইনুল হাসান (২০)। বাড়ি মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানার মির্জাদিপুর এলাকায়। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রগুলির মধ্যে তিনটি পাইপগান একটু বড় মাপের। যা ছররা বন্দুক নামেও পরিচিত। প্রাথমিক জেরায় পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃত তরুণ আগ্নেয়াস্ত্রগুলি মুর্শিদাবাদ থেকে নিয়ে এসে বিক্রি করতে যাচ্ছিল। তার আগেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে কাকে সেই আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়ার কথা ছিল, সেটা জানতে তদন্ত করছে পুলিশ।

ধৃতদের নিয়ে থানায় পুলিশ আধিকারিকরা।

মঙ্গলবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইংরেজবাজার এবং কালিয়াচক থানা এলাকা থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের থেকে মোট ১৫টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৮টি ম্যাগাজিন এবং ২৫ রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, ধৃতরা আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজগুলি বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিল।' তিনি জানান, মঙ্গলবার ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

এর আগেও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের একাধিক ঘটনায় বিহারের মুঙ্গেরের যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে। কালিয়াচক থেকে উদ্ধার হওয়া সাত মিলিমিটারের পিস্তলের সঙ্গে মুঙ্গের-যোগ রয়েছে বলে অনুমান পুলিশের। ধৃতদের জেরা করে বাকি আগ্নেয়াস্ত্রর খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। পাশাপাশি এই চক্রের সঙ্গে বাকিদেরও ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে।

> **ইংরেজবাজার এবং কালিয়াচক থানা এলাকা থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অনুমান, ধৃতরা আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিল।**
> **অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়**
> পুলিশ সুপার

কলেজে অনুষ্ঠানের সূচনা

পতিরাম, ২০ জানুয়ারি : মঙ্গলবার থেকে পতিরাম যামিনী মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজে শুরু হয়েছে দুইদিনব্যাপী খাদ্যমেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও হস্তশিল্প প্রদর্শনী। দিনকয়েক আগে ইন্টার কলেজ স্পোর্টস গেমসে ফুটবল ও খো খো চ্যাম্পিয়ন হয় পতিরাম কলেজ। এদিন সেই ট্রফি নিয়ে কলেজের পড়ুয়া, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা বিজয় মিছিল করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি মৃণাল সরকার। উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান সুরজিৎ সাহা, অধ্যক্ষ সন্তু চক্রবর্তী, গঙ্গারামপুরের প্রাক্তন বিধায়ক গৌতম দাস প্রমুখ। খাদ্যমেলায় নিজেদের তৈরি রকমারি পিঠে, কেক, মোমো, ফুচকা, আচার, বিভিন্ন ধরনের চপ, পকোড়া, চা, কফি ও ঘুগনির স্টল দিয়েছে পড়ুয়ারা। চলছে হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মূর্তির আবরণ উন্মোচন

কুমারগঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : কুমারগঞ্জ ব্লকের সাফানগর উচ্চবিদ্যালয়ে মঙ্গলবার মহাসমারোহে মহাত্মা গান্ধি ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পূর্ণাঙ্গ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হল। মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায় ও বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস। এই উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ে দুইদিনব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনীমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিপুলকৃষ্ণ ঘোষ বলেন, 'অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী ও এলাকাবাসীর ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।'

বিধায়ককে সংবর্ধনা

করণদিঘি, ২০ জানুয়ারি : করণদিঘির কর্ণরাজার পুকুর সংস্কার সহ পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য স্থানীয় বিধায়ক গৌতম পালকে মঙ্গলবার সংবর্ধনা জানায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের একাংশ। তাঁকে হলদিয়া গামছা পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। গৌতম বলেন, 'পঞ্চানন বর্মার নামে শপথ করে বলছি, আমি কোনওদিন রাজবংশীদের ক্ষতি করব না। করণদিঘি বাসস্টান্ডে পঞ্চানন বর্মার মূর্তি বসানো হবে এবং ব্লক রোডের নাম পরিবর্তন করে ঠাকুর পঞ্চানন রোড করা হবে।' এছাড়াও মহিলা কলেজ, বাসস্ট্যান্ড, হাসপাতাল, পাওয়ার স্টেশন, দমকলকেন্দ্র তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

ইটাহার, ২০ জানুয়ারি : ইটাহার থানার কামিনীপুকুর গ্রামে বাড়ির পাশের একটি আম গাছ থেকে মঙ্গলবার এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম আজাহার আলি (২৩)। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আজাহারের সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি চলায় তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। স্থানীয়রাই প্রথম আম গাছে আজাহারকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে পরিবারকে খবর দেন।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

পতিরাম, ২০ জানুয়ারি : পতিরাম উচ্চবিদ্যালয়ের পারপতিরাম মাঠে মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে পতিরাম জোনের বালিকা বিভাগের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ওই প্রতিযোগিতায় মোট ২৭৫ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। অনূর্ধ্ব-১৪, অনূর্ধ্ব-১৭ ও অনূর্ধ্ব-১৯ এই তিনটি বিভাগে প্রতিযোগিতাগুলি হচ্ছে। বুধবার একই মাঠে পতিরাম জোনের বালক বিভাগের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

ফাইবারের তৈরি, দাবি বিশেষজ্ঞদের

খাঁড়ির জলে নরকঙ্কাল

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২০ জানুয়ারি : সকালেই চারিদিকে খবর রটে যায়। বালুরঘাট শহরের নিউ মার্কেট এলাকার আন্দোলন সেতুর নীচে নাকি একটি নরকঙ্কাল খাঁড়ির জলে ভেসে উঠেছে! এরপর ওই নরকঙ্কাল ঘিরে শহরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। কঙ্কালটিকে দেখতে মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। ব্রিজের ওপরে, খাঁড়ির বাঁধের দু'ধার মানুষের ভিড়ে থিকথিক করতে শুরু করে। ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ বলতে থাকেন, কাউকে মেরে আত্রেয়ীর খাঁড়িতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। যেমন সন্তু সরকার নামে এক উৎসাহী তরুণ বলছিলেন, 'কেউ খুন করে, মৃতদেহ গোপন করতে, এই খাঁড়ির কচুরিপানার মধ্যে পুড়ে দিয়েছিল। এতদিনে সেটি ভেসে উঠেছে। পুলিশ তদন্ত করলেই এই মৃতদেহের রহস্য ফাঁস হবে।' তো কেউ আবার বলেন দূর থেকে ভেসে এসেছে। কেউ কেউ আবার শহরের নিখোঁজ কিছু মানুষের প্রসঙ্গ তুলে ওই মৃতদেহ তাঁদের মধ্যে কারও কি না সেই সন্দেহ প্রকাশ করেন।

- নিউ মার্কেট এলাকার আন্দোলন সেতুর নীচে নাকি একটি নরকঙ্কাল খাঁড়ির জলে ভেসে ওঠে
- বালুরঘাট থানার পুলিশ এসে ওই কঙ্কালটিকে উদ্ধার করার সময়েই অনেকের মধ্যে সন্দেহ দেখা দেয়
- চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান, ওই নরকঙ্কালটি মানুষের নয়, ওটি প্লাস্টিক বা ফাইবারের তৈরি

কিন্তু এরপর বালুরঘাট থানার পুলিশ এসে ওই কঙ্কালটিকে উদ্ধার করার সময়েই অনেকের মধ্যে সন্দেহ দেখা দেয়। ওটা কী সত্যি সত্যিই নরকঙ্কাল নাকি ল্যাবে ব্যবহৃত হওয়া ফাইবারের তৈরি? যেমন-সাগর রায়ের কথায়, 'মৃতদেহ হলে এতদিনে এলাকায় দুর্গন্ধে থাকা যেত না। আবার কঙ্কালও এমন আস্ত থাকত না। হাড়গোড় ভেঙে যেত। এটি নকল বলেই মনে হচ্ছে।' ধন্দে পড়ে পুলিশও। অবশেষে কঙ্কালটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠানো হয়। এরপরেই উঠে আসে আসল ঘটনা। চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান, ওই নরকঙ্কালটি মানুষের নয়। ওটি প্লাস্টিক বা ফাইবারের তৈরি। মেডিকেলের কাজেই ব্যবহার করা হয়। তবে পরীক্ষানিরীক্ষার পরেই বিষয়টি নিয়ে নিঃসন্দিহান হওয়া যাবে বলে মনে করছেন চিকিৎসকরা।

কিন্তু ওই নরকঙ্কালটি যে ফাইবারের, সেটা নিয়ে নিশ্চিত পুলিশ। চিকিৎসকরা পরীক্ষানিরীক্ষা করে সন্দেহ দূর করবেন বললেও, পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'ওই কঙ্কালের মাথায় লোহার হুক রয়েছে। যা দিয়ে সেটিকে কোথাও ঝুলিয়ে রাখা হয়। আবার অক্ষত মাথায় সেলাইয়ের দাগের মতো ছবি আঁকানো রয়েছে। এমন কঙ্কাল ল্যাবেই ব্যবহৃত হয়।' পুলিশের অনুমান, কোনও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ল্যাব থেকেই এমন পরিত্যক্ত ফাইবারের কঙ্কালটিকে এনে খাঁড়িতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কে বা কারা এই কাজ করেছে সেটা জানা যায়নি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'ওই কঙ্কালটি উদ্ধার করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে অনুমান, ওই কঙ্কালটি আসল নয়। প্লাস্টিক বা অন্য কিছুর হবে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

খাঁড়ির জলে ভেসে উঠেছে নরকঙ্কাল। বালুরঘাটে।

পদাতিকের স্টপ দাবি

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২০ জানুয়ারি : হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশনে দুটি ট্রেনের স্টপ পাওয়ার পর মঙ্গলবার শিয়ালদা-নিউ জলপাইগুড়ি পদাতিক এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপের দাবিতে রেলমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র পেশ করল পশ্চিমবঙ্গ সিকিম প্রান্তীয় মাড়োয়ারি যুব মঞ্চ। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো সহ উত্তর মালদা সাংসদ খগেন মুর্মুর কাছেও তারা এই দাবিপত্র পেশ করে।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সুমিত জিন্দাল বলেন, 'আমাদের এই দাবি দীর্ঘদিনের। হরিশ্চন্দ্রপুরে পদাতিক এক্সপ্রেসের স্টপ হলে এলাকার মানুষের সুবিধা হবে। আমরা এ বিষয়ে রেলমন্ত্রীকে জানিয়েছি।'

স্মরণিকা প্রকাশ

রায়গঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : মোহনবাটী হাইস্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি স্মরণিকা প্রকাশিত হল মঙ্গলবার। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ জেলা আদালতের বিচারক আতাউর রহমান, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দেবাশিস সমাদ্দার, প্রাক্তন শিক্ষক নিখিল চক্রবর্তী সহ অন্যরা। গত বছর বিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসব শেষ হয়।

বার্ষিক অনুষ্ঠান

কালিয়াচক, ২০ জানুয়ারি : কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ এলাকার জিবিএস হাই মাদ্রাসায় বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হল। মঙ্গলবার সকালে পড়ুয়াদের কোরান পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাপতি লিপিকা ঘোষ বর্মন, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) মৃন্ময় রায়।

শুনানিতে বিক্ষোভ

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

২০ জানুয়ারি : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) সংক্রান্ত লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নিয়ে সুপ্রিম তোপে পড়েছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু জেলায় জেলায় কমিশন বিরোধী বিক্ষোভ অব্যাহত। মৃত্যুর ক্ষেত্রেও অভিযোগে শুনানি। মঙ্গলবার হরিশ্চন্দ্রপুরে এক গৃহবধূ শুনানির লাইনে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এমন বিস্তর ঘটনায় পরস্পরের বিরুদ্ধে সমালোচনায় সরব তৃণমূল এবং বিজেপি।

চাঁচল-২ ব্লকের চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর গ্রামের ষাটোর্ধ্ব জলিল আলির মৃত্যু হয় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। পরিবারের চারজনের নামে শুনানির নোটিশ আসার পর থেকেই জলিল মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন বলে তাঁর আত্মীয়দের বক্তব্য। জলিলের ছেলে সামশুল আলির বক্তব্য, 'আজ পরিবারের সকলের শুনানি ছিল। মালতীপুরে ব্লক অফিসে যাওয়ার জন্য বের হচ্ছিলাম। এমন সময়ই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বাবা মারা যান।' বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করছে এবং এর জন্য মানুষের প্রাণ যাচ্ছে বলে অভিযোগ বিধায়ক ও জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম

বক্সীর। পালটা তৃণমূলের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো এবং উসকানি দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি। এদিন বিকেলে হবিবপুরে শুনানিকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় আকস্মিক মৃত্যু হয় চিঙ্গিবাড়ি এলাকার সামি মুর্মুর (৫৬)। অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বুলবুলচণ্ডী আরএন রায় গ্রামীণ হাসপাতালে। চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। শুনানিতে এসে ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে বলে খবর রটে। ঘটনার সঙ্গে শুনানির কোনও সম্পর্ক নেই বলে জানান হবিবপুরের বিডিও মনোজ কাঞ্জিলাল। শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে এদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের বড়ই গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গি গ্রামের গৃহবধূ আফসানা খাতুন। এদিকে, শুনানি সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে বালুরঘাটে জেলা শাসকের দ্বারস্থ হয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জমিয়তে-উলেমায়ে-হিন্দ সংগঠন।

পুরাতন মালদায় বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখায় আইএনটিটিইউসি। ইটাহারে প্রতিবাদ মিছিল ও সভা করে কংগ্রেস। কালিয়াগঞ্জে তৃণমূল ও বিজেপির বিরোধ অন্য মাত্রা পেয়েছে দুই তরফে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করায়। সোমবার বিজেপি নেতা অমিত সাহা ছয়জনের নাম কাটতে বিডিও অফিসে গিয়েছিলেন। সেসময় তাঁকে তৃণমূল হেনস্তা করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় পথ অবরোধ করে বিজেপি।

দলে ফিরেই আন্দোলনে নেত্রী

সামসী, ২০ জানুয়ারি : তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তনের পর প্রথমবার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) শুনানিতে সাধারণ মানুষের হয়রানির বিরুদ্ধে পথে নামলেন প্রাক্তন সাংসদ মৌসম নুর। তাঁর আসায় মঙ্গলবার মালতীপুর ও সামসী স্টেশন চত্বরে কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

এদিন মৌসমের নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা চাঁচল-২ ব্লক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে শামিল হন। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের গরিব ও প্রান্তিক মানুষদের বারবার শুনানিতে ডেকে এনে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁদের। বিক্ষোভ শেষে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্লক প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে এই হয়রানি বন্ধের দাবিতে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

প্রাক্তন সাংসদ মৌসম নুর বলেন, 'মানুষের স্বার্থে কংগ্রেস রাস্তায় নেমেছে এবং ভবিষ্যতেও লড়াই চলবে।' এ দিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে মৌসম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তথা সাংসদ ইশা খান চৌধুরী, চাঁচল-২ ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি সৈয়দ মানজারুল হক সহ অনেকেই।

অন্যদিকে, এদিন সন্ধ্যায় সামসী স্টেশন চত্বরে কংগ্রেসের তরফে এক সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পর মৌসম সহ কংগ্রেস নেতৃত্ব সামসীতে বিবেকানন্দ এক্সপ্রেস ও বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, এই দুটি ট্রেনের স্টপ এবং সামসী রেলগেটে ওভারব্রিজের দাবিতে স্টেশন সুপারকে স্মারকলিপি তুলে দেন। সামসীর স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট মনোজকুমার ঠাকুর বলেন, 'কংগ্রেসের দেওয়া দাবিসমূহ কাটিহার ডিআরএমকে জানানো হবে।'

শপথ হয়নি, ফল ভুগছে শহর

বরুণ মজুমদার

ডালখোলা, ২০ জানুয়ারি : তনয় দে চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছেন এক মাস পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু আটকে রয়েছে তাঁর শপথ নেওয়া। ফলে চরম সমস্যায় ডালখোলা পুরসভা। তৃণমূল কংগ্রেসের অন্তঃকলহে এমন পরিস্থিতি হয়েছে মনে করে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কবে পুরসভার অচলাবস্থা কাটবে, প্রশ্ন তুলছেন শহরবাসী। এব্যাপারে জানতে চাইলে ভাইস চেয়ারম্যান হাজি ফিরোজ আহমেদ বলছেন, 'এগজিকিউটিভ অফিসার না আসায় সমস্যা বাড়ছে। তবে ২১ জানুয়ারি বোর্ড মিটিং ডাকা হয়েছে। আশা করছি সমস্যা মিটে যাবে।'

দলীয় নির্দেশে গত ১০ নভেম্বর চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দেন স্বদেশচন্দ্র সরকার। তাঁর ইস্তফার পর থেকেই অচলাবস্থায় পুরসভা। পরে কাউন্সিলারদের বৈঠকের পর গত ১৭ ডিসেম্বর নতুন চেয়ারম্যান পদে বসেন ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তনয় দে। কিন্তু তাঁর শপথবাক্য পাঠ হয়নি এখনও। ফলে চেয়ারম্যানের চেয়ারে বসেও কোন সই করতে পারছেন না তনয়। কবে শপথ বাক্য পাঠ করানো হবে, তার

ডালখোলা পুরসভা

কোনও তারিখ জানানো হয়নি বলে জানিয়েছেন ভাইস চেয়ারম্যান।

সামনে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে পুর পরিষেবা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম ক্ষোভ ডালখোলায়। কেননা, ক্রমশই বন্ধের তালিকাটা দীর্ঘ হচ্ছে, বাড়ছে সমস্যা। কার্যত অর্থসংকটের মুখে পড়ছে পুরসভাও। পুরসভা সূত্রে খবর, বর্তমান পরিস্থিতিতে বন্ধ রয়েছে বাজার কালেকশন, বিল্ডিং প্ল্যান পাশ, প্রপার্টি ট্যাক্স কালেকশন। ফলে পুরসভার আয় কমেছে। আবর্জনা পরিষ্কারের গাড়ির তেল ভরতে সমস্যা তো হচ্ছেই, বন্ধ হওয়ার মুখে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবাও। পাশাপাশি, নাগরিকরা পাচ্ছেন না প্রয়োজনীয় নথি বা নথিতে চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর। রেসিডেন্সি সার্টিফিকেট পাচ্ছেন না বলে জানালেন ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মহম্মদ ইসলাম ও মহম্মদ সামিমের মতো অনেকেই। অনলাইন বার্থ সার্টিফিকেটের জন্য দিনের পর দিন চক্কর কাটতে হচ্ছে অনেককে। স্কলারশিপ ফর্মেও মিলছে না সই। মেয়ের স্কলারশিপ ফর্মে সই করাতে পারছেন না বলে জানান বিজেপি নেতা পুলক কুণ্ডু। তৃণমূলের নেতা জ্যোতি সিদ্ধার বক্তব্য, 'এসআইআর পরিস্থিতিতে নানা সার্টিফিকেট না পাওয়ায় সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। ঠিকাদার সংস্থাও বিলের টাকা পাচ্ছে না।' ট্যাক্স কালেকশন না হলে আগামীতে পরিষেবা বিঘ্নিত হবে বলে মেনে নিচ্ছেন এক আধিকারিক। করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পালের বক্তব্য, 'এসআইআর-এর জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাফিডেভিট বিডিও অফিস থেকে করা যাবে। স্কলারশিপ ফর্মে সই আমাকে দিয়েও করাতে পারেন মানুষ।'

এসব সমস্যা মিটবে কবে? তনয়ের সঙ্গে এব্যাপারে যোগাযোগ করা যায়নি। তবে সূত্রের খবর, পুরসভার পক্ষ থেকে জেলা পুর বিষয়ক দপ্তর, জেলা শাসক ও মহকুমা শাসককে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে বলে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালা তনয়কে চেয়ারম্যান হিসেবে বেছে নেওয়ার সেই বৈঠককে তো প্রথম থেকেই সমর্থন করছেন না। এব্যাপারে তাঁর মন্তব্য, 'পুর আইন মেনেই পুরসভা চলবে।'

বজ্রপাতের ভূখণ্ড তিব্বতিতে দোর্জেলিং

শৈলরানি দার্জিলিংয়ের নাম নিয়ে নানা মুনির নানা মত। বজ্রপাতের স্থান হিসাবেই দোর্জেলিং নামকরণ হয়। যা পরবর্তীতে ধীরে ধীরে দার্জিলিংয়ে রূপান্তর হয়।

কী নামে ডেকে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : নামে কী আসে যায় ...! অনেককিছুই আসে যায়। তা যদি হয় শৈলরানি দার্জিলিংয়ের নাম। তবে সেই নাম নিয়ে যে বিশ্বজুড়ে চর্চা হবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে শহরটার নাম বিশ্বজুড়ে পরিচিত, সেই শহরের নাম এল কোথা থেকে? এই প্রশ্ন করেছেন কখনও? ম্যালের ক্যাফেতে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন অনমিত্র দত্ত। দার্জিলিং নাম এল কোথা থেকে, শুরু হল খোঁজখবর। শহরের প্রবীণ বাসিন্দা, ব্যবসায়ীদের দরজায় পৌঁছে শৈলশহরের নামের উৎস খোঁজার চেষ্টা হল। ওই যে নানা মুনির নানা মত, ঠিক তেমনই দার্জিলিং নাম নিয়েও বহু মত রয়েছে।

দার্জিলিং একটা সময় সিকিমের অংশ ছিল। বৃটিশ শাসনাধীন ভারতের কর্মকর্তা, সেনাকর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের গ্রীষ্মকালীন অবকাশের জন্য দার্জিলিংকে সিকিমের থেকে ইজারা নেওয়া হয়েছিল বলে কথিত রয়েছে। যদিও পরবর্তীতে এই ভূখণ্ড ভারতের মূল অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রথমে এই শহরের নাম ছিল দোর্জেলিং। এমনটাই বলছেন এখানকার প্রবীণ বাসিন্দা তথা প্রাক্তন অধ্যাপক অমরসিং রাই। তাঁর কথায়, 'এখানে একটা সময় প্রচুর বজ্রপাত হত। সেই জন্য নাম ছিল দোর্জেলিং। এখানে দোর্জে এবং লিং এই দুটি শব্দ রয়েছে। তিব্বতি ভাষায় দোর্জে মানে হচ্ছে বজ্রপাত এবং লিং শব্দের অর্থ স্থান বা ভূখণ্ড। অর্থাৎ বজ্রপাতের স্থান হিসাবেই এই জায়গাটি পরিচিত ছিল। সেই থেকেই দোর্জেলিং নামকরণ হয়। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে দার্জিলিংয়ে রূপান্তর হয়।' এই শহরের ষাটোর্ধ্ব রূপকুমার তামাং ম্যালের চৌরাস্তায় বসে দার্জিলিং নামের অর্থ খুঁজতে ভাবনার অতীতে ফিরে গেলেন। তিনি বললেন, 'আমাদের ছোটোবেলায় এই শহর দোর্জেলিং নামেই বেশি উচ্চারিত হত। বাবার মুখে শুনেছি এখানে প্রচুর দোর্জে অর্থাৎ বজ্রপাত হত। তাই থেকেই নামকরণ হয়েছে। আবার এটাও শুনেছি যে, এখন যেখানে মহাকাল মন্দির রয়েছে, সেখানে দোর্জে নামে কেউ বসবাস করতেন। তাঁর নাম থেকেই দোর্জের জায়গা হিসাবে দোর্জেলিং নামকরণ।'

দার্জিলিংয়ের নামকরণের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে কথা হচ্ছিল প্রবীণ আইনজীবী তরঙ্গ পণ্ডিতের সঙ্গে। তিনি দার্জিলিংয়ের নাম নিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করলেন। তাঁর বয়স প্রায় ৮০ ছুঁইছুঁই। বললেন, 'আগে এই শহরের নাম ছিল সিকিমিজ দেবতা দোর্জেলিংয়ের নামে। পরবর্তীতে ইংরেজিতে নামটি দার্জিলিং হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা সুদীপ ধারা - কে 23.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 48K 67647 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার পুরস্কার জেতার সুসংবাদ জানতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মাত্র কটি দশ টাকা খরচ করে আমার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৪৩ সংখ্যা, বুধবার, ৭ মাঘ ১৪৩২

প্রশ্ন কমিশনের স্বাতন্ত্র্যে

সাংবিধানিক প্রক্রিয়াই যখন, তখন এত ঢাকঢাক-গুড়গুড় কেন! 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'-র অজুহাতে কোটি লোককে যদি ডাকাই হবে, তাহলে তাঁদের তালিকা গোপন থাকার কারণ কী! নির্বাচন কমিশনের এই গোপনীয়তার যে যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই, তা বেআব্রু হল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। যে নির্দেশ নিয়ে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়- বিজেপির নীরবতা। এমনিতে কমিশনের কোনও পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী চিঠি দিলে পালটা চিঠি দিয়ে কমিশনকে অভ্রান্ত পরিণামে মরিয়া থাকেন বিজেপি নেতারা।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর বিজেপি নেতারা কিন্তু মুখে আঙুল দাদা। নির্দেশটির ২৪ ঘণ্টা পরে মুখে তাঁদের রা'টি নেই। মানে কী? লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র গোপনীয়তার পক্ষে যুক্তি সাজানোর অস্ত্র আর একটিও নেই। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র অভিধানে প্রথম থেকে ম্যাপিং, লিংকিং ইত্যাদি শব্দ ছিল। হঠাৎ কমিশন আমদানি করে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি শব্দটিকে। যা এসআইআর-এর মূল গাইডলাইনে ছিল না।

কী সেই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি? বাংলায় যাকে বলা হচ্ছে তথ্যগত অসংগতি? তথ্যগুলো কেমন? কারও নামের বানান ভুল, ইংরেজি ও বাংলা নামের ফারাক কিংবা নামের প্রথম অংশের সঙ্গে দ্বিতীয় অংশ (ইংরেজিতে যাকে বলে ফার্স্ট নেম ও মিডল নেম) জুড়বে না আলাদা থাকবে ইত্যাদি নানাবিধ জগতের যত সামান্য ব্যাপার। দায়িত্ব দিলে যে কাজটি বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও) বাড়ি বাড়ি ঘুরে কিংবা টেলিফোনে কথা বলে সহজে করে ফেলতে পারতেন।

এজন্য এত নোটিশ, এত শুনানি, এত এত কর্মী-আধিকারিককে কাজে লাগানো, এত সময় ব্যয় ইত্যাদির দরকার হত না। প্রয়োজন হত না কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচের। এতে হয়রানির অভিযোগটা আর শুধু রাজনৈতিক দলের থাকছে না, সাধারণ মানুষের ক্ষোভে তাতে সিলমোহর পড়ে যাচ্ছে। একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশন শুধু রাজনৈতিক দলের নয়, সাধারণ মানুষের বিরাগভাজন হচ্ছে।

জনগণের অংশগ্রহণমূলক সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের কোনও সংস্থা মানুষের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হলে তার কার্যপদ্ধতি শুধু নয়, ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বিশেষ করে বিজেপি নেতাদের নানা মন্তব্যে নির্বাচন কমিশনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় জাগা স্বাভাবিক। কমিশনকে আগলে রাখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। শাসক বা অন্য কোনও দলের নয়। কিন্তু বিজেপি যেন সেই কাজটি করে চলেছিল।

প্রথম থেকেই কত নাম বাদ পড়বে, তার পরিসংখ্যান প্রকাশ করে বিজেপি যেন নির্বাচন কমিশনের কাজটা বেঁধে দিতে চাইছিল। বাংলায় তৃণমূল আবার একেবারেই অনাহূত হোন বা রবাহূত হোন- কারও নাম বাদ দেওয়ার বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে এসআইআর-এর উদ্দেশ্যকে ঘেঁটে দিতে মরিয়া ছিল। ফলে স্বাভাবিক সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার বদলে এসআইআর কারও ভোটের স্বার্থ সুরক্ষিত করার তাস বলে ধারণা তৈরি হচ্ছিল সাধারণ মানুষের মনেও।

নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ড ও সেই কাজের পরিণাম নিয়ে বিজেপির হইচই ওই ধারণাকে আরও পোক্ত করেছে। অন্যদিকে, কাজটিকে নানাভাবে বাধা দেওয়ার আগাগোড়া মরিয়া চেষ্টা করে গিয়েছে তৃণমূল। একটি স্বাভাবিক সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে বগলদাবা করার জন্য কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত পুরো দলীয় বাহিনীকে মাঠে নামিয়ে দিয়েছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। ফলে সাংবিধানিক প্রক্রিয়াটি যেন রাজনৈতিক চেহারা নিয়ে ফেলল। যা কমিশনের স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে।

বাংলায় মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডকে অগ্রাহ্য করার ফতোয়া কমিশনের উদ্দেশ্য নিয়ে আরও সংশয় সৃষ্টি করেছে। কেননা, এতদিন সরকারি ক্ষেত্রে এই নথিটি বয়সের নথি হিসেবে চূড়ান্ত মান্যতা পেত। সুপ্রিম কোর্ট সেই মান্যতায় সিলমোহর দেওয়ায় কমিশনের উদ্দেশ্য প্রশ্নের মুখে পড়েছে। অন্যদিকে, সুপ্রিম কোর্টের রায়কে তৃণমূলের জয় বলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়দের প্রচার কমিশনের মর্যাদাকে লঘু করে দিচ্ছে সন্দেহ নেই।

অমৃতধারা

প্রতিটি মানুষের সরল হওয়ার জন্য শিক্ষা লাভ করা উচিত। সরলতা থাকলে মানব জীবনের উদ্দেশ্য কৃষ্ণভক্তি লাভ অতি সহজ হয়, তা না হলে মানব জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই প্রতিটি মানুষের কায়, মন, বাক্যে সরল হওয়া উচিত। তাই প্রতিটি মানুষের এই শিক্ষা লাভ করা উচিত যে, ভগবানের কৃপায় ভৌতিক লাভ যা সব মিলেছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সেইজন্য গীতাতে বলা হয়েছে -'যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট।' অর্থাৎ- অধিক ভৌতিক লাভের জন্য প্রয়াসী হও না, কি তাতে অসন্তোষ প্রকাশ কর না। মানব সমাজে যে অশান্তি দেখা দিচ্ছে, তার মূলেতে আছে অসন্তোষ। তাই এই সন্তোষ একটি মহান গুণ বলে এক্ষেত্রে বলা হয়েছে।

-ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

গুরুদায়িত্ব কাঁধে এক আধুনিক 'হ্যামলেট'

আদর্শগত দ্বন্দ্ব ও গণতান্ত্রিক দ্বিধায় বিদীর্ণ নেহরু-মানস কি ভারতের ইতিহাসের গতিপথকে এক অনিশ্চিত সন্ধিক্ষণে দাঁড় করিয়েছিল?

অনমিত্র বিশ্বাস

- এআই

গান্ধিজি তাঁর সাড়ম্বর বৈরাগ্যের আবহে একদা ঘোষণা করেছিলেন, 'জওহরলালই আমার উত্তরাধিকারী।' কিন্তু এই উত্তরাধিকার বা যৌবরাজ্য লাভের পথ নেহরুর জন্য খুব একটা মসৃণ ছিল না; বরং এই উচ্চাসনে বসার জন্য তাঁকে বিসর্জন দিতে হয়েছিল নিজের অনেক মৌলিক আদর্শ ও যুক্তিবাদের কঠিন জমি। নেহরুর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক মতামত মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে সবক্ষেত্রে হুবহু মেলেনি— এমনকি যখন তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদে আসীন ছিলেন, তখনও তাঁদের চিন্তার সমান্তরাল রেখাগুলো এক বিন্দুতে মেলেনি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতিচারণায় এই দ্বন্দ্বের এক নিখুঁত বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। সুভাষের মতে, নেহরুর সামনে তখন স্পষ্টত দুটি পথ খোলা ছিল। প্রথমত, নিজের সমস্ত যুক্তিচেতনা বিসর্জন দিয়ে পুরোপুরি 'গান্ধি উইং'-এর একজন অনুগত ও অন্ধ সদস্যে পরিণত হওয়া; অথবা স্পষ্ট ভাষায় গান্ধির তথাকথিত খামখেয়ালিপনার বিরোধিতা করা। নেহরু এর কোনওটিই বেছে নেননি। তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। যতদূর সম্ভব সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলার যে স্বভাবনিহিত গণতান্ত্রিক নমনীয়তা তিনি প্রদর্শন করেছিলেন, তা অনেক সময় ব্যবহারিক রাজনীতির ঊর্ধ্বে এক অনন্য মহিমা লাভ করেছিল। তবে এই অন্তর্নিহিত দোটানাই পরবর্তীকালে তাঁর শাসনকাল ও ব্যক্তিগত ইমেজের ওপর গভীর ছায়া ফেলেছিল।

সুভাষ-নেহরু সংঘাত ও ইতিহাসের এক অলঙ্ঘনীয় স্ববিরোধ

জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরুর সম্পর্ক এক বিশাল ও জটিল অধ্যায়। সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন, তখন গান্ধিজি তাঁকে একপ্রকার 'ত্যাজ্য' ঘোষণা করেছিলেন। সেই চরম সংকটের মুহূর্তে নেহরুর মধ্যস্থতার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। পরিণতিতে সুভাষকে বেছে নিতে হয়েছিল অজ্ঞাতবাসের অনিশ্চিত পথ। এরপর মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে সারথি করে তিনি যখন 'আধমরা' ভারতীয় রাষ্ট্রকে আঘাতের পর আঘাতে জাগিয়ে তোলার সংকল্পে স্বদেশের দিকে ধেয়ে আসছেন, তখন ১৯৪৩ সালে কলকাতার এক জনসভায় নেহরুর কণ্ঠে ঝরে পড়েছিল কঠোর প্রতিরোধ। নেহরু ঘোষণা করেছিলেন, তিনি তাঁর শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও সুভাষকে রুখে দেবেন। স্বাধীন ভারতের প্রেক্ষাপটে সুভাষকে নিয়ে তাঁর এই প্রাক্তন সহকর্মীর আচরণ ছিল প্রবলভাবে স্ববিরোধী। কমনওয়েলথ বা ডমিনিয়নের প্রতি দায়বদ্ধতার দোহাই দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন সৈনিককেও ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। যদিও পেনশনের ব্যবস্থার জন্য নেহরু ব্যক্তিগতভাবে কিছু উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় তা বাস্তবে খুব সামান্যই ফলপ্রসূ হয়েছিল। এমনকি ১৯৬১ সাল পর্যন্ত নেহরুকে জনসমক্ষে এটি স্পষ্ট করতে হয়েছিল যে, সরকারি কোনও কার্যালয়ে সুভাষের প্রতিকৃতি রাখা আইনত অপরাধ বা বেআইনি কিছু নয়।

শাহনওয়াজ কমিটি ও ষড়যন্ত্রের মেঘপুঞ্জ

১৯৫৬ সালে সুভাষচন্দ্রের রহস্যময় অন্তর্ধানের কিনারা করতে অথবা এই বিষয়ে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক কী হবে তা নির্ধারণ করতে শাহনওয়াজ কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটির ধুলোমাখা পুরোনো ফাইলের স্তূপ থেকে একটি চাঞ্চল্যকর চিঠির হদিস পাওয়া যায়। আজাদ হিন্দ ফৌজের এক প্রাক্তন সৈনিক তাঁর প্রাক্তন সেনানায়ক শাহনওয়াজ খাঁ-কে এই চিঠিটি লিখেছিলেন। চিঠির সারমর্ম ছিল প্রবল আবেগ ও অসংলগ্ন কিছু প্রশ্নের সমাহার। যেমন— 'আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে নেতাজি, আমাদের প্রিয় নেতাজি, অমন সামান্য একটা কারণে মারা যেতে পারেন?' সেই সৈনিকের লেখায় সুদূরপরাহত কনস্পিরেসি থিওরির পাশাপাশি নেহরুর বিরুদ্ধে এক ধরনের বিষোদ্গার ছিল। ইঙ্গিত এমনও ছিল যে, নেতাজির নিখোঁজ হওয়ার নেপথ্যে নেহরুর হাত থাকা অসম্ভব নয়। পরিশেষে তাঁর আকুল অনুরোধ ছিল, এই চিঠিটি যেন চূড়ান্ত রিপোর্টে স্থান পায়। কিন্তু বেচারা সৈনিক জানতেন না যে, লালকেল্লার ঐতিহাসিক বিচারপর্ব থেকে জীবিতাবস্থায় বের হওয়ার পরেই শাহনওয়াজ খাঁ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এরপর থেকে তিনি একনিষ্ঠ গান্ধিবাদী হিসেবে জীবন অতিবাহিত করবেন। আজাদ হিন্দের সেই রক্তক্ষয়ী অধ্যায়কে তিনি পরিত্যক্ত পাদুকার মতো পেছনে ফেলে এসেছিলেন। ফলে সেই আবেগি চিঠিটিকে তৎক্ষণাৎ ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়ার একাধিক যুক্তি ছিল। চিঠিতে কমিটির অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় কোনও প্রামাণ্য তথ্য ছিল না, ছিল কেবল এক বিশ্বস্ত সৈনিকের আক্ষেপ। অথচ সেই তুচ্ছ চিঠির সূত্র ধরেও নেহরুকে কোনওদিন কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি।

আদর্শগত দ্বিধা ও একনায়কতন্ত্রের ভয়াল ছায়া

নেহরু স্বাধীনতার প্রথম 'চৌকিদার' হিসেবে নিজের ইমেজ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। সেই সময়ে একজন সাধারণ নাগরিক কোনও জোরালো প্রমাণ ছাড়াই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলার সাহস পেতেন— এই গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরির জন্য নেহরুকে কিছুটা বাহবা দিতেই হয়। এমনকি অভিযোগগুলো যদি সত্যিও হয়, তবুও তাঁর এই প্রশ্রয় দেওয়ার মানসিকতা ছিল অনন্য। বলা হয়, মহম্মদ বিন তুঘলক নাকি আইন করেছিলেন যে প্রজারা ইচ্ছা করলে সুলতানের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে। এই সুযোগে অনেকেই মামলা করে জয়ী হত, কারণ অভিযোগকারী হেরে গেলে বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। নেহরুর ক্ষেত্রেও বিষয়টি অনেকটা তাই। দক্ষিণে ও বামে— উভয়পক্ষই নেহরুকে তাঁদের রাজনৈতিক ন্যারেশনে 'খলনায়ক' হিসেবে তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছে মূলত তাঁরই দেওয়া প্রশ্রয়ে। তবে নেহরুর এই অতি-ঔদার্য ভারতবর্ষের ক্ষতি করেনি, এমনটা বলা কঠিন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে তড়িঘড়ি করে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগ না করে যদি সুভাষ-প্রকল্পিত 'কন্ট্রোলড প্লেবিসিট' বা নিয়ন্ত্রিত জনমতের পথ অনুসরণ করা হত, তবে ১৮ শতাংশ সাক্ষরতার এই দেশটির হয়তো দীর্ঘমেয়াদি উপকার হত। মুসলিম লিগকে পুনরায় ভারতীয় নির্বাচনে লড়তে দেওয়া, কাশ্মীরের সাম্প্রদায়িক হিংস্রতাকে ৩৭০ ধারা দিয়ে সুরক্ষিত করা কিংবা চিন ও পাকিস্তানের রণলিপ্সুতার বিরুদ্ধে কূটনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা— এমন অনেক দায়ভারই নেহরুর কাঁধে আজও চাপানো হয়। এর অধিকাংশের উৎস ছিল অন্যের চোখে নিজেকে মহৎ প্রতিপন্ন করার এক নিরন্তর চেষ্টা। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, নেহরু যদি সেই ধাতের না হতেন এবং একজন কঠোর ডিক্টেটরের মতো আচরণ করতেন, তবে কি তা ভারতের ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলজনক হত? মহৎ একনায়কতন্ত্রও অনেক সময় পরবর্তীকালের কোনও কুৎসিত স্বৈরাচারের পূর্বসূরি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

রেনকোজি মন্দির ও অমীমাংসিত ইতিহাসের উপসংহার

নেহরুর প্রধান ত্রুটি ছিল ঔদার্য এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী এক গভীর সংশয়। তিনি ছিলেন অনেকটা বুদ্ধের সমসাময়িক বিম্বিসারের মতো, যিনি পুত্র অজাতশত্রুর বিদ্রোহের মুখে বুদ্ধের পরামর্শ মেনে তাকে কঠোর দণ্ড দিতে পারেননি, আবার সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে তার উচ্চাশাও প্রশমিত করতে পারেননি। নেহরুও সারাজীবন ডেনমার্কের সেই রাজপুত্র হ্যামলেটের মতো এক দোটানায় ভুগেছেন— যার কাঁধে পিতৃঋণের গুরুদায়িত্ব কিন্তু মনে চিরন্তন প্রশ্ন, 'টু বি অর নট টু বি'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় সৈনিকদের ভূমিকা নিয়ে তিনি কখনও সুভাষের মতো স্পষ্ট হতে পারেননি। সুভাষ বলেছিলেন, ভারতীয় সৈনিকরা মরতে হলে স্বাধীনতার যুদ্ধে মরবে; অন্যদিকে সাভারকার ও শ্যামাপ্রসাদ চেয়েছিলেন বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে থেকে অস্ত্রচালনা শিখে নিতে। নেহরু এর কোনওটিই জোর গলায় বলতে পারেননি। ফ্যাসিস্ট শক্তির প্রতি তাঁর ঘৃণা ছিল রোমান্টিক ইংলিশ মূল্যবোধে জারিত, আবার ব্রিটিশ শৃঙ্খলের বিনিময়ে তিনি জিন্নাহর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কৌশল শিখতেও রাজি ছিলেন না। মণিপুরের জঙ্গলে যখন আজাদ হিন্দ সৈনিকরা ক্ষুধা ও ম্যালেরিয়ায় ধুঁকছিল, তখন তাঁদের ওপর হেলিকপ্টার থেকে বিশ্বাসঘাতকতার প্ররোচনা দেওয়া লিফলেট ফেলার পেছনেও নেহরুর এক ধরনের প্রচ্ছন্ন সায় ছিল। স্বাধীনতার পর মাউন্টব্যাটেনকে দিয়ে আজাদ হিন্দ স্মৃতিসৌধে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ানো ছিল তাঁর এক প্রকার অদ্ভুত প্রায়শ্চিত্ত। অথচ সুভাষের তথাকথিত মৃত্যুসংবাদে তিনি 'দুঃখিত' ও 'নিশ্চিন্ত'— এই দুই বিপরীতধর্মী অনুভূতির কথা স্বীকার করেছিলেন। এক গুরুর দুই শিষ্য, অনেকটা ভীম-দুর্যোধন বা স্ট্যালিন-ট্রটস্কির মতো প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন। নেহরু হয়তো চেয়েছিলেন সুভাষের সদ্গতি ঘটুক বীরের মতো, যাতে তাঁকে নিজের হাতে কোনও বিসদৃশ কাজে লিপ্ত হতে না হয়।

(লেখক আইআইটি ভিলাই-এ গবেষক)

আজ

১৯৪৫

বিপ্লবী রাসবিহারী বসু প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৮৬

অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

ইরান যদি আমাদের আক্রমণ করে, তাহলে আমরা এমন শক্তিতে প্রতিক্রিয়া দেখাব যা তারা আগে কখনও অনুভব করেনি। ইরানের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা কেউ বলতে পারে না। তবে এটা নিশ্চিত যে, দেশটি আর আগের জায়গায় ফিরে যাবে না। তেহরানের প্রতিটি পদক্ষেপে নজর রাখা হচ্ছে।

- বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু

ভাইরাল/১

মন্দিরে মূর্তির গায়ের শাল চুরির ভিডিও ভাইরাল। উত্তরপ্রদেশের হাপুর জেলার মহাদেব মন্দিরে দুই মহিলা পুজো দিতে ঢুকেছিলেন। একজন মূর্তির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রণাম সারেন। তারপর মূর্তির গায়ে থাকা শাল নিয়ে পগারপার।

ভাইরাল/২

কেরলের বাসে কনডাক্টর টিকিট কাটছেন। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কার্ডবোর্ডে ঢাকা। তাঁর ওপর লেখা 'পুরুষদের জন্য কমিশন চাই'। মজা নয়। এক মহিলার হেনস্তার ভিডিওর জেরে একজন আত্মহত্যা করেছেন। তার প্রতিবাদে কনডাক্টরের এই অভিনব সাজ।

জনমন
জনমত

এসআইআর-এর গেরো

এবার নেতাজির বংশধরদের এসআইআর শুনানিতে ডাক পড়েছে। তার মধ্যে চন্দ্র বসু ও তাঁর পরিবারের সদস্যরাও আছেন। চন্দ্র বসু অতীতে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ও সম্পর্কে নেতাজির দৌহিত্র। অবস্থা যা তাতে নাম থাকলে এলগিন রোডের স্বয়ং নেতাজিরও হয়তো ডাক পড়ত। নামের কোথাও সুভাষচন্দ্র বসু, কোথাও সুভাষ বসু, কোথাও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি!

আবার রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে পদবি কোথাও ঠাকুর, কোথাও টেগোর। নামে কোথাও আবার আরএন। সবচেয়ে সমস্যায় পড়তেন নজরুল। কোথাও নজরুল ইসলাম, কোথাও কাজী নজরুল ইসলাম। এখানেও পুরো লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি!

অমর্ত্য সেন, কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী, দীপ্সিতা ধরদের মধ্যে মিল এখন এটাই যে, অসংখ্য সাধারণ মানুষের মতো এঁরাও 'নির্যাতন' কমিশনের ইললজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির অধীনে।

যা চলছে পুরো পাগলামি! মানুষকে বিব্রত করার একটা ভালো পন্থা বের করেছে কমিশন। হঠাৎ হঠাৎ একেকটা ফরমান। আচমকা বাতিল হয়ে যাচ্ছে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট! কখনও এটা, কখনও ওটা। নিত্যনতুন আবদার। বিএলও-রাও বিরক্ত, সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত। পুরো যন্তরমন্তর ঘরে তৈরি মস্তিষ্ক প্রক্ষালন যন্ত্রে মগজ ধোলাইয়ের প্রোডাক্ট এই মুখিয়া কমিশনার ও তাঁর শাগরেদরা।

অমৃতেন্দু চট্টোপাধ্যায়
মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

যুদ্ধের বিশ্বায়ন ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

একসময় যুদ্ধ ছিল ব্যতিক্রম, আজ তা প্রায় নিয়ম। বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায়, প্রায় প্রতিটি দেশই কোনও না কোনওভাবে যুদ্ধের মুখোমুখি। কোথাও সরাসরি সামরিক সংঘর্ষ, কোথাও গৃহযুদ্ধ, কোথাও বা কূটনীতি ও অর্থনীতির আড়ালে চলা নীরব যুদ্ধ। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, যুদ্ধের ধারণাটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। শিশুমৃত্যু, উদ্বাস্তু সংকট, ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর- এইসব দৃশ্য এখন আর বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয় না, বরং দৈনন্দিন সংবাদের তালিকায় নেমে এসেছে। বিশ্ব রাজনীতি আজ এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, যেখানে শান্তির ভাষা যত উচ্চস্বরে উচ্চারিত হচ্ছে, বাস্তবে অস্ত্রের প্রস্তুতিও ততই বাড়ছে। প্রযুক্তি ও সামরিক ক্ষমতায় অগ্রগতি হলেও মানবিক দায়বদ্ধতায় তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। এই বৈপরীত্যই ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি করছে।

এই পথের শেষ কোথায়? যদি প্রতিটি সংকটের উত্তর হয় শক্তি প্রদর্শন, তাহলে আগামী প্রজন্ম কী উত্তরাধিকার পাবে? সহাবস্থান নাকি স্থায়ী সংঘাত? আজ প্রয়োজন বিশ্ব নেতৃত্বের আত্মসমালোচনা। যুদ্ধকে অনিবার্য বলে মেনে নেওয়া নয়, বরং তাকে ঠেকানোর রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

অলোকা রায়
ধনতলা, ক্রান্তি, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

গণসংযোগের অভাবেই বিপাকে আন্দোলন?

আঞ্চলিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উন্নয়ন ও গণসংযোগের অভাব আজ উত্তরবঙ্গের দীর্ঘকালীন বঞ্চনার আন্দোলনকে ক্রমশ দিশাহীন করে তুলছে।

ক্ষীরোদা রায়

উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক আন্দোলনগুলি আজ এক অস্তিত্ব সংকটের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। কামতাপুর কিংবা গোর্খাল্যান্ড— বঞ্চনা, ভাষা ও পরিচয়ের দাবিতে গড়ে ওঠা এই লড়াইগুলোর ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা নিয়ে নতুন করে বিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু বড় প্রশ্নটি অন্যত্র— এই আন্দোলনগুলি কি সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে? নাকি কার্যকর গণসংযোগের অভাব আর নেতৃত্বের অদূরদর্শিতায় এগুলো বারবারই কক্ষচ্যুত হচ্ছে? রাজনীতিতে আবেগ জ্বালানি হিসেবে কাজ করলেও, নিরন্তর জনসংযোগ ছাড়া কোনও আন্দোলনই দীর্ঘজীবী হয় না। নেতৃত্বের অভ্যন্তরীণ কোন্দল আর অস্পষ্ট প্রচারের ফলে আন্দোলনের মূল লক্ষ্য আজ অনেকটাই কুয়াশাচ্ছন্ন।

বঞ্চনার ক্যানভাস ও সামাজিক বিচ্ছেদ

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, আঞ্চলিক আন্দোলনগুলির সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব তৈরি হয়েছে। আন্দোলনের ভাষা আজও একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ভাবাবেগেই আটকে আছে; অথচ বঞ্চনার ক্ষত উত্তরবঙ্গ ও পাহাড়ের প্রতিটি স্তরেই সমানভাবে গভীর। উন্নয়নের প্রশ্নে এই ক্ষোভ কেবল কামতাপুরিদের নয়, বরং প্রান্তিক কৃষক, চা শ্রমিক, কর্মহীন যুবসমাজ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরও। উত্তরবঙ্গে এখনও এইমসের মতো কোনও বিশেষায়িত চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে না ওঠা কিংবা শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির রেল আধুনিকীকরণের স্বপ্নটি কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকা—এই বঞ্চনাগুলো সর্বজনীন। অথচ তিনটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রবেশদ্বার হিসেবে এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক গুরুত্ব আন্তর্জাতিক মানের।

- এআই

কৃষিপণ্য ও শিল্পের পদ্ধতিগত অবহেলা

উত্তরবঙ্গের কৃষি ও শিল্প আজও এক পদ্ধতিগত অবহেলার শিকার। মালদার আম, দিনাজপুরের লিচু কিংবা ডুয়ার্সের আনারস—আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবল চাহিদা থাকলেও এই কৃষিপণ্যগুলিকে কেন্দ্র করে কোনও সংগঠিত প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে ওঠেনি। ধান, পাট বা সুপারির বিপুল ফলন থাকলেও মূল্য সংযোজন ও বাজার সম্প্রসারণের কোনও দিশা নেই। ব্রিটিশ আমলের পুরোনো হাট-বাজারগুলো আজ জরাজীর্ণ। বিপরীতে, দেশভাগের পরবর্তী প্রেক্ষাপটে দক্ষিণবঙ্গে যোগাযোগ ও বাজার ব্যবস্থার যে বৈপ্লবিক প্রসার ঘটেছে, উত্তরবঙ্গ সেই উন্নয়নের আলোকবৃত্ত থেকে অনেক দূরেই রয়ে গিয়েছে।

বেকারত্বের বিষাদ ও নতুন সামাজিক অসুখ

উন্নয়নের এই খরা সবচেয়ে বড় আঘাত হেনেছে উত্তরবঙ্গের যুবসমাজে। কর্মসংস্থানের অভাবে জন্মভিটে ছেড়ে পরিযায়ী হওয়ার সিদ্ধান্ত আজ আর কারও শখ নয়, বরং এক যন্ত্রণাদায়ক বাধ্যবাধকতা। এর চেয়েও ভয়ংকর সামাজিক বাস্তবতা হল—স্থায়ী উপার্জনের পথ না পেয়ে অনেক তরুণ-তরুণী ভার্চুয়াল জগতের অন্ধকার গলিতে পা বাড়াচ্ছেন, জড়িয়ে পড়ছেন কুরুচিকর কনটেন্ট তৈরির পথে। এটি কেবল নৈতিক অবক্ষয় নয়, বরং রাষ্ট্রের উন্নয়ন-ব্যর্থতার এক বিকৃত প্রতিফলন। এই বিপজ্জনক সন্ধিক্ষণে রাজনৈতিক নেতৃত্বের মৌন অত্যন্ত পীড়াদায়ক।

পরিচয়ের রাজনীতি বনাম উন্নয়নের ভাষা

এই সামগ্রিক বঞ্চনাই কামতাপুর ও গোর্খা আন্দোলনের জ্বালানি। কিন্তু আন্দোলনের কুশীলবরা আজও এই বাস্তবতাকে আধুনিক রাজনৈতিক ভাষায় রূপ দিতে পারেননি। কেবল পরিচয়ের রাজনীতি দিয়ে পেটের খিদে মেটানো সম্ভব নয়— প্রয়োজন প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও কর্মসংস্থানের ব্লু-প্রিন্ট। গণসংযোগের পথ আজ আর কেবল সভা-মিছিলে সীমাবদ্ধ নেই; সংবাদমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে নিরন্তর সংলাপই পারে আন্দোলনের গুরুত্বকে প্রাসঙ্গিক রাখতে। নেতৃত্বের দূরদর্শিতা ও গণসংযোগের সক্ষমতা ছাড়া এই বঞ্চনার ইতিহাস মুছে ফেলা কঠিন।

(লেখক লীলাবতী মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৫০

পাশাপাশি : ২। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি ৫। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ৬। ভাগ্যের জোর, ভাগ্যের আনুকূল্য ৮। উত্তর-পশ্চিম ভারতের নদী ৯। প্রচলন, রেওয়াজ, অস্থির ১১। চটক আছে এমন ১৩। খেয়ামাঝি ১৪। জাদুর তন্ত্রমন্ত্র।

উপর-নীচ : ১। অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে আইঢাই অবস্থা ২। শরীর, দেহ ৩। সংগীতের ছয়মাত্রার তালবিশেষ ৪। তানপুরার আরেক নাম ৬। মিত্র, সখা, সুহৃৎ, স্বজন ৭। চাল ৮। মজবুত ও বড় বাক্স ৯। গুপ্তচর, চড়া ১০। সূর্য ১১। চড়াই পাখি, ঔজ্জ্বল্য, জেল্লা, ভড়ং ১২। পুত্র, বালক ১৩। পর্যন্ত,অবধি।

সমাধান ■ ৪৩৪৯

পাশাপাশি : ১। ওলাবিবি ৩। চাউর ৫। উপরচালাক ৬। বিজনি ৭। বান্ধব ৯। আলাপ-সালাপ ১২। নানান ১৩। কর্মান্তর।

উপর-নীচ : ১। ওয়াহাবি ২। বিলাপ ৩। চামচা ৪। রক্তক ৫। উনি ৭। বাপ ৮। বরাবর ৯। আস্তানা ১০। পড়েন ১১। লায়েক।

বিন্দুবিসর্গ

সুস্থ সৌগত

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন সাংসদ সৌগত রায়। মঙ্গলবার দুপুরে তাঁকে ছুটি দেওয়া হয়। বাড়িতে আপাতত তাঁকে বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি।

বাড়বে কর

বাড়তে পারে কলকাতা পুরসভার সম্পত্তি করের পরিমাণ। বুধবার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে এই বিষয়ে পুরসভায় বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। কর আদায়ের বৈষম্য দূর করতেই এই সিদ্ধান্ত।

উত্তপ্ত ভাঙড়

ফের উত্তপ্ত ভাঙড়। বোমার আঘাতে এক তৃণমূল কর্মীর হাত ঝলসে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের তির আইএসএফের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী।

ইডি'র হানা

জিএসটি ফাঁকি দেওয়ার মামলায় কলকাতার একাধিক জায়গায় হানা দিল ইডি। আইপ্যাক কাণ্ড থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের ঘিরে রইল কেন্দ্রীয় বাহিনী। অসমের গুয়াহাটির মামলার সূত্রে এই তল্লাশি চালায় ইডি।

শুনানির মেয়াদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা, পিছোতে পারে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ

দশ জেলায় আরও ১২ অবজার্ভার

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : সুপ্রিম নির্দেশের জেরে শুনানির মেয়াদ বাড়তে চলেছে। তবে শুধু শুনানিই নয়, এর ফলে ফর্ম-৭ জমা দেওয়া ও ভোটার তালিকা নিয়ে আপত্তি জানানোর সময়ও বাড়বে। একই সঙ্গে ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিনও পিছোনোর সম্ভাবনা রয়েছে। এমনটাই মনে করছে কমিশন। মঙ্গলবার রাতে অথবা বুধবার সকালে এ ব্যাপারে সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সিইও দপ্তর সূত্রে এ কথা জানা গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির কারণে চিহ্নিত শুনানির তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছে। সিইও মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, ওই তালিকার পাশাপাশি ২০০২-এর সঙ্গে মিল না থাকা আনম্যাপড ৩১ লক্ষের তালিকাও প্রকাশ করবে কমিশন।

দু'দফায় আনম্যাপড ও লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির আওতায় ১ কোটি ২৫ লক্ষের শুনানি চূড়ান্ত করে ১৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা কার্যত অসম্ভব ছিল কমিশনের। প্রমাদ গুনছিল সিইও দপ্তরও। সেই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম নির্দেশ আখেরে কমিশনকেই কিছুটা স্বস্তি দিল বলে মনে করছে কমিশনের আধিকারিকরা। সোমবার এসআইআর মামলার রায়ে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা টাঙানোর ১০ দিন পরে শুনানি করার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

রাজ্যে এসআইআর শুনানিতে আরও কড়া নজরদারি চালাতে ফের ১২ পর্যবেক্ষককে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের নজরে রাজ্যের ১০ জেলা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই ১০ জেলাই সীমান্তবর্তী এবং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। প্রাথমিকভাবে কমিশন মনে করছে, এই জেলাগুলিতে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে গাফিলতি আছে। এসআইআর-এর কাজে তদারকির জন্যে আগেই দু'দফায় ১৬ জন রোল অবজার্ভারদের একটি টিমকে রাজ্যে পাঠিয়েছিল দিল্লি।

প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, নতুন এই ১২ জনের দলটি দুই মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, দুই দিনাজপুর, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং হুগলির এসআইআর-এর চলতি কাজের ওপর নজর রাখবেন। শুনানি পর্বে বিশেষত লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির কারণে যেসব ভোটারকে শুনানিতে ডাকা হচ্ছে তাঁদের নথির বিষয়ে বিশেষ নজর দেবেন তাঁরা। সোমবারই শীর্ষ আদালত কমিশনের লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির কারণে যাদের চিহ্নিত করেছে, সেই সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ব্লক অফিস থেকে শুরু করে মহকুমা শাসকের দপ্তর পর্যন্ত টাঙিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। সেই নোটিশ টাঙানোর ১০ দিন পরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানিতে ডাকতে হবে বলেও জানিয়ে দিয়েছে আদালত। শুধু লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির বিষয়েই নয়, শুনানিতে বয়স প্রমাণের নথি হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকেও গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। শুনানিতে সহায়ক হিসেবে যে কোনও ব্যক্তি এমনকি বিএলএ (রাজনৈতিক দলের এজেন্ট)-কেও সঙ্গে নিতে পারবেন বলে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। একই সঙ্গে প্রান্তিক মানুষকে যাতে হয়রানির মুখে পড়তে না হয় সে কারণে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত শুনানি কেন্দ্র করতে কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত এবং সেই কাজে পর্যাপ্ত সংখ্যায় উপযুক্ত সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের যাতে কমিশন কাজে লাগাতে পারে তার জন্যে রাজ্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের পরেই রাজ্যের মুখ্যসচিবকে দিল্লিতে জরুরি তলব করেছিল কমিশন। সেখানেই সুপ্রিম নির্দেশ এবং রাজ্যের এসআইআর পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

যদিও এদিন বিজেপি দাবি করেছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের ভুল ব্যাখ্যা করছে তৃণমূল। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এদিন বলেছেন, 'শুনানিতে বিএলএ-২ ঢুকতে পারে না। সুপ্রিম কোর্ট সহায়ককে শুনানিতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। সহায়ক আর বিএলএ এক নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে এসআইআরকে ভন্ডুল করতে চাইছে তৃণমূল।

হয়রানির দায় মমতার : শুভেন্দু

ধুবুলিয়া, ২০ জানুয়ারি : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন ঘিরে রাজ্যজুড়ে যখন ত্রাহি ত্রাহি রব, তখন সেই গণ-হয়রানির দায় সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাড়ে ঠেলে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার নদিয়ার ধুবুলিয়ার সভা থেকে তাঁর দাবি, ভোটার তালিকায় নামের বানানে ভুলের জন্য কমিশন নয়, দায়ী নবান্নর অসহযোগিতা। রাজ্য সরকার ইচ্ছা করে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর না দেওয়ায় আজ সাধারণ মানুষকে নামের বানানের ভুলের জন্য শুনানির চক্কর কাটতে হচ্ছে।

শুভেন্দুর অভিযোগ, বিহার মডেলে ভোটার তালিকা স্বচ্ছ করতে নির্বাচন কমিশন রাজ্যের কাছে ১০০০ ডেটা এন্ট্রি অপারেটর চেয়েছিল। কিন্তু ৪-৫ কোটি টাকা খরচ হবে— এই অজুহাতে রাজ্য সরকার তা দেয়নি। ফলে ২০০২ সালের তালিকার ইংরেজি ডিজিটাইজেশনের সময় 'Roy' হয়েছে 'Ray' কিংবা 'Das' হয়েছে 'Dass'।

শুভেন্দুর তির্যক মন্তব্য, 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী আর রোহিঙ্গাদের বাঁচাতে এই লোকবল দেয়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন। তার ফলেই আজ বৈধ নাগরিকদের লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। বিহারে এই প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে হলেও বাংলায় ইচ্ছাকৃতভাবে জটিলতা তৈরি করা হয়েছে।'

নিজের ভোটব্যাংককে আশ্বস্ত করতে শুভেন্দু এদিন বলেন, 'হ্যাঁ, কিছু হিন্দু ভাইয়ের অসুবিধা হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু এটা রাষ্ট্র রক্ষার লড়াই। আজ এইটুকু কষ্ট সহ্য না করলে আগামী প্রজন্মের ধ্বংসলীলা দেখতে হবে।'

রাজ্যকে 'গ্রেটার বাংলাদেশ' বানানোর চক্রান্তের ভয় দেখিয়ে তিনি স্পষ্ট করে দেন, এই হয়রানি আসলে অনুপ্রবেশকারী মুক্ত ভারতের এক ছোট মূল্য। নাকাশিপাড়া বা সামশেরগঞ্জের সাম্প্রতিক হিংসার উদাহরণ টেনে হিন্দু ভোটারদের সংহতি চাওয়ার পাশাপাশি ক্ষমতায় এলে মোদির উন্নয়নের 'বন্যা' বইবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। মূলত, প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে ঢাল করে হিন্দু ভোটের মেরুকরণ ধরে রাখাই এখন শুভেন্দুর প্রধান লক্ষ্য।

আমার সন্তান যেন থাকে জামার মধ্যে... *মঙ্গলবার কলকাতায়। ছবি : পিটিআই।*

প্রকল্প অস্ত্রে সিঙ্গুরে মমতার পালটা সভা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : ২০১১ সালের আগে হুগলির ছোট্ট জনপথ যে সিঙ্গুর হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক পালাবদলের কেন্দ্রবিন্দু, ১৫ বছর পর ২০২৬ সালের গোড়ায় তা আবার হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক জমি দখলের উৎসস্থল। গত রবিবার সিঙ্গুরের মাটিতে সভা করে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু তাঁর ভাষণে সিঙ্গুরের জন্য কর্মসংস্থানের দিশা কিছু ছিল না। এবার সেই মাটিতেই আগামী ২৮ জানুয়ারি সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ওই সভা থেকেই বেশকিছু সরকারি প্রকল্প এবং পরিষেবা প্রদান করার কথা তাঁর। ইতিমধ্যেই তার প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। সিঙ্গুরের সাড়ে ১১ একর জমিতে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে লজিস্টিক হাব তৈরির কথা আগেই জানিয়েছে রাজ্য সরকার। এবার আরও দু-একটি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রীর সিঙ্গুর সফরকে কার্যত মোকাবিলা করতে চান মমতা।

■ বছর কুড়ি পর সিঙ্গুর যেন ফের হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক জমি দখলের উৎসস্থল

■ গত রবিবার সেখানে সভা করে গিয়েছেন মোদি, ২৮ তারিখ সেখানে যাবেন মমতা

■ সবকিছু ঠিক থাকলে ওই সভা থেকে বেশ কিছু প্রকল্প এবং পরিষেবা প্রদান করার কথা তাঁর

> অনিচ্ছুকদের জমি ২০১৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফিরিয়েছিলেন। সিঙ্গুরের মানুষ তাঁকে ভরসা করেন। সভায় রেকর্ড ভিড় হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না
>
> -বেচারাম মান্না

স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, '২৮ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর আসার কথা রয়েছে। সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর ২০১৬ সালে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সিঙ্গুরের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভরসা করেন। তাই তাঁর সভায় যে রেকর্ড ভিড় হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।'

২০০৬-২০০৭ সালে টাটাদের ছোট গাড়ি ন্যানো কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, তার জেরেই ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটেছিল। এরপর সিঙ্গুরের ঘুঙ্গির খাল দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। ২০১৬ সালে অনিচ্ছুক কৃষকরা তাঁদের জমি ফিরে পেয়েছেন। ২০১১ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ২০২৬ সাল ফের হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক পালাবদলের রোডম্যাপ। সিঙ্গুরের সভা থেকেই রাজ্যের 'মহাজঙ্গলরাজ' খতমের ডাক দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আবার সেই সিঙ্গুরেই গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়নকেই হাতিয়ার করবেন এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন, সেই ব্যাপারে নিশ্চিত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আরও ১৬ লক্ষ পরিবারকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে চলতি মাসেই দেওয়ার কথা। সিঙ্গুরের সভা থেকেই এই টাকা ছাড়ার কথা রয়েছে। এর ফলে গোটা রাজ্যে এই প্রকল্পে ২৮ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। এছাড়াও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ব্যয়বরাদ্দের কোনও বৃদ্ধির ঘোষণা হয় কি না, সেদিকেও নজর রয়েছে সকলের। পাশাপাশি সিঙ্গুরের বাসিন্দাদের কর্মসংস্থানের জন্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে কোনও চমক থাকে কি না, সেদিকেও সকলের নজর রয়েছে। ফলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিঙ্গুর হয়ে উঠেছে তৃণমূল এবং বিজেপির লড়াইয়ের ভরকেন্দ্র।

শিক্ষাকর্মীদের পরীক্ষা শুরুর সম্ভাবনা মার্চে

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : অবশেষে চিন্তার ভাঁজ কিছুটা হলেও গেল শিক্ষাকর্মীদের কপাল থেকে। দীর্ঘ ১০ মাস বেতনহীন তাঁরা। শিক্ষকদের লিখিত পরীক্ষা মিটে গেলেও শিক্ষাকর্মীদের পরীক্ষার কোনও আঁচ পাওয়া যাচ্ছিল না স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফ থেকে। ফলে পরীক্ষা প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু করার আর্জি জানাচ্ছিলেন শিক্ষাকর্মীরা। মঙ্গলবার শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, সব জট কাটিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের আগেই গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা শেষ করতে চান কর্তৃপক্ষ। মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলি মিটলেই শুরু করা হবে শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া।

সম্প্রতি নবান্নে এই বিষয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। এসএসসি প্রস্তাব অনুযায়ী, ১ ও ১৫ মার্চ গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি'র পরীক্ষা নেওয়া হবে। নবান্ন সবুজ সংকেত দিলেই লিখিত পরীক্ষা নিয়ে বিজ্ঞপ্তি

নবান্নের সবুজ সংকেতের অপেক্ষা

জারি করবে এসএসসি। গ্রুপ-সি শূন্যপদের সংখ্যা ২৯৮৯টি। গ্রুপ-ডি শূন্যপদ ৫৪৮৮টি। ইতিমধ্যেই দুটি পদের নিয়োগের জন্য আবেদন করেছেন প্রায় ১৬ লক্ষ পরীক্ষার্থী। গ্রুপ-সি'তে নিয়োগের জন্য আবেদন জমা পড়েছে ৮ লক্ষের কাছাকাছি। গ্রুপ-ডি'তে নিয়োগের জন্য জমা পড়েছে সাড়ে ৮ লক্ষেরও বেশি আবেদন। সব মিলিয়ে মোট ৮৪৭৭টি শূন্যপদের জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন পুরোনো ও নতুন পরীক্ষার্থীরা। এখানেই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন চাকরিহারারা। তাঁদের মত, এত কম শূন্যপদে পরীক্ষা দিলে অর্ধেকের বেশি চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা পুনর্নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ নাও পেতে পারেন। যেসব 'যোগ্য' বঞ্চিত হবেন, তাঁদের জন্য রাজ্য সরকার কী ভাবছে, সেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন চাকরিহারারা।

'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী অমিত মণ্ডল বলেন, 'এতদিন ধরে বেতন বন্ধ। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত পরিস্থিতি নিয়ে আমরা পরীক্ষায় বসব। যেসব যোগ্য সুযোগ পাবেন না, তাঁদের জন্য রাজ্য সরকার কী ভাবছে, তা অবিলম্বে স্পষ্ট করুক। এখনও পর্যন্ত আমরা যাঁরা কর্মরত ছিলাম, তাঁদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাও মেটানো হয়নি। সেই পাওনাগুলি নিয়েও রাজ্য কী পদক্ষেপ করবে তা জানানো হোক।' শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ বাড়ালেও কেন শিক্ষাকর্মীদের সুরাহা করা হচ্ছে না, আদালতের উদ্দেশে সেই প্রশ্নও তুলছেন 'যোগ্য' শিক্ষাকর্মীরা।

বিমাহীন গাড়ি নিয়ে কেন্দ্রের নীতিতে না

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : বিমাহীন গাড়ির বিরুদ্ধে কড়া আইন আনতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। এতদিন গাড়ির রেজিস্ট্রেশন বা পারমিট না থাকলে গাড়ি আটক করতে পারত পুলিশ। বিমা না থাকলে শুধু জরিমানা করা ছাড়া গাড়ি আটকের সুযোগ ছিল না পুলিশের। এতে বিমাহীন গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়লে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত জটিলতা বাড়ছিল। বিমা ছাড়াই রাস্তায় গাড়ি চালানোর প্রবণতা বাড়ছিল। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক এই প্রবণতা রুখতে রাস্তায় বিমাহীন গাড়ির ক্ষেত্রে শুধু জরিমানা নয়, গাড়ি আটক করার আইন যুক্ত করতে মোটর ভেহিকলস আইন সংশোধন করতে চায়। সাংবিধানিক জটিলতা এড়াতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক এব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সহ সব রাজ্যের মতামত জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছে। রাজ্যগুলির মতামত পাওয়ার পর তা খতিয়ে দেখে আইন সংশোধনের বিষয়ে পদক্ষেপ করবে কেন্দ্র।

মঙ্গলবার রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'গাড়ি আটক করা, বুলডোজার চালানো বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতিতে আমরা বিশ্বাসী নই। এই ধরনের আইন সংশোধন করে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার বিমা কোম্পানিকে প্রচুর টাকা পাইয়ে দিতে চায়? বিজেপির পার্টি তহবিল তাদের টাকায় ভরাতে চায়?' স্নেহাশিস বলেন, 'ওদের বক্তব্য ভালো করে খতিয়ে দেখে রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে তার মতামত জানাবে। তবে রাজ্য সরকার মনে করে, মানুষ গাড়ি কেনে বিমা করিয়েই। বিমা ছাড়া গাড়ি চালানোর মানসিকতা মানুষের থাকে না বলেই আমরা বিশ্বাস করি। তবু কেন্দ্রের কী বক্তব্য, রাজ্য সরকার তা খতিয়ে দেখবে ও জবাব দেবে।'

বেলডাঙায় প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী : হাইকোর্ট

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : জীবন, জীবিকা, সম্পত্তি রক্ষার স্বার্থে পদক্ষেপ করতেই হবে আদালতকে। দীর্ঘ ৩০ ঘণ্টা ধরে বেলডাঙায় তাণ্ডবের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এমনটাই মন্তব্য করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। এই অশান্তির ঘটনায় মুর্শিদাবাদে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী বেলডাঙায় মোতায়েন করতে পারবে রাজ্য। এনআইএ-কে দিয়েও কেন্দ্র প্রয়োজন মনে করলে তদন্ত করাতে পারবে। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, অবিলম্বে যাতে বেলডাঙায় শান্তিশৃঙ্খলা পুনরায় বজায় থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার ও জেলা শাসককে। কারোর জীবন, জীবিকা, মর্যাদা, সম্পত্তি যাতে বিপন্ন না হয়, তার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ করতে হবে।

এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে তাই গোয়েন্দা তথ্য ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে তারা কী পদক্ষেপ করেছে। এদিন আদালতে আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য সওয়াল করেন, পূর্ব পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। পুলিশ সুপারও স্বীকার করেছেন। রেল, জাতীয় সড়ক, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, সম্পত্তি নষ্ট, সাংবাদিক-নিগ্রহ করা হয়েছে। রাজ্য প্রশাসন সদিচ্ছাবশত এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি বা কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার করেনি। ওই এলাকা সংবেদনশীল। পাশাপাশি

■ মুর্শিদাবাদে বার বার এই ধরনের ঘটনা উদ্বেগজনক

■ অশান্তির ঘটনা অস্বীকার করা যায় না

■ মানুষের জীবন, স্বাধীনতা, মর্যাদা সবার আগে

■ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে

মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকা উত্তেজনাপ্রবণ হয়ে ওঠায় উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্বের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও প্রভাব পড়ছে। নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে প্রতিনিয়ত এই ঘটনা ঘটছে। এই ঘটনায় এনআইএ-কে দিয়ে তদন্ত করানো হোক।

যদিও রাজ্য পালটা দাবি করেছে, অশান্ত এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। তারা রুটমার্চ করছে। পুলিশ-প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই ধরনের মামলা করা হচ্ছে।

নতুন চার প্রজাতির ধান

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : রাজ্যের আবহাওয়া ও বিপরীতধর্মী জলবায়ুর উপযোগী চারটি নতুন উচ্চফলনশীল ধান তৈরি করল রাজ্যের কৃষি দপ্তর। মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে এই কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খরা এবং বন্যা আবহে যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয়, সেই কথা মাথায় রেখেই এই ভিন্ন ধরনের ধানের প্রজাতির ফলন করা হবে।

নতুন উদ্ভাবিত চারটি প্রজাতির মধ্যে তিনটি 'সুভাষিণী', 'লছমন্তি' ও 'মুসাফির' বিশেষভাবে তৈরি হয়েছে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে খরাপ্রবণ এলাকার জন্য। পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার মতো জেলাগুলিতে খরিফ মরশুমে এই ধান হেক্টর প্রতি ৫২ থেকে ৫৫ কুইন্টাল ফলন দিতে সক্ষম। কম বৃষ্টিতেও যাতে চাষিদের ফসল ফলাতে বড় ধাক্কা না লাগে, সেই লক্ষ্যেই এই তিন প্রজাতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের বন্যাপ্রবণ এলাকার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে নতুন ধান 'ইরাবতী'। দীর্ঘ সময় জমি জলমগ্ন থাকলেও এই ধান নষ্ট হবে না। ঝড়-বৃষ্টিতে সহজে এই ধানগাছ হেলে পড়ার আশঙ্কাও কম। তাই উপকূলবর্তী এলাকার কৃষকদের এই ধান নতুন দিশা দেখাবে বলে আশাবাদী কৃষি দপ্তর। পুরুলিয়ার খরা প্রতিরোধ গবেষণা কেন্দ্র ও চুঁচুড়ার ধান গবেষণা কেন্দ্রে দীর্ঘ কয়েক বছরের গবেষণার পর এই প্রজাতিগুলি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, এই চারটি ধানকে নিয়ে ২০১১ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত সরকার গবেষণার মাধ্যমে মোট ২৫টি নতুন ফসলের প্রজাতি উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে ১৫টিই ধানের প্রজাতি। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে এই নতুন ধরনের ধানগুলি কৃষকদের ভরসা হয়ে উঠবে বলেই আশাবাদী কৃষি দপ্তর।

মমতায় রুষ্ট সেনারা বোসের কাছে

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : ভোটমুখী বাংলায় সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু এবার ফোর্ট উইলিয়াম। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা 'বিস্ফোরক' অভিযোগের প্রেক্ষিতে পালটা ময়দানে নামল ভারতীয় সেনা। একজন কমান্ড্যান্ট পদমর্যাদার অফিসার বিজেপির হয়ে এসআইআর-এ কাজ করছেন— মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবির বিরুদ্ধে নজিরবিহীনভাবে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের হস্তক্ষেপ চাইল ইস্টার্ন কমান্ড।

গত সপ্তাহে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে দুই সেনাকর্তা সরাসরি রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের অভিযোগ, দেশের সর্বোচ্চ পেশাদার প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতির আঙিনায় টেনে আনা হয়েছে। নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, ফোর্ট উইলিয়ামে বসে জনৈক অফিসার ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া প্রক্রিয়ায় গেরুয়া শিবিরকে মদত দিচ্ছেন। সেনা এই অভিযোগকে শুধু 'ভিত্তিহীন' নয়, 'মর্যাদাহানিকর'

বলেও মনে করছে।

রাজ্যপাল এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখেছেন। জানা গিয়েছে, তিনি ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের নজরে পুরো বিষয়টি এনেছেন। বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বিদ্রুপ করে বলেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে বাংলার রাষ্ট্রপতি ভাবেন, তাই যা খুশি বলছেন।' সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম স্পষ্ট জানিয়েছেন, অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তবে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রমাণ দিতে হবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে চিঠি লিখে তদন্তের দাবি করা উচিত।

উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ— সীমান্ত জেলাগুলোয় এসআইআর নিয়ে সবথেকে বেশি উত্তেজনা। বিএলও-রা যখন বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন, তখন 'ডি-ভোটার' হওয়ার আশঙ্কায় ঘুম ছুটেছে হাজার হাজার মানুষের। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ভয়কেই রাজনৈতিক ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন মমতা। আর সেই রণকৌশলে এবার লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে খোদ ফোর্ট উইলিয়ামকে।

ভোটার তালিকা সংশোধনকে এনআরসি-র 'প্রথম ধাপ' হিসেবে প্রচার করছে তৃণমূল, অন্যদিকে ভোটার তালিকা 'স্বচ্ছ' করার দাবিতে অনড় নির্বাচন কমিশন। এর মাঝে সেনাকে টেনে এনে মুখ্যমন্ত্রী কি নতুন কোনো মেরুকরণের চেষ্টা করছেন? উত্তর দেবে সময়।

উচ্চমাধ্যমিকের মডেল প্রশ্ন বিলি নিয়ে ক্ষোভ

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : সামনেই উচ্চমাধ্যমিক। হাতে বাকি নেই আর এক মাসও। এর মধ্যেই চতুর্থ সিমেস্টারের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক মডেল প্রশ্নের বই বিলি করার সিদ্ধান্ত নিল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ২৭ জানুয়ারি থেকে এই বই পাওয়া যাবে নির্ধারিত মূল্যে। এই সিদ্ধান্ত নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক। শিক্ষক মহলের প্রশ্ন, এত পরে মডেল প্রশ্নপত্র বিলি করলে পরীক্ষার্থীরা প্রস্তুতি নেবেন কখন?

পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে। পড়ুয়ারা সকলেই বাড়িতে নিজেদের প্রস্তুতি সারছেন। এই মুহূর্তে মডেল প্রশ্নের বই প্রকাশিত হওয়া অর্থহীন বলে মনে করছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা। তাঁদের প্রশ্ন, মডেল প্রশ্নপত্র দেখিয়ে পড়ুয়াদের শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ দেবেন কখন? সিমেস্টার ব্যবস্থায় প্রথমবার চতুর্থ সিমেস্টার হওয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই দুশ্চিন্তায় স্কুলের শিক্ষকরা। দফায় দফায় ক্লাস টেস্টের সুযোগ পেলেও পড়ুয়াদের মধ্যে ভয় কাটছে না। তাঁরা প্রশ্নপত্রের ধরন নিয়ে রীতিমতো বিচলিত। শিক্ষকদের দাবি, সংসদের আগেভাগে পরিকল্পনা করা উচিত ছিল। সিমেস্টার ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নপত্র বিলি শুরু হয়ে গেলে আর কোনও বিভ্রান্তি তৈরিই হত না।

অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে চন্দন গড়াই বলেন, 'মডেল প্রশ্নের বই রিজিওনাল অফিসে গিয়ে পড়ুয়াদের কেনার নির্দেশ দিয়েছে সংসদ। পরীক্ষার মুখে এই ধরনের নির্দেশ একেবারেই অনুপযোগী। পড়ুয়াদের সুবিধার জন্য মডেল প্রশ্নগুলি সংসদের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হোক।' সংসদের

> মডেল প্রশ্নের বই রিজিওনাল অফিসে গিয়ে কেনার নির্দেশ একেবারেই অনুপযোগী। পড়ুয়াদের সুবিধার জন্য সেগুলি সংসদের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হোক
>
> -চন্দন গড়াই

সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও তাদের এই কালবিলম্বকে নিন্দা করে অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেসের তরফে চন্দন মাইতি বলেন, 'প্রশ্নপত্র প্র্যাকটিস করানোর এখন আর সময় কোথায়? গ্রামের স্কুলগুলিতে ৫০ শতাংশ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নেই। সেখানে পড়ুয়াদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করাবেন কারা? সবদিক বিচার করে সংসদের এই সিমেস্টার পদ্ধতি চালু করা উচিত ছিল।'

দলে অভিষেক ঘনিষ্ঠদের গুরুত্ব বাড়ছে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : দলে নিজের টিম গোছাচ্ছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আপাতত দলের মাঝের সারির মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাসরা কিছুটা 'অন্তরালেই'। প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় এবং সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও শারীরিক কারণে ততটা সক্রিয় নেই। এই সুযোগটাই অভিষেককে তাঁর একেবারে আস্থাভাজনদের নিয়ে 'নিজের কোর টিম' গড়তে সাহায্য করেছে। স্বভাবতই দলে গুরুত্ব বাড়তে শুরু করেছে মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, কলকাতা পুরসভার অভিজ্ঞ কাউন্সিলার অরূপ চক্রবর্তী, রাজু বসুর মতো নেতাদের। এখন অধিকাংশ ইস্যুতে দলের মুখপাত্রের ভূমিকায় পার্থ, অরূপের মতো নেতাদের টিভি পর্দায় দেখা যাচ্ছে। এতদিন যাঁদের দেখা যেত না বললেই চলে। এই মুহূর্তে দলের সাংগঠনিক বিষয়ে একাধিক ইস্যুতে দলের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, তা অভিষেকের নির্দেশে ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসেই চূড়ান্ত হচ্ছে। তবে চূড়ান্ত অনুমোদনে সায় থাকছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

অভিষেকপন্থী এক প্রবীণ শীর্ষনেতার মন্তব্য, পার্থ, অরূপের মতো 'বলিয়ে-কইয়ে', নিজ গুণে 'সফল' নেতারা যেভাবে দলের সামনের সারিতে চলে আসছেন, তাতে ভবিষ্যতে এঁদের দিয়েই দলে অভিষেকের 'নিজস্ব কোর টিম' গড়ে উঠবে। আগামী দিনে জাতীয় রাজনীতির পাশাপাশি রাজ্য রাজনীতিতে সরাসরি জড়িয়ে যাবেন অভিষেক বলে মন্তব্য দলের ওই প্রবীণ শীর্ষনেতার। নেত্রীর নির্দেশে রাজ্য প্রশাসনে যুক্ত হওয়ার সুযোগও পাবেন অভিষেক।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে পুলিশ লাইনে কুচকাওয়াজ। মঙ্গলবার বালুরঘাটে। ছবি ঃ মাজিদুর সরদার

ফাঁকা তৃণমূলের সহায়তাকেন্দ্র

আজাদ

মানিকচক, ২০ জানুয়ারি : এসআইআর নিয়ে হয়রানির শিকার হচ্ছেন মালদার ভোটাররা। শুনানিকেন্দ্রের বাইরে কাতারে কাতারে সাধারণ মানুষের ভিড়। তা নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আবার হয়রান হওয়া লোকজনের পাশে দাঁড়াবার জন্য দলের তরফে সহায়তাকেন্দ্রও খোলা হয়েছে। ঘাসফুল শিবিরের দাবি, তাদের সেই সহায়তাকেন্দ্রে নাকি প্রচুর লোকের ভিড় হচ্ছে। কিন্তু মানিকচকে তেমনই সহায়তাকেন্দ্রের সামনে গিয়ে দেখা গেল অন্য ছবি। খাঁখাঁ করছে।

মানিকচকের তিনটি শুনানিকেন্দ্রের বাইরে সহায়তাকেন্দ্র খুলেছে দলের মানিকচক ব্লক কমিটি। সেখানে শাসকদলের কয়েকজন কর্মী উপস্থিত থেকে সাধারণ ভোটারদের সহায়তা করার কথা। কিন্তু মঙ্গলবার সেখানে গিয়ে দেখা গেল, সহায়তাকেন্দ্রগুলি ফাঁকা। ফাঁকা শিবির, ফাঁকা চেয়ার। শাসকদলের সহায়তাকেন্দ্রে কাউকে না পেয়ে ঘুরে যেতে বাধ্য হলেন অনেক ভোটার। যদিও এই অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, শিবিরে বসে নয়, মাঠে ময়দানে নেমে সাধারণ ভোটারদের সহায়তা করছেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা।

ব্লকের তিনটি শুনানিকেন্দ্র মানিকচক ব্লক কমিউনিটি হল, মানিকচক ব্লক সদ্ভাব ভবন এবং মানিকচক শিক্ষানিকেতন হাইস্কুলের বাইরে সহায়তাকেন্দ্র করেছে তৃণমূলের মানিকচক ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন মানিকচক এবং গোপালপুরের বেশ কিছু সাধারণ

মানিকচক

ভোটারকে সহায়তার জন্য শিবিরে অপেক্ষা করতে দেখা গেল। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরও কাউকে না পেয়ে সরকারি সহায়তাকেন্দ্রের লাইনে ছুটতে হল তাঁদের। ক্ষোভ উগরে দিলেন এজাজুল মহম্মদ মোক্তারের মতো স্থানীয়রা।

তবে, এইসব অভিযোগ মানতে নারাজ মালদা জেলার তৃণমূলের সহ সভাপতি আশিস সিনহা। তাঁর দাবি, 'যখন লোকজন অপেক্ষা করছিলেন তখন হয়তো তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষদের সহায়তা করছিলেন। তাই সহায়তাকেন্দ্র ফাঁকা ছিল।'

সহায়তাকেন্দ্রে পড়ে রয়েছে ফাঁকা চেয়ার। মঙ্গলবার মানিকচকে।

বেলডাঙ্গা কাণ্ডে ধৃত আরও ৫

বেলডাঙা, ২০ জানুয়ারি : বেলডাঙ্গা কাণ্ডে মঙ্গলবার আরও পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছেন তদন্তকারী অফিসাররা। ধৃতদের নাম নুর আলম, রবিউল ইসলাম, নুর আলম মোল্লা, লাদিম শেখ ও তুফাইল শেখ। প্রত্যেকের বাড়ি বেলডাঙ্গার মজ্জমপাড়ায়। তাঁদের বহরমপুর আদালতে তোলা হলে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। বেলডাঙ্গার ঘটনায় পুলিশের পাশাপাশি কোমর বেঁধে তদন্তে নেমেছে গোয়েন্দা দপ্তর। সাইবার সেলের সহায়তায় নানা ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ জোগাড় ও বিশ্লেষণ করে বেলডাঙ্গার বিভিন্ন এলাকা থেকে ওই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ জানান, 'তদন্তকারীরা সিসিটিভি ফুটেজ ও সোশ্যাল মিডিয়া খতিয়ে দেখে শনাক্ত করার পর তল্লাশি চালিয়ে পাঁচজনের গ্রেপ্তারি সম্ভব হয়েছে।'

ঝাড়খণ্ডে কর্মরত মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখকে খুনের অভিযোগে শুক্র ও শনিবার দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বেলডাঙ্গা। সড়ক ও রেলপথ অবরোধের পাশাপাশি রেলের সিগন্যাল, হোটেল ও যাত্রীবাহী বাসে হামলা করে উত্তেজিত জনতা। অশান্তির ঘটনায় আগেই ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এবার ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৬। বেলডাঙ্গা কাণ্ড নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। বেলডাঙ্গায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার দাবিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দুটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। মুর্শিদাবাদে ইতিমধ্যেই ৫ কোম্পানি বাহিনী রয়েছে। ওই কেন্দ্রীয় বাহিনীকেই বেলডাঙ্গায় মোতায়েন করার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ।

পুলিশ জানিয়েছে, অশান্তির প্রথম দিন আবেগের বশবর্তী হয়ে উত্তেজিত জনতা ভাঙচুর করলেও, দ্বিতীয় দিন পরিকল্পনামাফিক তাণ্ডব চলেছে। প্রতিবাদের নামে রেলের সম্পত্তি ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ পুলিশের। বেলডাঙ্গায় সাংবাদিকরাও আক্রান্ত হন। তদন্তের ক্ষেত্রে সিসিটিভি ফুটেজ ও সামাজিক মাধ্যমই পুলিশের মূল হাতিয়ার। ইতিমধ্যেই মিমের নেতা মতিউর রহমানকে অশান্তির 'মূলচক্রী' অ্যাখ্যা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদিও মিমের দাবি, মতিউরের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগ নেই।

বিশ্বমানের ট্রেনে 'তৃতীয় শ্রেণি'র মানসিকতা

বিতর্কের 'দাগ' বন্দে ভারত স্লিপারে

দীপ সাহা

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : ভারতের রেল পরিষেবায় যে ট্রেনকে 'গেম চেঞ্জার' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল, বাণিজ্যিক যাত্রা শুরুর আগেই সেই স্বপ্নের ট্রেনের গায়ে লাগল কলঙ্কের দাগ। বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু হতে বাকি আরও দু'দিন। তার আগেই দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের অন্দরের যে ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠে এল, তাতে লজ্জায় মাথা নত হওয়ার জোগাড় সচেতন নাগরিকদের। উদ্বোধনী যাত্রার জৌলুস কাটতে না কাটতেই এই বিলাসবহুল ট্রেনের কামরাজুড়ে দেখা গেল চরম অরাজকতার ছবি।

রেলমন্ত্রক এই সেমি-হাইস্পিড ট্রেনটির প্রচারের জন্য কোনও খামতি রাখেনি। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এই ট্রেনের অন্দরসজ্জা হার মানাবে বিমানকেও। কমলা ও ধূসর রঙের নান্দনিক দেওয়াল, স্বয়ংক্রিয় দরজা, ঝকঝকে শৌচালয়- সব মিলিয়ে এক এলাহি আয়োজন। কিন্তু উদ্বোধনী যাত্রায় আমন্ত্রিত অতিথি, ভ্লগার এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের একাংশ যেভাবে এই সম্পদকে ব্যবহার করলেন, তা দেখে প্রশ্ন উঠছে আমাদের 'সিভিক সেন্স' বা নাগরিক বোধ নিয়ে।

কামাখ্যা-হাওড়া ট্রেনের যাত্রাপথে দেখা গিয়েছে, মেঝেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে জুসের খালি প্যাকেট, সিটের ফাঁকে বা ম্যাগাজিন হোল্ডারে গুঁজে রাখা এঁটো চায়ের কাপ। অথচ ট্রেনের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে প্রতিটি দরজার পাশেই রয়েছে ডাস্টবিন। কিন্তু নিজের আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে ডাস্টবিনে আবর্জনা ফেলার সামান্য কষ্টটুকুও করতে রাজি নন অনেকে। বিষয়টি শুধু নোংরা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভাইরাল হওয়া একাধিক ছবিতে দেখা গিয়েছে, কেউ কেউ জুতো পায়েই উঠে পড়েছেন আপার বার্থে, আবার কেউ ট্রেনের ঝকঝকে প্যানেলে পা তুলে আয়েশ করে ঘুমোচ্ছেন।

দুর্গাপুর থেকে প্রথম দিনের যাত্রার সাক্ষী হতে আসা যাত্রী সোমনাথ দে আক্ষেপের সুরে বলেছেন, 'ট্রেনটা সত্যিই দুর্দান্ত। কিন্তু যাত্রীদের একাংশের যা আচরণ, তাতে মনে হচ্ছে ক'দিন পর এটাও সাধারণ লোকাল ট্রেনের দশায় পৌঁছাবে।' তথাকথিত কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের বিঁধে তাঁর মন্তব্য, 'এঁরা ক্যামেরার লেন্সে ফোকাস রাখতে জানেন, কিন্তু পরিচ্ছন্নতার দিকে ন্যূনতম নজরটুকু নেই।'

শুধু কামাখ্যা-হাওড়া রুটেই নয়, মালদা থেকে কামাখ্যাগামী

নতুন ট্রেনের দেওয়ালে পা, মেঝেয় আইসক্রিমের কাপ।

ট্রেনের অন্দরের ভিডিওতেও একই ছবি ধরা পড়েছে। এক জনপ্রিয় ভ্লগার সেই ভিডিও শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'ট্রেন বিশ্বমানের হতে পারে, কিন্তু আমাদের সিভিক সেন্স আজও মান্ধাতার আমলের।' আইনজীবী হীরক চক্রবর্তীর কথায় উঠে এসেছে কড়া সমালোচনা। তিনি বলছেন, 'অনেকে ভাবেন বেশি টাকা দিয়ে টিকিট কেটেছি মানে যা খুশি তাই করার লাইসেন্স পেয়েছি। আসলে যারা নিজের ঘর পরিষ্কার রাখতে জানে না, তারা বাইরের জগতেও অসভ্যতা করে।'

তবে মুদ্রার অন্য পিঠও রয়েছে। ভ্লগারদের একাংশের দাবি, উদ্বোধনী যাত্রায় রেলের ব্যবস্থাপনায় বড়সড়ো গলদ ছিল। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা সৌম্যদীপের অভিযোগ, 'সেদিন স্মারক টিকিট বিলি করা হলেও, বহু মানুষ বিনা টিকিটেই ট্রেনে উঠে পড়েছিলেন। রেলের তরফে বাধার কোনও বালাই ছিল না। ফলে বেনোজল ঢুকে ট্রেন নোংরা করার মতো লোকের অভাব হয়নি।'

বিতর্ক এবং যুক্তি-পালটা যুক্তির মাঝে যে সত্যটি প্রকট হয়ে উঠছে তা হল, পরিকাঠামোর উন্নয়ন হলেও মানসিকতার উন্নয়ন এখনও যোজন দূরে। হাজার কোটি টাকা খরচ করে রেলমন্ত্রক বিশ্বমানের পরিষেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেই পরিষেবার রক্ষণাবেক্ষণ শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়।

বন্দে ভারত স্লিপার ভারতীয় রেলের আধুনিকীকরণের প্রতীক। কিন্তু প্রথম যাত্রাতেই যেভাবে তার দেওয়ালে লাথি মারা হল বা যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা হল, তাতে ট্রেনের স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। রেলের সাফাইকর্মীরা হয়তো ট্রেন ঝকঝকে করে দেবেন, কিন্তু আমাদের মানসিকতার এই নোংরা সাফ করবেন কে?

পৃথিবীর পাঠশালা

ঘুমন্ত সুন্দরী গ্রাম

কাজাখস্তানের কালাচি গ্রামে এক অদ্ভুত রোগ দেখা দিয়েছিল, যার নাম 'স্লিপিং সিনড্রোম'। এখানকার মানুষ হুটহাট ঘুমিয়ে পড়ত এবং সেই ঘুম ভাঙত কয়েকদিন পর! কেউ বাইক চালাতে চালাতে, কেউ বা কথা বলতে বলতে গভীর ঘুমে তলিয়ে যেত। ঘুম ভাঙার পর তাদের কিছুই মনে থাকত না, সঙ্গে থাকত হ্যালুসিনেশন। বিজ্ঞানীরা পরে জানান, গ্রামের কাছে পরিত্যক্ত ইউরেনিয়াম খনি থেকে বের হওয়া কার্বন মনোক্সাইড বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়ে দিচ্ছিল, যার ফলেই এই বিপত্তি। পুরো গ্রাম যেন রূপকথার সেই ঘুমন্ত পুরীতে পরিণত হয়েছিল।

মাটির নীচে

অস্ট্রেলিয়ার কুবার পেডি শহরের মানুষ মাটির ওপরে নয়, মাটির নীচে বাস করে! মরুভূমির অসহ্য গরম (প্রায় ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) থেকে বাঁচতে তারা মাটির নীচে ঘরবাড়ি, চার্চ, এমনকি হোটেলও বানিয়েছে। এটি বিশ্বের 'ওপাল রাজধানী' নামে পরিচিত, কারণ এখানকার খনিতে প্রচুর ওপাল পাথর পাওয়া যায়। পুরোনো খনির গর্তগুলোকেই তারা বাসস্থানে রূপান্তর করেছে। বাইরে থেকে দেখলে শুধু ধুলোবালি, কিন্তু মাটির নীচে নামলেই দেখা মিলবে আধুনিক সুযোগসুবিধাযুক্ত এক আস্ত শহরের।

ভাইকিংদের ব্লুটুথ

আমরা রোজ মোবাইলে 'ব্লুটুথ' ব্যবহার করি, কিন্তু এই নামটা এল কোথা থেকে? আসলে দশম শতাব্দীর ডেনমার্কের রাজা 'হ্যারাল্ড ব্লুটুথ'-এর নামানুসারে এই প্রযুক্তির নামকরণ হয়। রাজা হ্যারাল্ড যেমন স্ক্যান্ডিনেভিয়ার বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একত্রিত করেছিলেন, তেমনই এই প্রযুক্তি বিভিন্ন ডিভাইসকে (ফোন, কম্পিউটার) তারহীনভাবে সংযুক্ত করে। শোনা যায়, রাজা হ্যারাল্ড ব্লুবেরি খেতে খুব ভালোবাসতেন, তাই তাঁর দাঁত সবসময় নীল থাকত—সেখান থেকেই তাঁর নাম হয়েছিল ব্লুটুথ। প্রযুক্তির লোগোটি আসলে ভাইকিংদের রুন বর্ণমালার 'H' এবং 'B'-এর সংমিশ্রণ!

একাকী তিমি

সমুদ্রের নীচে তিমিরা একে অপরের সঙ্গে গান গেয়ে কথা বলে। কিন্তু '৫২ হার্টজ' নামের একটি তিমি গত ৩০ বছর ধরে একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারণ, তার ডাকার শব্দ বা ফ্রিকোয়েন্সি ৫২ হার্টজ, যা অন্য সাধারণ তিমিদের (১৫-২৫ হার্টজ) চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। ফলে সে ডাকলে অন্য তিমিরা তা শুনতে পায় না বা বুঝতেই পারে না। বিজ্ঞানীরা তাকে 'বিশ্বের সবচেয়ে একাকী তিমি' নাম দিয়েছেন। বিশাল সমুদ্রের বুকে সঙ্গীর খোঁজে তার এই অনন্ত এবং উত্তরহীন আহ্বান সত্যিই বড় করুণ।

বিধায়কের হুমকি

ফরাক্কা, ২০ জানুয়ারি : বিডিও অফিসে ঝামেলার পরে ফের নির্বাচন কমিশনকে হুঁশিয়ারি দিলেন ফরাক্কার বিধায়ক মণিরুল ইসলাম। ভোটার লিস্ট যখন বের হবে তখন যদি সব ঠিকঠাক থাকে তাহলে ভালো, নাহলে দেখবেন চারিদিকে আগুন জ্বলছে বলে সোমবারে এক দলীয় সভা থেকে হুঁশিয়ারি দেন মণিরুল। তাঁর বক্তব্য, 'নির্বাচন কমিশন বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে চলছে, তারা নিজেই জানে না কখন কী বলছে। সুপ্রিম কোর্টের উপর আমাদের আস্থা রাখতেই হবে। প্রকৃতপক্ষে একের পর এক ঘটনায় বিজেপিরই গালে থাপ্পড় পড়ছে। বাংলার ১২ কোটি মানুষকে হেনস্তা করছে নির্বাচন কমিশন।'

জয়েন্ট বিডিওকে দায়িত্ব

প্রথম পাতার পর

তিনি দিনের পর দিন অফিসে অনুপস্থিত থাকায় রাজগঞ্জ ব্লকের আর্থিক ও প্রশাসনিক কাজে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা বিলি করা যাচ্ছিল না।

ইতিমধ্যে নানা কাজ করলেও বিলের টাকা পাওয়া যাচ্ছে না বলে ঠিকাদাররা সরাসরি জেলা শাসকের কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন। সৌরভকে বিডিও'র কাজের দায়িত্ব পেছনে ঠিকাদারদের ওই অভিযোগকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছে প্রশাসন। ঠিকাদারদের অভিযোগ জেলা শাসকের কাছে জমা পড়ার পর প্রশাসন তদন্ত করে।

সেই তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়ার পর জেলা শাসক তা নবান্নে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পর সৌরভকে বিডিও'র কাজের দায়িত্বভার দেওয়া হল। ঠিকাদার দিলীপ দাস মঙ্গলবার বলেন, 'খুব ভালো লাগছে। আরও ভালো লাগবে ২৩ জানুয়ারি তিনি (পড়ুন প্রশান্ত বর্মন) জেলে গেলে।'

২০২৫ সালের ২৮ অক্টোবর কলকাতার দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে অপহরণ ও খুনের মামলায় মূল অভিযুক্ত প্রশান্তই। গত ২৬ নভেম্বর বারাসত জেলা আদালতের বিচারক শান্তনু ঝাঁ তাঁর আগাম জামিন মঞ্জুর করেন। কিন্তু ২২ ডিসেম্বর হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ আগাম জামিনের ওই রক্ষাকবচ নাকচ করে প্রশান্তকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন।

এরপর থেকে নিখোঁজ তিনি। তাঁর অনুপস্থিতিতে এতদিন রাজগঞ্জ বিডিও অফিসের কাজকর্ম জোড়াতালি দিয়ে চলছিল। প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাজে সমস্যা হচ্ছিল। জয়েন্ট বিডিও দায়িত্ব নেওয়ায় যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন রাজগঞ্জ বিডিও দপ্তরের সাধারণ কর্মীরা। তাঁদের একজনের কথায়, 'নানা প্রশাসনিক অসুবিধা হচ্ছিল বিডিও না থাকায়। এবার আর অসুবিধা হবে না।'

হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রশান্ত প্রবীণ আইনজীবী মুকুল রোহতগির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানান। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে ২৩ জানুয়ারির মধ্যে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেয়।

আশাকর্মীদের আটকাল পুলিশ

গঙ্গারামপুর ও রায়গঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : বুধবার কলকাতায় আশাকর্মীদের স্বাস্থ্য ভবন অভিযানের কর্মসূচি রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের ডাকা সেই কর্মসূচিতে যোগ দিতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আশাকর্মীদের কলকাতা যাওয়ার কথা। তবে অভিযোগ, সেই কর্মসূচি যাতে সফল না হয় সেজন্য উঠেপড়ে লেগেছে পুলিশ-প্রশাসন। মঙ্গলবার রাতে দুই দিনাজপুরের বিভিন্ন জায়গা থেকে আশাকর্মীদের কলকাতায় রওনা হওয়ার কথা ছিল। তাঁদের বিভিন্নভাবে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের গঙ্গারামপুর শাখার সদস্যদের দাবি, গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ তাঁদের ট্রেনে উঠতে দেয়নি। মঙ্গলবার রাত ৯টা নাগাদ বালুরঘাট-হাওড়া ট্রেন ধরতে গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনে গেলে পুলিশ স্বাস্থ্যকর্মীদের বাধা দেয় বলে অভিযোগ। এবিষয়ে সংগঠনের অন্যতম সদস্য পুতুল কর ঘোষ বলেন, 'বেতন বৃদ্ধি সহ নানা দাবিতে আমাদের স্বাস্থ্য ভবন অভিযান ছিল। সেই অভিযানে অংশগ্রহণ করতে আমরা শতাধিক কর্মী যাচ্ছিলাম। স্টেশনে উপস্থিত হতেই পুলিশ আমাদের ট্রেনে উঠতে বাধা দেয়।'

অন্যদিকে, রাধিকাপুর-কলকাতা ট্রেনে আন্দোলনকারীদের রায়গঞ্জ থেকে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পুলিশ আন্দোলনকারীদের বাড়িতেই আটকে দেয় বলে অভিযোগ। তাঁদের বের হতে দেয়নি। রায়গঞ্জের শ্যামপুর মোড়ের বাসিন্দা তথা আশাকর্মী আন্দোলনের নেত্রী মিনতি সরকার, উকিলপাড়ার বাসিন্দা মাধবীলতা পালদের বাড়ি ঘিরে ছিল পুলিশ। মিনতির দাবি, 'পুলিশ আমাদের কলকাতায় যেতে দিল না। রাধিকাপুর ট্রেন ছাড়ার পর তারা সরেছে।'

নিয়ম ভেঙে আইনের ডিগ্রি

প্রথম পাতার পর

জয়জিৎ অবশ্য জানিয়ে দিয়েছেন, বিধি ভেঙে কাউকে পরীক্ষায় বসতে দেবেন না তাঁরা। তাঁর কথা, 'এলএলএমের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বিধি মেনে ক্লাসে উপস্থিত থাকে না। সব কলেজই এক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা দেখায়। তবে এলএলবি'র ক্ষেত্রে উপস্থিতির কড়াকড়ি আমরাও করে থাকি। প্রশান্ত স্পেশাল কেউ নন। যদি প্রয়োজনীয় উপস্থিতি না থাকে তাহলে ফর্ম ফিলআপ করতে দেওয়া হবে না। শুধু শুধু অপবাদ নেব না আমরা।' এখন একথা বললেও শুরু থেকে কেন বিধি মানার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ হয়নি, কীভাবে প্রশান্ত বিধি ভেঙে একের পর এক পরীক্ষায় পাশ করলেন সেসব প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর অবশ্য মেলেনি জয়জিতের কাছ থেকে।

শুধু আইনের ডিগ্রি নিয়েই থেমে থাকেননি প্রশান্ত। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় পিএইচডি'র কোর্স ওয়ার্কও করেছেন তিনি। সেখানেও উঠেছে দুর্নীতির অভিযোগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি বলছে 'কোর্স ওয়ার্ক' ছয় মাসের রেগুলার কোর্স। অর্থাৎ অন্য আর পাঁচটা কোর্সের মতো সেখানে নিয়মিত ক্লাস করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রশান্তকে ছয় মাস ধরে ক্লাস করতে দেখেননি কেউই। কোর্স ওয়ার্ক করতে হলে ছয় মাসের জন্য ছুটি নিতে হত প্রশান্তকে। তবে নবান্ন সূত্রের খবর, প্রশান্ত টানা ছয় মাসের জন্য ছুটি নেননি। তাহলে কীসের ভিত্তিতে তিনি কোর্স ওয়ার্কের পরীক্ষায় বসার সুযোগ পেলেন, কে তাঁকে সুযোগ পাইয়ে দিল তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। প্রশান্তর কোর্স ওয়ার্কের ফলাফলের স্বীকৃতির জন্য ০১-১২-২০২১'এ ডিপার্টমেন্টাল রিসার্চ কমিটির জরুরি বৈঠক হয় এবং সেই বৈঠকেই প্রশান্তর ফলাফলকে মান্যতা দেওয়া হয়।

বিস্ময়কর বিষয় হল, ২০২১ সালে যখন প্রশান্ত কোর্স ওয়ার্ক করছেন তখন তিনি এলএলবি (রেগুলার কোর্স)-র ছাত্র। অর্থাৎ একইসঙ্গে দুটি রেগুলার কোর্সে পড়াশোনা করেছেন প্রশান্ত। যা আইনে কোনওভাবেই সম্ভব নয় বলেই জানিয়েছেন শিক্ষাবিদরা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার তাপসকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা, 'এ ক্ষেত্রে পদে পদে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ভাঙা হয়েছে। গোটা বিষয়টির তদন্ত হওয়া উচিত।'

সুবীরেশ ভট্টাচার্য উপাচার্য থাকাকালীনই একের পর এক আইন ও বিধি ভেঙে নানা অপকর্ম করেছেন প্রশান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও আধিকারিকই প্রশান্ত ইস্যুতে মুখ খুলতে চাইছেন না। তবে প্রশান্তর কুকীর্তিতে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। প্রশান্তর দুর্নীতি নিয়ে আলাদা তদন্ত কমিটি গঠনেরও দাবি উঠেছে।

চোপড়ার স্যালাইন

প্রথম পাতার পর

সার্বিকভাবে বাংলায় শিল্পে সমস্যার শেষ নেই। রাজ্যের শিল্পোদ্যোগীদের বিনিয়োগ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ওষুধ শিল্প তেমনই। তার মধ্যে রাজ্যের একটি সংস্থার তৈরি স্যালাইন নিষিদ্ধ হয়ে গেল। সংস্থাটি আবার উত্তরবঙ্গের। যদিও গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার জন্য দায় সেই সংস্থারই।

গত বছর নিষিদ্ধ করার পর স্বাস্থ্য ভবন দাবি করে, নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে চোখের আড়ালে এই স্যালাইন উৎপাদন করা হয়। তারপরই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ওই স্যালাইন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। এবার ফের গুণমান পরীক্ষায় রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইন অনুত্তীর্ণ হওয়ায় বিতর্ক দানা বেঁধেছে।

'পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস'-এর তৈরি রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইন ছাড়াও চলতি বছরে গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ হল বিভিন্ন সংস্থার তৈরি ৪৫টি ওষুধের নির্দিষ্ট কিছু ব্যাচ। যার মধ্যে রয়েছে ফুসফুসে সংক্রমণ, সাইনাস, টনসিল, নাক-কান-গলার ইনফেকশন, কাশি ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, বুকে যন্ত্রণা প্রশমন এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণের একাধিক ওষুধ।

তালিকায় রয়েছে হাওড়ার উলুবেড়িয়ার 'লাইফ ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর তৈরি ক্রোমোস্ট্যাট ইনজেকশন, জগাছার 'ডায়মন্ড ড্রাগস'-এর তৈরি ড্রায়েড অ্যালুমিনিয়াম জেল, কলকাতার 'সানি ইন্ডাস্ট্রিজ'-এর তৈরি পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও 'ক্যাপলেট ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড'-এর তৈরি ওআরএস-এর একটি ব্যাচ।

গুজরাট, পঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড সহ একাধিক রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থার তৈরি ওষুধও গুণমানের পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। নির্দিষ্ট ওই ব্যাচের ওষুধগুলি আর ব্যবহার করা যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। যে ওষুধগুলি এখনও বাজারে রয়েছে, রোগীর নিরাপত্তার স্বার্থে সেগুলি সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

পর্দা ফাঁস

প্রথম পাতার পর

তাঁর কাছ থেকে তথ্য পেয়ে বালুরঘাটের বিজয়শ্রী এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় অলোককে।

পুলিশ বলছে, অলোকই দিনভর শহরে ঘুরে ফাঁকা বাড়ির খোঁজ নিয়ে আসতেন। রাতে অমিতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অপারেশন চালাতেন। কারবার ভালো চলায় বাংলাদেশ থেকে তাঁরা সঙ্গীদের ডেকে আনেন। অলোককে গ্রেপ্তারের দিনই তাঁর বাড়ি থেকে নাহিদ ও জুয়েলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁদের প্রত্যেককে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। দিনভর জেলা সদরের মতো এলাকায় রেইকি করে রাতে গাড়ি নিয়ে ওই অপরাধীর দল বেরোত। বেছে বেছে ফাঁকা বাড়িগুলোতে অপারেশন চালানো হত।

শিশুর দেহ

ডোমকল, ২০ জানুয়ারি : সেপটিক ট্যাংক থেকে একটি শিশুর দেহের হদিসকে ঘিরে মঙ্গলবার চাঞ্চল্য ছড়ায় ডোমকলে। দেহ উদ্ধার করে ডোমকল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকরা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মুসলিমা বিবি এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। পেশায় ইটভাটার শ্রমিক রাকিবুল মণ্ডল কাজে যোগ দিতে বের হন। পরিবারের একাংশের দাবি, তিন সন্তানের জননী মুসলিমা খানিকটা মানসিকভাবে অসুস্থ। সেই কারণেই এই শিশুর সম্ভবত সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে না পারায় এমন কাণ্ড ঘটেছে।

পদ্মবনে ঘাসফুল চাষে উন্নয়নে নজর

প্রথম পাতার পর

২০১৯ সালে আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির জন বারলাকে ঢেলে ভোট দিয়েছিলেন মাদারিহাটের বাসিন্দারা। ভোটে জিতে বান্দাপানি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা দত্তক নিয়েছিলেন জন। কিন্তু বান্দাপানির উন্নয়নে জনের অবদান শূন্য। বরং জন দত্তক নিলেও বান্দাপানির উন্নয়নে ঝাঁপিয়ে পড়ে তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত, মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতি এবং জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ। পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে উদ্যোগ নেওয়া হয়। ডিমডিমা চা বাগান থেকে নাংডালা, জয়বীরপাড়া, ঢেকলাপাড়া হয়ে বান্দাপানি পর্যন্ত রাস্তাটি কয়েক কোটি টাকায় পাকা করা হয়। নদীভাঙন রোধে কয়েকটি এলাকায় ছোট ছোট পাড়বাঁধ তৈরি হয়।

এই কর্মযজ্ঞের পাশাপাশি তৃণমূলের নাগাড়ে প্রচার চলে, উন্নয়নে মনোজ এবং জন কিছুই করেননি। ২০২৪ সালের উপনির্বাচনে এই জোড়া কৌশলের ফল মেলে হাতে হাতে। মাদারিহাট কেন্দ্রে বুথের সংখ্যা ২২৩টি। তার মধ্যে এলাকার ২৪টি চা বাগানেই ১০০টি বুথ আছে। তার ৮০টিতে এগিয়ে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী জয়প্রকাশের। এতে আরও উৎসাহ বাড়ে ঘাসফুল শিবিরের।

পরিণামে বান্দাপানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা টেম্পু ওরাওঁয়ের মহল্লা থেকে বাগানের দক্ষিণদিকের অংশটি যোগ করেছে পেভার্স ব্লকের রাস্তা। বাগানের দক্ষিণ প্রান্তে তৈরি হয়েছে ঝাঁ চকচকে ক্রেশ। তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা সাধারণ চা শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার করেন, 'দেখলি, কেমন রাস্তা বানিয়ে দিলাম।'

২০২৪ সালের ৯ নভেম্বর ভগতপাড়ায় গিয়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গেই বৈঠক করেন রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি। সেখানে বিজেপির ভোটার বেশি। এলাকার রাস্তাটি পাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন মন্ত্রী। তৃণমূলের তৎকালীন ফালাকাটা ব্লক সভাপতি সুভাষচন্দ্র রায় বলেছিলেন, 'রাস্তা পাকা করে দিতে না পারলে জীবনে আর আপনাদের কাছে ভোট চাইতে আসব না।'

এলাকার কট্টর বিজেপি সমর্থকরাও ভেবেছিলেন, উপনির্বাচনে দলের প্রার্থী জিতলেও তো মমতাই মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। বরং তৃণমূল বলছে যখন, তখন বিধানসভা নির্বাচনের আগে দেড় বছর সময় দেওয়া যাক। দেখি, ওরা কী করে! উপনির্বাচনে ওই এলাকায় ভালো ভোট পেয়েছিলেন তৃণমূলের জয়প্রকাশ। বাজিমাত হওয়ার পর ওই টোটকাকেই মাদারিহাটের বিভিন্ন এলাকায় ব্যবহার করছে শাসকদল।

জয়প্রকাশ জিতেছিলেন ২৮১৬৮ ভোটে। সংখ্যাটা কম নয়, মানছে বিজেপি। তবে তৃণমূল বিলক্ষণ জানে, উপনির্বাচনের মতো শুধু আশ্বাসে আর চিঁড়ে নাও ভিজতে পারে। তাই হাতে হাতে কাজ দেখিয়ে বিজেপি অধ্যুষিত এলাকায় ভোট চাওয়ার 'রাস্তা' বানাচ্ছে তৃণমূল। দলদলি ডাইভারশন লাগোয়া মহল্লাটিতে কাঁচা রাস্তায় এখন কংক্রিট ঢালাই চলছে জোরকদমে। উত্তর রাঙ্গালিবাজনায় চারটি পার্টের পঞ্চায়েত সদস্যই বিজেপির। অথচ ওই এলাকায় একাধিক রাস্তা তৈরি হয়েছে। তৃণমূলের নীচুতলার কর্মীরাই বলছেন, চোখে আঙুল দিয়ে কাজ দেখিয়ে দিতে না পারলে দ্বিতীয়বার একই কৌশল কাজ করবে না। রেষারেষি সরিয়ে আপাতত তাই পদ্মবনেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে ঘাসফুল।

মুষড়ে কর্মীরা

প্রথম পাতার পর

কয়েকজন শ্রমিক পড়ে থাকা মঞ্চের কাঠামো সহ বাঁশ তুলে লোড করছিলেন লরিতে। মঙ্গলবার সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন বিজেপির এক কর্মী গোবিন্দ রায়। প্রশ্ন করতেই তিনি বলে উঠলেন, 'বড্ড তাড়াতাড়ি চলে এলেন প্রধানমন্ত্রী। এখনও ভোটের অনেকটাই বাকি বলে মনে হচ্ছে। মোদি যে হাওয়া তুলে দিয়ে গেলেন, তা বোধহয় ভোট পর্যন্ত ধরে রাখা যাবে না।' এই তাড়াতাড়ি আগমনটাই কি তাহলে পদ্ম শিবিরের ঢিলেঢালা থাকার মূল কারণ?

মালদা শহরের বাঁশবাড়ি এলাকার এক বিজেপি সমর্থক অরুণ মাইতির কথায় আরেকটা কারণের হদিস মিলল। অরুণের মন্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে সেইভাবে তৃণমূলের বিরোধিতার কথা শোনা যায়নি। দুয়েকবার দুর্নীতির কথা উঠলেও কেন্দ্র কী পদক্ষেপ করছে, ইডি বা সিবিআই কী করছে তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। তাই কিছুটা হতাশ আমরা।'

তবে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব একথা মানছে না। দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'এমনিতেই বিজেপি কর্মীরা চার্জড হয়ে ছিলেন। যেটুকু বাকি ছিল, তা মোদিজি এসে করে দিয়ে গিয়েছেন। এর রেশ যে নির্বাচনেও পড়বে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মিলিয়ে নেবেন।'

ছোট্ট তারা

পুরাতন মালদা শহরের তুঁতবাড়ির বাসিন্দা একতা মণ্ডল। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত যোগ ট্র্যাডিশনাল প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পেয়ে শহরের নাম উজ্জ্বল করেছে।

বন্ধুর সঙ্গে বইমেলায় ঘুরতে এসে সেলফি হবে না? (ডানে) মানচিত্র কিনতে স্টলে আগ্রহীরা। মঙ্গলবার মালদা জেলা বইমেলায়।

বেসরকারি বাসে সমস্যায় পড়ুয়ারা

হরষিত সিংহ

মালদা, ২০ জানুয়ারি : কনসেশন ভাড়া দেওয়ায় বেসরকারি পরিবহণে হয়রানির শিকার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। ইতিমধ্যে মালদা থেকে জেলার বিভিন্ন রুটে বেসরকারি বাস পরিবহণে টিকিট চালু হয়েছে অর্থাৎ আগে টিকিট কাটলে যাত্রীরা আসন পাচ্ছেন। শুধুমাত্র সম্পূর্ণ ভাড়া দিলেই টিকিট হচ্ছে, কোনওরকম কোনও কনসেশন ভাড়া নেওয়া হচ্ছে না। এতেই সমস্যায় জেলার বিভিন্ন প্রান্তের গ্রামীণ পড়ুয়াদের একাংশ। নিয়মিত যাতায়াত করায় তাঁদের কনসেশন ভাড়া নেওয়া হচ্ছে ঠিক। কিন্তু বাসের সিটে বসার সুযোগ মিলছে না। এমনকি রথবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে আগে থেকে তাঁদের বাসেও উঠতে দেওয়া হচ্ছে না। ছাড়ার মুহূর্তে তাঁদের বাসে তোলা হচ্ছে। বেশি লোক থাকলে অল্প কয়েকজনকে তোলা হচ্ছে বলেও অভিযোগ। এই নিয়েই ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে পড়ুয়াদের একাংশের মধ্যে। যদিও বাস মালিক কর্তৃপক্ষের দাবি, কারও কোনও সমস্যা যাতে না হয় সেই বিষয়টি দেখা হচ্ছে। স্টুডেন্ট ভাড়া নেওয়া বা সিটে বসা নিয়ে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এই বিষয়ে প্রগ্রেসিভ বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক গোপাল কুণ্ডু বলেন, 'টিকিট দিয়ে যাত্রী তোলায় সবার সুবিধা। পড়ুয়াদের কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবে কেউ যদি অভিযোগ করে, আমরা দ্রুত সমস্যার সমাধান করছি।'

মালদা শহর থেকে চাঁচল, নালাগোলা ও মানিকচক রুটে বাসের টিকিট ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও আগে টিকিট ব্যবস্থা ছিল। মাঝে বন্ধ হয়ে পড়েছিল। আবার নতুন করে বাস মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে আলোচনার মধ্য দিয়ে টিকিট চালু করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি মেশিন মারফত করা হচ্ছে। প্রায় ১৫ দিন ধরে এইভাবে টিকিট পরিষেবা চালু হয়েছে।

এতে মালিকপক্ষের সুবিধা হলেও কিছুক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন পড়ুয়া থেকে নিত্যযাত্রীরা। নিত্যযাত্রী বাপ্পা মণ্ডল বলেন, 'আমরা নিয়মিত শহরে কাজে যাই। আমার বাড়ি থেকে বাসে শহরের ভাড়া ২৫ টাকা হলেও ২০ টাকা করে নিত। বাসস্ট্যান্ডে টিকিট কাউন্টার করা হয়েছে। সেখান থেকেই যাত্রীরা টিকিট নিয়ে বাসে উঠছেন। এতে সিট কনফার্ম হচ্ছে। যাত্রার প্রমাণ টিকিট থাকছে। ফলে যাত্রীরা সমস্যায় পড়বেন না। তবে সমস্যায় পড়ছেন

- মালদা শহর থেকে চাঁচল, নালাগোলা ও মানিকচক রুটে বাসের টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে
- বাস মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে আলোচনার মধ্য দিয়ে টিকিট চালু করা হয়েছে, মেশিন মারফত করা হচ্ছে
- প্রায় ১৫ দিন ধরে এইভাবে টিকিট পরিষেবা চালু হয়েছে, কিছুক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন পড়ুয়া থেকে নিত্যযাত্রীরা

কিন্তু এখন আর সেই সুযোগ নেই।'

মূলত সাধারণ যাত্রীদের সুবিধার্থে এমন ব্যবস্থা। রথবাড়ি পড়ুয়ারা। কলেজ বা টিউশনের জন্য প্রায় নিয়মিত তাঁদের আসতে হচ্ছে শহরে। সময় মতো ফিরতে হয় বাড়ি। টিকিট ব্যবস্থা করায় তড়িঘড়ি বাসে উঠতে পারছেন না তাঁরা। হয়তো সেই সময়ের বাসে টিকিট মিলছে না। পরের বাসের জন্য অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে। আবার বাসে উঠতে পারলেও দাঁড়িয়ে যেতে হচ্ছে। সিটে বসার কোনও সুযোগ থাকছে না। কলেজ পড়ুয়া অরিন্দম রায় বলেন, 'আগে সিটে বসার সুযোগ ছিল। টিকিট চালু করায় সিটে বসতে পারছি না। দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। পেছন সিটেও আমাদের বসতে দিচ্ছে না।'

যদিও বাস মালিকদের একাংশের দাবি, স্টুডেন্টদের কোনও কনসেশন নেই। মানবিকতার খাতিরে তাঁরা কম ভাড়া নিয়ে থাকেন। এই বিষয়ে গৌড়বঙ্গ বাস ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনন্ত চক্রবর্তী বলেন, 'নিয়ম আছে, নিয়ম মেনে ছাড় দিতে হবে। তবে স্টুডেন্টদের কোনও ছাড় নেই। আমরা মানবিকতার জন্য ছাড় দিয়ে থাকি পড়ুয়াদের। এমনিতে এই ব্যবস্থা সকলের সুবিধার্থে করা হয়েছে।'

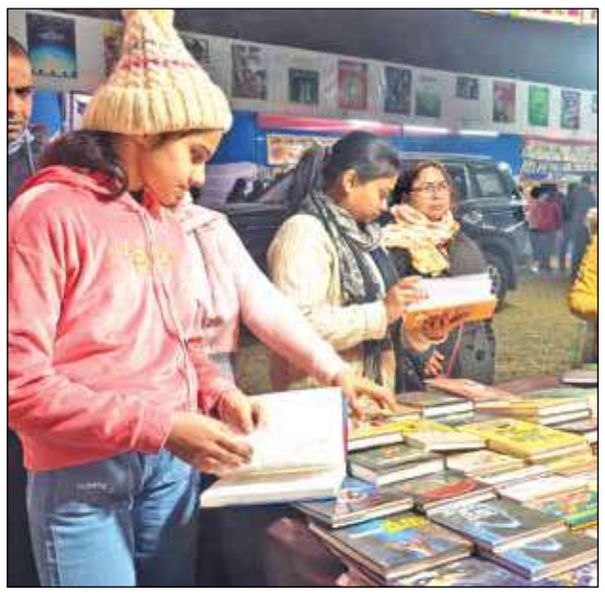

দেখি কোন বইটা কিনি...। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মালদা বইমেলায়।

উপহার দিতে হোক বা বাচ্চাকে শেখাতে

বইমেলায় হিট আঁকার বই

হরষিত সিংহ

মালদা, ২০ জানুয়ারি : হাতে ইতিমধ্যেই একগুচ্ছ আঁকার বই। আরও পছন্দ করছেন, কিনছেন। সচরাচর এভাবে এত পরিমাণ আঁকার বই একজনকে কিনতে দেখেননি বিক্রেতা বাবলি বসুও। তাই খুশি হয়ে কিছু ছাড়ও দিলেন। হঠাৎ আঁকার বই কেন? এই প্রশ্ন করতেই ওই ক্রেতা সুস্মিতা সরকার জানালেন, মূলত উপহার দেওয়ার জন্যই এত বই কিনেছেন। তাঁর কথায়, 'সমস্ত বাচ্চার কাছে পড়ার বই থাকেই। এমনকি এখন গল্পের বইও যথেষ্ট পড়ে তারা। আবার হয়তো কোনও গল্পের বই দিলে একই হয়ে যেতে পারে। আমি তো জানি না কার কাছে কী বই আছে। তাই স্কুলের খুদে পড়ুয়াদের জন্য চিন্তাভাবনা করেই আঁকার বই কিনলাম। এতে ওদেরও ভালো হবে।'

মালদা জেলা বইমেলায় এই বছর অন্য বইয়ের সঙ্গে টেক্কা দিচ্ছে আঁকার বই। আঁকার বইয়ের নামীদামি ব্র্যান্ডের স্টল যেমন রয়েছে। সঙ্গে কিছু বিক্রেতারা নিজেদের উদ্যোগে আঁকার বইয়ের স্টল নিয়ে বসেছেন এবারের বইমেলায়। বেচাকেনা মোটামুটি হচ্ছে বলেই জানালেন বিক্রেতা বাবলি বসু। তাঁর কথায়, 'বিগত বছরের তুলনায় বিক্রি অনেকটাই কমেছে। তারপরেও এই বছর মোটামুটি ভালো বিক্রি হচ্ছে। ছোট ছোট শিশুদের আঁকার বইয়ের উপর ঝোঁক রয়েছে।'

৫০ টাকা থেকে শুরু হচ্ছে আঁকার বইগুলি। ১৫০ টাকা পর্যন্ত দাম রয়েছে। তার মধ্যে একেবারে খুদে শিশুদের প্রাথমিক স্তরের আঁকার সমস্ত কিছু আছে এমন বই যেমন রয়েছে। আবার তার থেকে বড়দের জন্যও কিছুটা জটিল, কিছুটা কঠিন আঁকার জিনিস রয়েছে। যেমন সিনসিনারি, যেমন মুখের ছবি, মনীষীদের ছবি- সহ নানান ধরনের বই রয়েছে স্টলে স্টলে।

বই নিয়ে নাড়াচাড়া আঁকার বইয়ের দোকানে। মালদা বইমেলায়।

- ৫০ টাকা থেকে শুরু হচ্ছে আঁকার বইগুলি, ১৫০ টাকা পর্যন্ত দাম রয়েছে
- তার মধ্যে একেবারে খুদে শিশুদের প্রাথমিক স্তরের আঁকার সমস্ত যেমন রয়েছে, আবার তার থেকে বড়দের জন্যও কিছুটা জটিল, কিছুটা কঠিন আঁকা রয়েছে
- যেমন সিনসিনারি, মুখের ছবি, মনীষীদের ছবি- সহ নানান ধরনের বই রয়েছে স্টলে স্টলে

অনেক অভিভাবক শিশুদের হাতে ছড়ার বই বা গল্পের বইয়ের সঙ্গে তুলে দিচ্ছেন একটি করে আঁকার বই। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মেলায় এসেছিলেন স্নেহা সিংহ। ছেলে মালদা শহরের একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করে। বইমেলায় এসে তাকে দুটি আঁকার বই কিনে দিলেন স্নেহা। উদ্দেশ্য অবসর সময়ে আঁকা শেখানো। স্নেহার কথায়, 'পড়াশোনার পাশাপাশি আঁকা শেখাও প্রয়োজন। বাড়িতে অবসর সময়ে একা একা ছবি আঁকতে পারবে এই বইগুলিতে। তাই কিনে দিলাম।'

একসময় এই আঁকার বইগুলির ব্যাপক চাহিদা ছিল মালদা জেলা বইমেলায়। বিগত কয়েক বছর ধরে বইয়ের বিক্রি কমছে এমনটাই জানাচ্ছেন বিক্রেতাদের একাংশ। এবছর বইমেলার প্রচার তেমনভাবে হয়নি। তাই মেলায় মানুষ আসছেন না। বিক্রিও কম হচ্ছে, এমনটাও অভিযোগ তুলছেন বিক্রেতাদের একাংশ। বিক্রেতা দীপঙ্কর রায় বলেন, 'আগের থেকে প্রচার অনেক কমেছে বইমেলার। গ্রামীণ এলাকার মানুষ আসছেন না। তাই বিক্রি কিছুটা হলেও কমেছে। তবে টুকটাক বিক্রি হচ্ছে আঁকার বই। অনেকেই শিশুদের হাতে তুলে দিচ্ছেন সেসব।'

ছাড়ের আশায় ভিড় বাড়ল

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২০ জানুয়ারি : বিকেল পাঁচটা বাজতে না বাজতেই ঝুপ করে নেমে এল সন্ধ্যা। আর সন্ধ্যা নামতেই আস্তে আস্তে জমে উঠতে শুরু করল মালদা জেলা বইমেলা। আসলে হাতে আর একটা দিন। সত্যিকারের যাঁরা বইপ্রেমী, তাঁদের জন্য শেষের আগের দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রথম ক'টা দিন স্টলে স্টলে ঘুরে বই দেখা হয়। আর তারপর এই দিনটি থেকে শুরু হয় কেনাকাটা। আসলে এই দিন থেকে বইমেলায় পাওয়া যায় অতিরিক্ত ছাড়। তাই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বইমেলার ব্যস্ততাটা একটু আলাদা। না এদিন আর মাঠে বসে বা চায়ের দোকানে আড্ডা নয়, বরং বইপ্রেমীদের দেখা গেল স্টলে স্টলে।

স্কুল ছুটির পর সহকর্মীদের সঙ্গে সটান বইমেলায় হাজির হন শিক্ষক বিশ্বজিৎ কুণ্ডু। তিনি নিজে বিজ্ঞানের শিক্ষক। তাই বেছে বেছে কিনে নিলেন বেশ কয়েকটি সায়েন্স ফিকশনের বই। বলেন, 'আজ কোথাও ২০, তো কোথাও ২৫ পার্সেন্ট ছাড় দিচ্ছে। এই দিনটির জন্য আমরা বসে থাকি। অনেক বই কিনতে হয়, তাই যতটা পারি টাকা বাঁচানোর চেষ্টা করি।'

একটা সময় ছিল যখন ছোটদের সঙ্গে বড়রাও কিশোর সাহিত্য পড়তে ভালোবাসতেন। কিন্তু এখন কিশোর সাহিত্যের বড় অভাব। এমনটাই জানালেন আর এক শিক্ষক মনোতোষ চৌধুরী। তাঁর কথায়, 'বই পড়ার অভ্যাস এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেকটাই কমে গিয়েছে। তবুও নিজের সন্তানের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ তৈরি করি। ওর জন্য ফেলুদা সমগ্র কিনলাম। আমিও আবার পড়ব। বারবার পড়তে ভালো লাগে।' নন্টে ফন্টে, বাঁটুল দি গ্রেট আর হাঁদা-ভোঁদার কমিকস কেনার জন্য বাবা-মায়ের হাত ধরে দোকানে দোকানে ঘুরছিল ছোট্ট সঞ্চারী সাহা। জিজ্ঞাসা করতেই সে বলে ওঠে, 'বাঁটুল আমার সেরা হিরো। তবে টিনটিন পড়তেও ভালো লাগে। কিন্তু দাম খুব বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই বাবা কিনে দিল না। এর পরের বইমেলায় কিনব।'

শুধু বই কেনা নয়, এদিন বই ছাড়া অন্য দোকানেও অতিরিক্ত ছাড়ের লোভে ভিড় জমিয়েছিলেন মানুষ। বইমেলার একটা কোণে নিজের শিল্পসামগ্রী নিয়ে হাজির হয়েছিলেন পঙ্কজ সরকার। পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক হলেও ছবি আঁকা, নানারকম ফেলে দেওয়ার সামগ্রী দিয়ে তৈরি করেন ঘর সাজানোর জিনিস। এবার তিনি পোড়ামাটির নানা সামগ্রী বন্দি করেছেন ফোটো ফ্রেমে। আর তা বিক্রি হচ্ছে বেশ ভালোই। পঙ্কজবাবুর কথায়, 'প্রথম দিন থেকে টুকটাক খদ্দের এলেও আজ বেশ কয়েকটা বিক্রি হয়েছে। আমি খুশি।'

বছরখানেক আগেও মালদা জেলার বইমেলার সঙ্গে জুড়ে ছিল প্রদর্শনী শব্দটি। কিন্তু এখন তা বাদ পড়ে গিয়েছে। সেই সময় মালদার পর্যটন, মালদার আম, মালদার গম্ভীরা কিংবা এই জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা তুলে ধরা হত প্রদর্শনীতে। কিন্তু এখন আর প্রদর্শনী হয় না। তাই বইমেলার মাঠে অনেককেই বলতে শোনা গেল, ফিরিয়ে নিয়ে আসা হোক প্রদর্শনী।

রাস্তা আটকে আন্দোলনে কংগ্রেস। মঙ্গলবার বালুরঘাটে।

আন্দোলনে অবরুদ্ধ রাস্তা

বালুরঘাট, ২০ জানুয়ারি : বালুরঘাটে মনরেগা ও শ্রমিক স্বার্থরক্ষার দাবিতে মঙ্গলবার জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে রাস্তা অবরোধ করে পাঁচ ঘণ্টার অনশন বিক্ষোভে শামিল হল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে মহাত্মা গান্ধির নাম সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্তের অভিযোগ তুলে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন সকাল থেকে জেলা প্রশাসনিক ভবনের মূল গেটের সামনে রাস্তায় বসে পড়েন আইএনটিইউসি ও কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। এর জেরে রাস্তার একপাশ কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ব্যারিকেড করে অন্য পাশ দিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বালুরঘাট থানার তরফে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয় এলাকায়। কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়, মনরেগা প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে 'জি রাম জি' করার প্রতিবাদ, শ্রম কোড বাতিলের দাবি এবং শ্রমিকদের ন্যূনতম দৈনিক মজুরি ৪০০ টাকা নির্ধারণের দাবিতে সকাল ১০টা থেকে পাঁচ ঘণ্টার অনশন ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়। পাশাপাশি জেলা শাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে ডেপুটেশন পাঠানো হয়।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আইএনটিইউসি'র সভাপতি রতন সরকার, প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য তীর্থঙ্কর ঘোষ সহ অন্য নেতৃত্ব। প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে রতন সরকার বলেন, 'মনরেগা বাঁচাও কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এই কর্মসূচি। দাবি না মানা হলে আগামীদিনে আন্দোলন আরও তীব্র হবে।'

ফের বিক্ষোভ

মালদা, ২০ জানুয়ারি : ফের বকেয়া বেতনের দাবিতে মালদা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন অস্থায়ী কর্মীরা। মঙ্গলবার বিকেলে অস্থায়ী কর্মীদের একাংশ মেডিকেল সুপারকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষুব্ধদের একজন রূপা বিশ্বাস বলেন, 'আমরা ১৩৫ জন প্রায় ২০ বছর ধরে মালদা মেডিকেলে চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসেবে কাজ করছি। নতুন কোম্পানি মেডিকেলের অস্থায়ী কর্মী সরবরাহ করার দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা প্রায় পাঁচ মাস ধরে বেতন পাইনি। তবে সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে আমরা এখনও পরিষেবা দিচ্ছি।' মেডিকেল কলেজের সুপার প্রসেনজিৎ বর জানান, বিষয়টি নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে।

ঝুলন্ত দেহ

রায়গঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : ঝুলন্ত অবস্থায় এক তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাটি মঙ্গলবার রায়গঞ্জের মহারাজাহাটের অর্থগ্রামে ঘটেছে। মৃতার নাম পূর্ণিমা সোম (১৯)। পরিবারের সদস্যরা জানান, এদিন সকালে বাড়ির দোতলায় একটি ঘরের থেকে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রাস্তার কাজ

রায়গঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : রায়গঞ্জ পুরসভা এলাকায় পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তার কাজ শুরু হবে। ২২ জানুয়ারি ১ নম্বর ওয়ার্ডে প্রথম কাজ শুরু হবে। মঙ্গলবার রায়গঞ্জ পুরসভার পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস সাংবাদিকদের জানান, রায়গঞ্জ পুর এলাকায় ১৩৭টি রাস্তায় কাজ হবে। কোথাও পেভার্স ব্লক বসানো হবে, আবার কোথাও রাস্তা সংস্কার করা হবে। ১২টি টেন্ডারের মাধ্যমে এই কাজগুলো করা হবে। বুধবার ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হবে।

প্রদর্শনী

কালিয়াগঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : ভ্রাম্যমাণ বাসের মধ্যে মহাকাশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো) ও নর্থ ইস্টার্ন স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারের উদ্যোগে মঙ্গলবার কালিয়াগঞ্জের পার্বতী সুন্দরী হাইস্কুলে এই আয়োজন করা হয়েছিল। কালিয়াগঞ্জের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই প্রদর্শনী দেখতে উপস্থিত হয়েছিল।

বইমেলা লাইভ

অঙ্কের দাদু

অঙ্ক যে কঠিন বিষয় নয়, তা প্রমাণ করতেই নিজের লেখা বই বিক্রি করছেন বালুরঘাটের প্রাক্তন প্রবীণ শিক্ষক মিহির সমাজদার। অঙ্ককে পড়ুয়াদের কাছে সহজ ও আনন্দদায়ক করে তুলতে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে কাজ করে চলেছেন মিহির। বিগত কয়েক বছর ধরেই তিনি মালদা জেলা বইমেলায় নিজের স্টল নিয়ে আসেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের বই আপডেট করেন। প্রথম শ্রেণি থেকে কলেজ স্তরের পড়ুয়াদের জন্য বই লেখেন তিনি। সহজ সরল করে অঙ্কের সমাধান নিয়েই তাঁর বই। তাঁর দোকানে প্রায় ৬০-৭০ ধরনের বিভিন্ন অঙ্কের বই রয়েছে। পাঠক্রমের বাইরেও গণিতের নানা মজার ও প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিনের শিক্ষকতা জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর অঙ্কের প্রতি ভালোবাসা ছড়িয়ে দিতে এক ভিন্নধর্মী পেশা বেছে নিয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষক মিহির সমাজদার।

ভেজানো ছোলা

মেলায় এবার আর পাঁচটা খাবারের সঙ্গে টেক্কা দিচ্ছে সামান্য ভেজানো ছোলা, বাদাম। সঙ্গে শসা, নারকেল, টমেটো, ধনেপাতা মশলা দিয়ে মেখে দিচ্ছেন। এক প্লেটের দাম ২০ টাকা। বইমেলার একেবারেই মাঝে খোলা আকাশের নীচে বসেছেন বিক্রেতা। ছাতার নীচে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছেন ভেজানো ছোলা বাদাম। একবার হলেও সকলে আসছেন সেই দোকানে। বিক্রেতা অনিনুল শেখ বললেন, 'মোটামুটি ভালো বিক্রি হচ্ছে। সুস্বাদু, স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালো এই খাবার। তাই অনেকেই কিনছেন।'

বিপাকে রায়গঞ্জের শিশু সদনের আবাসিকরা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : শহরের দেবীনগর এলাকায় নিকাশিনালার জল রাস্তার ওপর উপচে পড়ায় বিপাকে পড়েছে শিশু সদনের আবাসিকরা। শিশু সদনের প্রবেশদ্বার শহরের নোংরা জলে ভেসে রয়েছে। সেই নোংরা জল পেরিয়ে ১৮০ জন আবাসিককে যাতায়াত করতে হচ্ছে। কবে নিকাশিনালাগুলি পরিষ্কার হবে কেউই জানে না। অভিযোগ, নিকাশিনালার ওপর সিমেন্টের ঢালাই করে একের পর এক দোকান গজিয়ে ওঠায় পুরসভার সাফাইকর্মীরা সেগুলোকে পরিষ্কার পরিছন্ন করতে পারেন না। নিকাশিনালাগুলিতে হোটেল ও দোকানের ব্যবহৃত সামগ্রী ফেলায় জল যেতে না পেরে রাস্তার ওপর উঠে আসছে।

সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন

নিকাশিনালার নোংরা জল রাস্তায়

২৬ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর অভিজিৎ সাহা। তাঁর কথায়, 'আশপাশের দোকানগুলিকে স্ল্যাব সরিয়ে নেওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ড্রেন পরিষ্কার করা না হলে জলে ভেসে যাবে।' স্থানীয়রা যদিও ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন, একাধিকবার নিষেধ সত্ত্বেও ড্রেনের ওপর দোকান তৈরি করছেন অনেকে। এর ফল পোহাতে হচ্ছে সকলকে। কিন্তু ভোটের দিকে তাকিয়ে কোঅর্ডিনেটর চুপ থাকছেন বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সামান্য বৃষ্টি হলেই ভেসে যায় এলাকা। কোনও পরিকল্পনা নেই, হাইড্রেন নেই। ড্রেন দখল করে গজিয়ে উঠছে দোকান। সমস্যা তৈরি হলে একে অপরকে দোষারোপ ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না শহরে। স্থানীয় বাসিন্দা শিক্ষক রানা চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'এখন তো বৃষ্টি নেই তা-ও জলে ভেসে যাচ্ছে একপাশ। বিষয়টি নিয়ে চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলব।'

জমা জল মাড়িয়ে ঢুকতে হচ্ছে শিশু সদনে। রায়গঞ্জে ভোগান্তির ছবি।

এদিকে শিশু সদনের মূল ফটকের সামনে নিকাশিনালার নোংরা জল উপচে পড়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পরিচালন কমিটির সদস্য উত্তম মিত্র। তিনি বলেন, 'বৃষ্টি না হতেই এই অবস্থা। বৃষ্টি হলে সমস্ত নোংরা জলে শিশু সদনের চত্বর ভরে যায়। এই জল দিয়ে যাতায়াত করায় আবাসিকদের ঘা-পাঁচড়া আবার শুরু হবে। নিকাশিনালাগুলি পুরো পরিষ্কার না করলে এই সমস্যা থেকে যাবে।'

বাংলার কণ্ঠস্বর বিজেপি মোদি

আমার বস, নীতিন বরণে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : নীতিন নবীনের হাত ধরে বিজেপিতে এবার 'মিলেনিয়াল' যুগের সূচনা হল। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নাম ঘোষণা করতেই হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ল দলের সদর দপ্তর। জেপি নাড্ডার ব্যাটন নীতিনের হাতে তুলে লাড্ডু খাইয়ে, ফুলের মালা পরিয়ে বিজেপিতে 'নবীন-বরণ' করে নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পরে দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে নমোর সদর্পে ঘোষণা, 'মাননীয় নীতিন নবীনজি... আমি একজন কর্মীমাত্র আর আপনি আমারও বস। নীতিন নবীন আমাদের সবার সভাপতি।'

নতুন সভাপতিকে প্রথম দিনই মোদি বুঝিয়ে দিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ সহ চার রাজ্য ও এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আসন্ন বিধানসভা ভোটই তাঁদের পাখির চোখ। সেই বৈতরণি পার করতে তাই অন্যতম প্রধান কান্ডারি হতে হবে বিহারের প্রাক্তন সড়ক ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রীকে।

মোদির সাফ কথা, 'গত ১১ বছরে বিজেপির ওপর মানুষের ভরসা ক্রমশ বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ ও তেলেঙ্গানায় বিজেপি জনতার কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার সুবাদে সরকারের পক্ষে টিকে থাকা মুশকিল হয়। বিজেপি সেই প্রথা ভেঙে দিয়েছে। গত দেড়-দু'বছরে বিজেপির ওপর মানুষের ভরসা আরও মজবুত হয়েছে। বিধানসভা বা স্থানীয় নির্বাচনে বিজেপির স্ট্রাইক রেট অভূতপূর্ব।' আসন্ন পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে বিজেপির সাফল্য নিয়ে প্রত্যয়ী বার্তা শোনা গিয়েছে নীতিন নবীনের মুখেও। বিজেপির বাংলা দখলের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে বলে পালটা কটাক্ষ করেছেন কলকাতার মহানাগরিক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, 'যেখানে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আছে, সেখানে মানুষের সমস্যা বেশি।'

নীতিন নবীনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়ার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর মুখে এদিন দেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করে তাড়ানোর হুঁশিয়ারিও শোনা গিয়েছে। অনুপ্রবেশকারী এবং শহুরে নকশালদের দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বড় বিপদ বলেও দাবি করেন তিনি। তৃণমূলের নাম না করে মোদি বলেছেন, 'যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ভোটব্যাংকের রাজনীতির কারণে অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করছে, আমরা পূর্ণশক্তি দিয়ে তাদের মুখোশটা জনগণের সামনে খুলে দেব।'

নতুন সভাপতিকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আজ আমাদের দেশ অনুপ্রবেশকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে। বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিও এখন তাদের দেশে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করছে এবং তাদের ফেরত পাঠাচ্ছে। কোনও দেশ অনুপ্রবেশকারীদের বরদাস্ত করে না। অনুপ্রবেশকারীরা যেভাবে আমাদের দেশের গরিব ও তরুণদের অধিকার খর্ব করছে, ভারত সেটা কিছুতেই মেনে নেবে না। দেশের নিরাপত্তার পক্ষে সাংঘাতিক বিপদ এই অনুপ্রবেশকারীরা। তাদের খুঁজে বের করে নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো অত্যন্ত জরুরি।'

বস্তুত, পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা ভোটে অনুপ্রবেশ ইস্যুটিই বিজেপির অন্যতম তুরুপের তাস। এসআইআরের মাধ্যমে ভুয়ো ভোটারের অছিলায় অনুপ্রবেশকারী ও বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদের খুঁজে বের করে দেশ থেকে তাড়ানোর হুঁশিয়ারি প্রায়ই শোনা যায় বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতাদের গলায়। বাংলাদেশি সন্দেহে বীরভূমের বাসিন্দা সোনালি বিবিকে কাঁটাতারের ওপারে পুশ ব্যাক করা হয়েছিল। শেষমেশ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয় কেন্দ্র। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে ভিনরাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের হেনস্তার অভিযোগও উঠছে প্রায় প্রতিদিন। জবাবে তৃণমূল অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে পুষ্ট হয় বলে পালটা অভিযোগ তোলে গেরুয়া শিবির। এই অবস্থায়

> **গত ১১ বছরে বিজেপির ওপর মানুষের ভরসা ক্রমশ বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ ও তেলেঙ্গানায় বিজেপি জনতার কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়েছে।**
>
> -নরেন্দ্র মোদি

প্রধানমন্ত্রী যেভাবে অনুপ্রবেশ নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন তাতে ভোটের মুখে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির পারদ আরও চড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। শহুরে নকশালরাও দেশের পক্ষে বড় চ্যালেঞ্জ বলে এদিন জানিয়েছেন মোদি।

তরুণ প্রজন্মকে কাছে টানার বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এখনকার ভাষায় বলতে গেলে নীতিনজি একজন মিলেনিয়াল। উনি সেই প্রজন্মের মানুষ যারা ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত রূপান্তরের সাক্ষী।' মোদি বলেন, 'নীতিন নবীন এমন এক প্রজন্মের মানুষ যাঁরা ছোটবেলায় রেডিও থেকে তথ্য পেতেন আর এখন এআই-এর সক্রিয় ব্যবহারকারী। নীতিনজির মধ্যে তারুণ্যের শক্তিও রয়েছে আবার সাংগঠনিক কাজকর্মের ব্যাপক অভিজ্ঞতাও রয়েছে। এটা আমাদের দলের প্রতিটি কর্মীর পক্ষেই উপযোগী।'

সুপ্রিম রোষে মানেকা

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : পথকুকুর মামলার রায় নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পশুপ্রেমী মানেকা গান্ধিকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার একটি পডকাস্টে মানেকার শরীরী ভাষা এবং আদালতের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি এন.ভি. আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ।

শুনানি চলাকালীন মানেকার আইনজীবী রাজু রামচন্দ্রন যখন আদালতের মন্তব্য নিয়ে সওয়াল করছিলেন, তখন বিচারপতিরা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'আপনার মক্কেল পডকাস্টে কী ধরনের মন্তব্য করেছেন, শুনেছেন? ওঁর শরীরী ভাষা দেখেছেন? উনি কোনও চিন্তাভাবনা না করেই সবার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন।' এর জবাবে

পথকুকুর মামলা

আইনজীবী রামচন্দ্রন জানান, তিনি মুম্বই হামলার জঙ্গি আজমল কাসভের হয়েও লড়েছিলেন। তখন বিচারপতি নাথ পালটা বলেন, 'আজমল কাসভও আদালতের অবমাননা করেনি, কিন্তু আপনার মক্কেল করেছেন।'

বিচারপতিরা প্রশ্ন তোলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকাকালীন মানেকা গান্ধি পথকুকুর সমস্যার সমাধানে কতটা 'বাজেট বরাদ্দ' করতে সাহায্য করেছিলেন? আদালত স্পষ্ট জানায়, শুধুমাত্র 'মহত্ত্ব' দেখিয়েই তাঁরা মানেকার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা শুরু করছেন না।

গত বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল চত্বর থেকে পথকুকুর সরানো নিয়ে আদালতের নির্দেশকে 'অবাস্তব' বলে সমালোচনা করেছিলেন মানেকা।

'ট্যারিফ' আতঙ্কে ধস

মুম্বই, ২০ জানুয়ারি : সোমবারের পর মঙ্গলবারও ধস নামল শেয়ার বাজারে। সেনসেক্স এদিন ১০৬৫.৭১ পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ৮২১৮০.৪৭ পয়েন্টে। একইভাবে নিফটি ৩৫৩ পয়েন্ট খুইয়ে থিতু হয়েছে ২৫২৩২.৫০ পয়েন্টে। দু'দিনের পতনেই লগ্নিকারীরা ১২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সম্পদ খুইয়েছেন।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে আমেরিকার বিরোধিতা করায় ইউরোপের ৮টি দেশের ওপর ট্যারিফ বসানোর হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই হুমকির জেরে সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে এদেশেও।

নীল আকাশের নীচে... *মঙ্গলবার হিমাচলের স্পিতি ভ্যালিতে।*

সব চুক্তির সেরা, বার্তা ইইউ প্রধানের

ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্য সমঝোতা

দাভোস, ২০ জানুয়ারি : সুইৎজারল্যান্ডের দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মধ্যে প্রস্তাবিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে 'মাদার অফ অল ডিলস' বা 'সব চুক্তির সেরা' বলে অভিহিত করলেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেয়েন। মঙ্গলবার এক ভাষণে তিনি জানান, দু-পক্ষই এখন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই চুক্তি হলে প্রায় ২০০ কোটি মানুষের এক বিশাল বাজার তৈরি হবে, যা বিশ্বের মোট জিডিপি-র প্রায় এক-চতুর্থাংশ।

উরসুলা বলেন, 'এখনও কিছু কাজ বাকি থাকলেও আমরা এক ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তির দোরগোড়ায়। কেউ কেউ একে সব চুক্তির সেরা বলছেন। ইউরোপ সর্বদা বিশ্বকে বেছে নেয় এবং বিশ্বও ইউরোপকে বেছে নিতে প্রস্তুত।' বাণিজ্য চুক্তিকে চূড়ান্ত রূপ দিতে আগামী সপ্তাহে উরসুলা ভারত সফরে আসছেন। ২৬ জানুয়ারি দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে তিনি এবং ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কস্তা প্রধান অতিথি হিসেবে হাজির থাকবেন। ২৭ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ভারত-ইইউ শিখর সম্মেলনে অংশ নেবেন তাঁরা।

দাভোসে যখন ভারত-ইউরোপ মৈত্রী দানা বাঁধছে, ঠিক তখনই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপস্থিতি ঘিরে তৈরি হয়েছে চরম অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনা। ছয় বছর পর দাভোসের বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে যোগ দিতে চলেছেন ট্রাম্প। তবে তাঁর এই প্রত্যাবর্তন ঘটছে এক সংঘাতপূর্ণ আবহে। গ্রিনল্যান্ড দখল ইস্যুতে ইউরোপের আটটি দেশের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে ট্রাম্প ইতিমধ্যেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁর দাবি, প্রথাগত আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি ও জোটের দিন শেষ, এখন শুধু শক্তি আর লেনদেনের রাজনীতি চলবে। ট্রাম্পের বক্তব্যের সঙ্গে সংগতি রেখে গ্রিনল্যান্ডের সেনাঘাঁটিতে যুদ্ধবিমান মোতায়েনের কথা ঘোষণা করেছে নর্থ আমেরিকান এরোস্পেস ডিফেন্স কমান্ড (নোরাড)। গ্রিনল্যান্ড উপকূলের পিতুফিকের মার্কিন সেনাঘাঁটিতে বিমানগুলিকে মোতায়েন করা হবে। ভারসাম্য রাখতে গ্রিনল্যান্ডে সেনা সংখ্যা বাড়াচ্ছে ডেনমার্কও। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের বিশেষ সংবর্ধনা সভায় আমন্ত্রিত হয়েছেন ভারতের সাত প্রভাবশালী শিল্পপতি। টাটা সন্সের এন চন্দ্রশেখরন, ভারতী এন্টারপ্রাইজের সুনীল ভারতী মিত্তাল, ইনফোসিসের সলিল পারেখ সহ সাত সিইও-র এই অংশগ্রহণ বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে তুলে ধরছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, একদিকে ইউরোপের সঙ্গে 'মাদার অফ অল ডিলস'-এর হাতছানি আর অন্যদিকে ট্রাম্পের কড়া বাণিজ্যনীতির চ্যালেঞ্জ, এই দুয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ভারতের ভূমিকা এখন বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে।

> **এখনও কিছু কাজ বাকি থাকলেও আমরা এক ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তির দোরগোড়ায়। কেউ কেউ একে সব চুক্তির সেরা বলছেন।**
>
> -উরসুলা ভন ডার লেয়েন

দাভোসে উপস্থিত শিল্পপতিদের কাছে ট্রাম্পের বার্তা স্পষ্ট— ভূ-রাজনীতি এখন আর বাজারের নেপথ্য ঝুঁকি নয়, বরং বিনিয়োগ ও কর্পোরেট কৌশলের প্রধান চালিকাশক্তি। দিল্লির প্রজাতন্ত্র দিবসের মঞ্চই ঠিক করে দেবে আগামীর বিশ্ব অর্থনীতির গতিপথ।

এসআইআর, সরব তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : এসআইআর নিয়ে শীর্ষ আদালতে ধাক্কা খাওয়ার পর মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগ আরও জোরালো করল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজধানীতে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের শাসকদলের দাবি, এসআইআর এখন আর নিরপেক্ষ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়। তা পরিণত হয়েছে 'সফটওয়্যার ইনটেনসিভ রিগিং'-এ। তৃণমূলের তিন রাজ্যসভার সাংসদ দলনেতা ডেরেক ও' ব্রায়েন, সাগরিকা ঘোষ এবং সাকেত গোখলেদের অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ার নামে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে গ্রামের বাসিন্দা ও প্রবীণ নাগরিকদের চরম হয়রানির মুখে ফেলা হচ্ছে।

সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের কাজ হওয়া উচিত সংবিধান ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করা। অথচ এসআইআরের নামে এমন এক প্রক্রিয়া তৈরি করা হয়েছে, যেখানে নিরপেক্ষতার বদলে সন্দেহই প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠছে।' ডেরেকের অভিযোগ, গত ২৮ নভেম্বর তৃণমূলের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের পূর্ণ বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠক করলেও সেই বৈঠকের ট্রান্সক্রিপ্ট আজও প্রকাশ করা হয়নি। পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের কোনও উত্তরও দেয়নি কমিশন।

তৃণমূলের মতে, এতদিন ধরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রশ্নগুলো তুলে ধরছিলেন, সোমবার শীর্ষ আদালতের নির্দেশে কার্যত সেই দাবিগুলিরই স্বীকৃতি মিলেছে। এদিন আদর্শ আচরণবিধি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল।

বিজেপিকে বিঁধলেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : মৃত ইঞ্জিনিয়ারের মৃতের ঘটনায় মঙ্গলবার নির্মাণ কাণ্ডের রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার অভয় কুমারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। অভিযুক্ত আরও এক ডেভেলপারের বিরুদ্ধে এফআইআর হলেও তিনি বেপাত্তা। এই আবহে প্রশাসনের খামখেয়ালিপনার সমালোচনা করে রাহুল এক্সে লিখেছেন, 'সাধারণ মানুষ ট্যাক্স দিচ্ছেন উন্নত পরিষেবার জন্য। বিনিময়ে পাচ্ছেন খারাপ রাস্তা, ভেঙে পড়া ব্রিজ। মানুষ দুর্নীতি, দূষণ, উদাসীনতায় মরছে। শহুরে জীবন ভেঙে পড়ছে। ওটা কোনও দুর্ঘটনা নয়। ওটা প্রশাসনিক দুর্নীতি ও গাফিলতির ফল। অথচ জবাবদিহির বালাই নেই।' রাহুলের বক্তব্যের ইঙ্গিত পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে প্রশাসনিক অবহেলার।

অন্য ভূমিকায়... *মঙ্গলবার রায়বেরেলি প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনে রাহুল গান্ধি।*

গোষ্ঠী-হিংসায় কোকরাঝাড়ে হত ২

গুয়াহাটি, ২০ জানুয়ারি : ফের উত্তপ্ত অসমের কোকরাঝাড়। মঙ্গলবার বোড়ো এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় নামানো হয়েছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (আরএএফ)। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়া রুখতে কোকরাঝাড় ও সংলগ্ন চিরাং জেলায় সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা।

হিংসার সূত্রপাত সোমবার গভীর রাতে। কারিগাঁও পুলিশ আউটপোস্টের মানসিং রোডে তিন বোড়ো তরুণকে নিয়ে যাওয়া একটি গাড়ি দুই আদিবাসীকে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। এরপরই উত্তেজিত গ্রামবাসীরা ওই তিন তরুণকে বেধড়ক মারধর করে এবং গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনায় দু-জনের মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার সকালে উত্তেজনা চরমে পৌঁছোয়। দুই সম্প্রদায়ের মানুষ জাতীয় সড়ক অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। হামলা চালানো হয় কারিগাঁও পুলিশ আউটপোস্টে, পুড়িয়ে দেওয়া হয় একটি সরকারি অফিস ও বেশ কিছু বাড়ি।

সুইৎজারল্যান্ড সফরে থাকা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা সমাজমাধ্যমে রাজ্যবাসীকে এক বার্তায় জানান, 'আমি পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি এবং পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি।' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'এলাকায় সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। কোকরাঝাড় জেলায় সংঘর্ষ ও গণপিটুনির ঘটনার পর র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে। কোকরাঝাড় ও পাশের জেলা চিরাংয়ে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।' বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের প্রাক্তন মুখ্যনির্বাহী সদস্য প্রমোদ বোড়ো এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তারা যেন প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, যাতে মানুষ নির্ভয়ে বসবাস করতে পারে।' প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাসিন্দাদের আইন হাতে না তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি থমথমে। গণপিটুনি ও হিংসায় জড়িত থাকার অভিযোগে এদিন পর্যন্ত ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বিতর্কে রবি

চেন্নাই, ২০ জানুয়ারি : বিধানসভা ভোটের মুখেও তামিলনাড়ুতে রাজ্যপাল আরএন রবি বনাম ডিএমকে-র নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরোধ থামার কোনও লক্ষণ নেই। মঙ্গলবার বিধানসভার ভাষণের শুরুতেই তাই তাল কাটল। প্রথা অনুযায়ী, অধিবেশনের শুরুর দিন রাজ্য সরকারের লিখে দেওয়া ভাষণ পাঠ করেন রাজ্যপাল। এদিনও সেভাবেই শুরুটা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সভায় প্রথমে রাজ্য সংগীত বেজে ওঠায় রাজ্যপাল আচমকা বেরিয়ে যান। তিনি অভিযোগ করেন, বিধানসভায় জাতীয় সংগীতের অবমাননা করা হয়েছে। তাঁর মাইকও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জবাবে মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন বলেন, 'ইচ্ছাকৃতভাবে রাজ্যপাল এমন কাজ করে বিধানসভার নীতি ও ঐতিহ্য লঙ্ঘন করেছেন।'

মানচিত্র বদলের নেশায় ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২০ জানুয়ারি : বিশ্বের মানচিত্র কি এবার নিজের ইচ্ছা মতো বদলে দিতে চাইছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প? সোমবার তাঁর একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র শোরগোল। কোনও ক্যাপশন ছাড়াই ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে উত্তর আমেরিকার একটি মানচিত্র পোস্ট করেছেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে কানাডা এবং গ্রিনল্যান্ড— দু-দেশই আমেরিকার পতাকার লাল-নীল-সাদা রঙে রাঙানো। ইন্টারনেটে এই ছবি ছড়িয়ে পড়তেই প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি এবার প্রতিবেশী দেশগুলিতে 'আগ্রাসনের' ছক কষছেন হোয়াইট হাউসের কর্তা?

শুরুটা হয়েছিল গ্রিনল্যান্ড নিয়ে। ট্রাম্পের দাবি, আমেরিকার নিরাপত্তার খাতিরে ডেনমার্কের এই দ্বীপটি ওয়াশিংটনের দখলে আসা প্রয়োজন। এমনকি ২০২৬-এর মধ্যে গ্রিনল্যান্ডকে আমেরিকার অংশ হিসেবে ঘোষণা করার একটি গ্রাফিক্স তিনি শেয়ার করেছেন, যেখানে তাঁর পাশে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং বিদেশসচিব মার্কো রুবিওকে দেখা যাচ্ছে। ট্রাম্পের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, ডেনমার্ক বা ইউরোপের দেশগুলি এই দাবি না মানলে তাদের পণ্যে চড়া শুল্ক আরোপ করা হবে।

সংঘাতের আঁচ পৌঁছেছে লন্ডনেও। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে লিবারেল ডেমোক্র্যাট নেতা এড ডেভি ট্রাম্পকে 'আন্তর্জাতিক গ্যাংস্টার' এবং 'জবরদস্তিকারী' বলে আক্রমণ করেছেন। তাঁর মতে, ডেনমার্ক বা ব্রিটেনের মতো বন্ধু দেশগুলিকে এভাবে হুমকি দিয়ে ট্রাম্প আসলে ন্যাটোকে ধ্বংস করছেন, যা প্রকারান্তরে পুতিন ও জিনপিংকে শক্তিশালী করবে।

কানাডাকে আমেরিকার পতাকার রঙে রাঙানো মানচিত্রটি

গ্রিনল্যান্ড থেকে কানাডা

সাধারণ মানুষকে আরও বেশি আতঙ্কিত করেছে।

যদিও সরকারিভাবে কানাডা নিয়ে কোনও ঘোষণা আসেনি, তবুও নেটিজেনদের একাংশ মনে করছেন, ট্রাম্পের এই 'টেরিটোরিয়াল অ্যাম্বিশন' বা এলাকা দখলের আকাঙ্ক্ষা বিশ্বশান্তির জন্য বড় বিপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এবার প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর মুখোমুখি

ওয়াইনে ২০০ শতাংশ শুল্ক, জারি নোবেল-যুদ্ধ

ওয়াশিংটন, ২০ জানুয়ারি : ২০২৬-এর শুরুতেই গ্রিনল্যান্ড দখল এবং বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর মধ্যে কূটনৈতিক উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। গাজা পুনর্গঠনের জন্য ট্রাম্পের প্রস্তাবিত 'বোর্ড অফ পিস'-এ যোগ দিতে ফ্রান্স অস্বীকার করায় ট্রাম্প ফরাসি ওয়াইন ও শ্যাম্পেনের ওপর ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন। ট্রাম্পের স্পষ্ট বার্তা, 'আমি ওঁর (ম্যাক্রোঁ) ওয়াইনের ওপর ২০০ শতাংশ শুল্ক বসাব, তখন উনি বোর্ডে যোগ দেবেন।'

ফরাসি প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ সূত্র এই হুমকিকে 'অগ্রহণযোগ্য' ও 'অকার্যকর' বলে বর্ণনা করেছে। ফ্রান্সের বিদেশ মন্ত্রক ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখলের যুক্তিকে কটাক্ষ করে বলেছে, 'ভবিষ্যতে আগুন লাগতে পারে ভেবে এখনই ঘর পুড়িয়ে দেওয়া অথবা হাঙর আক্রমণ করতে পারে ভেবে লাইফগার্ডকে খেয়ে ফেলার মতো যুক্তি দিচ্ছে আমেরিকা।' ফ্রান্সের অর্থমন্ত্রী রোল্যান্ড লেসকিউর সতর্ক করে দিয়েছেন, গ্রিনল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব নিয়ে টানাটানি করলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আমেরিকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এরই মধ্যে ম্যাক্রোঁর একটি ব্যক্তিগত বার্তা সমাজমাধ্যম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ ফাঁস করে দিয়েছেন ট্রাম্প। সেখানে ম্যাক্রোঁকে বলতে শোনা যায়, 'বন্ধু, আমরা সিরিয়া ও ইরান ইস্যুতে একমত, কিন্তু গ্রিনল্যান্ড নিয়ে আপনি কী করছেন, তা আমার বোধগম্য নয়।'

ম্যাক্রোঁ প্যারিসে একটি বিশেষ জি৭ বৈঠকের প্রস্তাব দেন যেখানে রাশিয়া, ইউক্রেন ও ডেনমার্ককে আমন্ত্রণ জানিয়ে এই সংকট সমাধানের কথা বলা হয়েছে।

এদিকে নোবেল শান্তি না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ ডোনাল্ড ট্রাম্পের চিঠির জবাবে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গোর স্টোর বলেছেন, 'আমি ওঁকে বারবার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছি, কিন্তু উনি বুঝতে চাইছেন না। নোবেল প্রদান করে একটি স্বাধীন কমিটি, এতে নরওয়ে সরকারের কোনও হাত নেই।'

জঙ্গিঘাঁটি দেখে চোখ ছানাবড়া সেনার

শ্রীনগর, ২০ জানুয়ারি : জঙ্গলের গভীরে জঙ্গিদের বানানো ১০ ফুট বাই ১০ ফুট বাংকারে উঁকি মেরে চোখ ছানাবড়া হওয়ার জোগাড় সেনাবাহিনীর। মজবুত পাথুরে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা রান্নাঘরে থরে থরে সাজানো কমপক্ষে ৫০ প্যাকেট নুডলস, এক ক্রেট ভর্তি টমেটো ও আলু, ১৫ রকমের মশলা, ১০ কেজির দুই থলি ভর্তি বাসমতী চাল, ডাল, কয়েক ব্যাগ গম ও বাজরা, দু'টি বড় গ্যাস সিলিন্ডার, বার্নার, শুকনো জ্বালানি কাঠ এবং অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস।

জম্মু-কাশ্মীরের কিস্তোয়ারে দুই জইশ জঙ্গি সইফুল্লা এবং আদিলের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে সেনা। তল্লাশি অভিযান চালাতে গিয়ে গতকালই এক জওয়ান হাবিলদারের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি অন্তত চারজন সন্দেহভাজনকে পাকড়াও করেছে বাহিনী।

জইশ জঙ্গিদের খোঁজে পাহাড়ি জঙ্গলে তল্লাশি চালানোর সময় তাদের গোপন একটি ডেরার হদিস পায় সেনারা। গাছের আড়ালে এমনভাবে বাংকারে বানানো হয়েছে যে, কাকপক্ষীতেও টের পাবে না! শুধু তা-ই নয়, বাংকারটিকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে, উলটো দিক থেকে হামলা হলে তা সহজেই আটকে দিতে পারবে।

সোমবার ওই বাংকারের খোঁজ

মেলে ১২ হাজার ফুট উঁচুতে। সেখানে গোপন কুঠরি থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর খাবারদাবার, গ্যাস সিলিন্ডার সহ রান্নার নানা সরঞ্জাম। সেনা সূত্রে খবর, যে পরিমাণ জিনিস উদ্ধার হয়েছে, তা দেখে মনে হচ্ছে অনেক দিন ধরেই ওই ডেরায় লুকিয়েছিল জঙ্গিরা। শুধু তা-ই নয়, আরও বেশ কয়েকদিন থাকার রসদও ছিল তাদের কাছে। তবে স্থানীয়দের কারও সহযোগিতা ছাড়া এই জায়গায় বাংকার বানানো এবং খাবার মজুত করা সম্ভব ছিল না বলেই মনে করা হচ্ছে।

জঙ্গিদের সাহায্যকারী সন্দেহে ইতিমধ্যে চারজন স্থানীয় বাসিন্দাকে আটক করে জেরা চলছে বলে খবর।

সাংবাদিক সম্মেলনে ফুরফুরে মেজাজে সূর্যকুমার যাদব।

আজ শুরু বিশ্বকাপ কম্বিনেশনের পরীক্ষা

নাগপুর, ২০ জানুয়ারি : কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের। তারপর আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে যাবে টি২০ বিশ্বকাপ।

সপ্তাহ দুয়েক পর শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের লক্ষ্যে বুধবার নাগপুরের জামথার ক্রিকেট মাঠে মিশন নিউজিল্যান্ড শুরু করছে সূর্যকুমার যাদবের ভারত। কিউয়ি মিশনের লক্ষ্য মূলত দুটি। এক, প্রাক বিশ্বকাপ দলের কম্বিনেশনের পরীক্ষা সেরে নেওয়া। দুই, অধিনায়ক সূর্যের ফর্ম। পরিসংখ্যান ও তথ্য বলছে, ব্যাট হাতে চরম দুঃসময় চলছে স্কাইয়ের। রান নেই একেবারেই। বিশ্বকাপের লক্ষ্যে অধিনায়ক সূর্যের রানে ফেরা খুব জরুরি।

শেষ কয়েক বছরে নিউজিল্যান্ড টিম ইন্ডিয়ার 'কাঁটা' হয়ে উঠেছে। ভারতের মাটিতে ২০২৪ সালে টেস্ট সিরিজ জিতেছেন কিউয়িরা। হোয়াইটওয়াশের লজ্জায় ডুবে গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট। দিনকয়েক আগে রোকোর ভারতকে উড়িয়ে দিয়ে প্রথমবার একদিনের সিরিজও জিতেছেন কিউয়িরা। আগামীকাল থেকে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ শুরুর প্রাক্কালে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে ঘুরছে একটাই প্রশ্ন, এবার কি ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে টি২০ সিরিজেও হারতে হবে ভারতকে? প্রশ্নের জবাব এখনই পাওয়া যাবে না। তবে নাগপুরের জামথার ক্রিকেট মাঠে ইঙ্গিত মিলতেই পারে। ২০২৪ সালে টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। তারপর থেকে টানা আটটি দ্বিপাক্ষিক সিরিজে অপরাজেয় সূর্যের ভারত। সংখ্যাটা কি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নয় হবে?

নজরে সূর্যের ফর্ম

শ্রেয়স আইয়ার নয়। ঈশান কিষান খেলবেন প্রথম একাদশে। আজ বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ঘোষণা করেছেন ভারত অধিনায়ক স্কাই। যদিও ঈশানের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি তিনি। অভিষেক শর্মার সঙ্গে সঞ্জু স্যামসনের ওপেন করা সময়ের অপেক্ষা। তিন নম্বরে হয়তো ভারত অধিনায়ক সূর্য। এমনটা হলে ঈশানকে চারে ব্যাটিং করতে দেখা যেতে পারে। পাঁচ-ছয়ে অলরাউন্ডার হিসেবে হার্দিক পান্ডিয়া ও অক্ষর প্যাটেলের জায়গা নিশ্চিত। সাত নম্বরে হয়তো রিঙ্কু সিংকে দেখা যাবে। জসপ্রীত বুমরাহ ও বরুণ চক্রবর্তীর প্রথম একাদশে থাকা নিয়ে সংশয় নেই। যদিও হর্ষিত বনাম শিবম ও কুলদীপ বনাম অর্শদীপের অদৃশ্য লড়াই রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে।

টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে কিছু সংশয় থাকলেও কিউয়ি শিবিরে সেই সব নেই। একদিনের দলের অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েল চোটের কারণে প্রথম টি২০ ম্যাচে অনিশ্চিত। মিচেল স্যান্টনারের নেতৃত্বাধীন নিউজিল্যান্ডের জন্যও বুধবার থেকে শুরু হতে চলা সিরিজ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পরীক্ষার। ভারতের মাটিতে ড্যারিল মিচেলের স্বপ্নের ফর্ম কিউয়িদের টি২০ সিরিজ শুরুর আগেই বাড়তি অক্সিজেন দিচ্ছে। নাগপুরের জামথার মাঠে স্পিনাররা বরাবরই সাদা বলের ক্রিকেটে বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকেন। আগামীকাল ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচের নেপথ্যে স্পিন বনাম স্পিনের লড়াইও চলবে।

এখন দেখার, কুড়ির বিশ্বকাপের কম্বিনেশন পরীক্ষার প্রথম রাউন্ডে কারা সফল হন।

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড
প্রথম টি২০
সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : নাগপুর
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

ভারতের মাটি থেকে টি২০ সিরিজ জয়ের চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন মিচেল স্যান্টনার।

কোনও ফ্যাশন শোয়ে নয়, নাওমি ওসাকা চলেছেন টেনিস কোর্টে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে প্রবেশের আগে তাঁর পোশাক দেখে চমকে যান ভক্তরা। মঙ্গলবার মেলবোর্নে।

'বি' গ্রেডে নামানো হচ্ছে রোকোকে!

মুম্বই, ২০ জানুয়ারি : ওডিআইয়ে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন বিরাট কোহলি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দল সিরিজ জিততে ব্যর্থ হলেও চেনা মেজাজেই দাপট দেখিয়েছেন বিরাট। যদিও বার্ষিক চুক্তিতে তার কোনও প্রভাব পড়ছে না। তিন ফর্ম্যাটের মধ্যে টেস্ট ও টি২০ থেকে ইতিমধ্যেই অবসর নিয়েছেন বিরাট। আন্তর্জাতিক কেরিয়ার টিকে শুধুমাত্র কুড়িকুড়ি ক্রিকেটে। যার প্রতিফলন পড়ছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পরবর্তী বার্ষিক চুক্তিতে। বোর্ড সূত্রের খবর, সর্বোচ্চ 'এ প্লাস' ক্যাটিগোরি থেকে একেবারে 'বি' গ্রেডে অবনমন ঘটছে কিং কোহলির। রোহিত শর্মার ক্ষেত্রেও একই ভাবনা। বিরাটের মতো রোহিত শুধু ওডিআই খেলছেন ভারতের হয়ে। গত বার্ষিক চুক্তিতে জসপ্রীত বুমরাহ, রবীন্দ্র জাদেজার পাশাপাশি সর্বোচ্চ 'এ প্লাস' ক্যাটিগোরিতে জায়গা পেয়েছিলেন প্রাক্তন দুই অধিনায়ক।

আসন্ন চুক্তিতে রোকোকে সেই বাড়তি সুবিধা দেওয়া হবে না বলে বোর্ড সূত্রে খবর। জাদেজার ক্ষেত্রেও এক রাস্তায় হাঁটবে বোর্ড। বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষ আধিকারিকের দাবি, পরবর্তী বার্ষিক চুক্তিতে 'এ প্লাস' (৭ কোটি টাকা) গ্রেডই তুলে দেওয়া হচ্ছে। বদলে এ, বি ও সি— তিনটি ক্যাটিগোরিতে ভাগ করা হবে ক্রিকেটারদের। বিরাট, রোহিতকে মধ্যম গ্রেড অর্থাৎ 'বি'-তে রাখা হবে। যার অর্থ গত এক দশকের

বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি

বেশি সময়ে প্রথমবার সর্বোচ্চ ক্যাটিগোরির বাইরে হয়তো রাখা হবে বিরাটকে। গত বার্ষিক চুক্তিতে 'এ' ক্যাটিগোরিতে (৫ কোটি) জায়গা পেয়েছিলেন মহম্মদ সিরাজ, লোকেশ রাহুল, শুভমান গিল, হার্দিক পান্ডিয়া, মহম্মদ সামি, ঋষভ পন্থ। 'বি' গ্রেডে (৩ কোটি) ছিলেন সূর্যকুমার যাদব, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, যশস্বী জয়সওয়াল, শ্রেয়স আইয়ার। গ্রুপ 'সি'-তে (১ কোটি) মোট ১৯ জন।

ওয়াক ওভার পেয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে সিনার

মেলবোর্ন, ২০ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন জানিক সিনার ও নাওমি ওসাকা।

মঙ্গলবার প্রথম রাউন্ডে হুগো গ্যাস্টনের বিরুদ্ধে ওয়াকওভার পান প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই সিনার। প্রথম দুটি সেট ৬-২, ৬-১ গেমে জিতেছিলেন ইতালিয়ান তারকা। এরপরেই চোটের কারণে গ্যাস্টন নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে সিনার খেলবেন জেমস ডাকওয়ার্থের বিরুদ্ধে। প্রতিযোগিতার পঞ্চম বাছাই লরেঞ্জো মুসেত্তিও প্রথম রাউন্ডে ওয়াকওভার পেয়েছেন বেলজিয়ামের রাফায়েল কলিংননের কাছে।

প্রতিযোগিতার নবম বাছাই টেলর ফ্রিৎজ প্রতিপক্ষ ভ্যালেন্টিন রোয়ারকে ৭-৬ (৭/৫), ৫-৭, ৬-১, ৬-৩ গেমে হারিয়েছেন। আরেক তারকা স্টেফানোস সিতসিপাস ৪-৬, ৬-৩, ৬-২, ৬-২ গেমে সিন্তারো মচুঝুকির বিরুদ্ধে জিতেছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে নাওমি ওসাকা ৬-৩, ৩-৬, ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন ক্রোয়েশিয়ার অ্যান্টোনিয়া রুজিককে। এলিনা রাইবাকিনা ৬-৪, ৬-৩ ফলে পরাজিত করেন কাজা জুভানকে। পুরুষদের ডাবলসে প্রথম রাউন্ড থেকেই ভারতের নিকি কালিয়ান্দা পোনাচা ও থাইল্যান্ডের প্রুচা ইসরো জুটি ৭-৬ (৭/৩), ৭-৫ গেমে স্পেনের পেদ্রো মার্টিনেজ-জুমে মুনারের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছেন।

সিওই-তে শেষপর্বের রিহ্যাব

নিউজিল্যান্ড সিরিজেই ফিরছেন তিলক

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : হাতে ঠিক পাঁচটা ম্যাচ।

আর এই শেষ পাঁচেই বিশ্বকাপের আগাম প্যাঁচপয়জার কষে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের সামনে। বুধবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজ শুরু। বিশ্বকাপ প্রস্তুতির শেষ তুলির টান দেওয়ার সুযোগ। যার আগে এদিন কিছুটা স্বস্তির খবর গৌতম গম্ভীরদের জন্য। ক্রমশ সুস্থতার পথে তিলক ভার্মা।

তলপেটের সমস্যায় গত ৭ জানুয়ারি অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছিল তিলককে। তারপর থেকে মাঠের বাইরে। চলতি রিহ্যাবের কারণে নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচে তিলককে দলে রাখেনি অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি। পরিবর্ত হিসেবে ডাক পেয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার। তবে ২৮ জানুয়ারি চতুর্থ টি২০ ম্যাচে (বিশাখাপত্তনম) টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে তিলকের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সূত্রে এমনই দাবি। খবর, চোটের জায়গায় কোনওরকম ব্যথা-যন্ত্রণা নেই। ইতিমধ্যেই হালকা অনুশীলন করে নিয়েছেন ভারতীয় দলের মিডল অর্ডার ব্যাটার। বেঙ্গালুরুস্থিত বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্স (সিওই) থেকে ফিট সার্টিফিকেট পেয়ে গেলে খেলায় বাধা থাকবে না তিলকের। ঠিক সেই লক্ষ্যে রিহ্যাবের শেষপর্ব সিওই-তেই কাটানোর সিদ্ধান্ত। লক্ষ্য, মেডিকেল টেস্টে উতরে গিয়ে ফিট হয়ে ভারতীয় দলে ফেরার ছাড়পত্র আদায় করে নেওয়া।

বোর্ডের এক আধিকারিক দাবি করেছেন, 'সবকিছু ঠিকঠাক চললে ২৮ জানুয়ারি বিশাখাপত্তনমে হতে যাওয়া চতুর্থ টি২০ ম্যাচে মাঠে ফিরতে সমস্যা হবে না তিলক ভার্মার। ইতিমধ্যেই ফিজিক্যাল ট্রেনিং শুরু করেছেন। দুই-একদিনের মধ্যে ব্যাটিং প্রস্তুতিও শুরু করে দেবেন। বাকি শুধু মেডিকেল টেস্টে উতরে যাওয়া।'

ভারতীয় টি২০ দলের ব্যাটিংয়ের অন্যতম ভরসা তিলক। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ফর্মে না থাকা মিডল অর্ডারে চাপ বাড়াচ্ছে। বিকল্প ভাবনায় নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচের জন্য শ্রেয়স দীর্ঘদিন পর টি২০ ভারতীয় দলে ডাক পেয়েছেন। তবে তিলক ফিরলে চিন্তা অনেকটাই কমবে গম্ভীরদের।

শ্রেয়স নয়, তিন নম্বরে খেলবেন ঈশানই

২৪ ঘণ্টা আগেই ঘোষণা সূর্যকুমারের

নাগপুর, ২০ জানুয়ারি : শ্রেয়স আইয়ার নাকি ঈশান কিষান?

বুধবার নাগপুরের জামথা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টি২০ সিরিজের উদ্বোধনী ম্যাচ। তার আগে গত কয়েকদিন ধরে তিলক ভার্মার জায়গায় তিন নম্বরে কে খেলবেন তা নিয়ে বিতর্ক চলছিল। এদিন সিরিজ শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগে যে বিতর্কে জল ঢাললেন স্বয়ং সূর্যকুমার যাদব। জানিয়ে দিলেন, চোটের জন্য প্রথম তিন ম্যাচে না থাকা তিলক ভার্মার জায়গায় খেলবেন ঈশান।

নিজের সেই দাবির সপক্ষে সূর্যর যুক্তি পরিষ্কার। ঝাড়খণ্ডের উইকেটকিপার-ব্যাটার যেহেতু বিশ্বকাপ দলে রয়েছেন, তাই ঈশানকেই তাঁরা অগ্রাধিকার দেবেন। এক প্রশ্নের জবাবে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'ঈশানই তিন নম্বরে খেলবে। বিশ্বকাপ দলে রয়েছে ও। তাই খেলার সুযোগ ওর প্রাপ্য।' যার অর্থ, ২০২৩-এর নভেম্বরের পর আগামীকাল প্রত্যাবর্তন ঘটছে ঈশানের।

প্রথম তিন ম্যাচে নেই তিলক। শূন্যতা পূরণে শ্রেয়সকে ডাকা হয়েছে। তবে শ্রেয়স বিশ্বকাপ দলে নেই। ঈশান আছেন। তাই কাপ প্রস্তুতির ভাবনায় ঈশানকে প্রাধান্য। তবে তিলকের পাশাপাশি ওয়াশিংটন সুন্দরের চোট বিশ্বকাপ শুরুর আগে ভারতীয় দলের পরিকল্পনা কিছুটা হলেও ঘেঁটে দিচ্ছে। সূর্যও মানছেন, তিলক, সুন্দরকে কিউয়ি সিরিজে মিস করবেন। বলেছেন, 'ক্রীড়াবিদদের কেরিয়ারে চোটআঘাত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। একজনের চোট, আরেকজনের সামনে সুযোগ তৈরি করে দেয়। তবে আমরা তিলক, ওয়াশিকে মিস করব।'

তিলকদের চোটে টিম কম্বিনেশন বদলাচ্ছে। রদবদলের ভাবনায় আরও একটা প্রশ্ন উঁকি মারছে। অধিনায়ক সূর্যর নিম্নমুখী গ্রাফে কি এবার ব্রেক লাগবে? ৩৬০ ডিগ্রি ব্যাটিং দাপট কি ফিরবে স্কাইয়ের ব্যাটে? লম্বা ব্যাডপ্যাচ কাটাতে অনেকেই নানান পরামর্শ দিচ্ছেন। যদিও সূর্যর সাফ কথা, নিজের ব্যাটিং স্টাইল, অ্যাপ্রোচে কোনও কাটছাঁট করবেন না।

নিন্দুকদের পালটা জবাবে সূর্যর মন্তব্য, 'কোনও পরিবর্তন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। গত তিন-চার বছরে এভাবেই সাফল্য পেয়েছি। নেটে ভালো ব্যাট করছি। প্রশ্ন শুধু রান করা নিয়ে। সেটাই লক্ষ্য। তবে নিজের ব্যাটিং ভাবনা বদলাচ্ছি না। যদি রান পাই ভালো, নাহলে কোথায় ভুলভ্রান্তি হচ্ছে, সেটা খুঁজে নিতে বসব।'

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অর্ধশতরান করেছিলেন হর্ষিত রানা। অনুশীলনের মাঝে তাঁর সেই ব্যাট দেখছেন হার্দিক পান্ডিয়া। নাগপুরে মঙ্গলবার।

কল্যাণীতে সবুজ পিচ, চার পেসারের ভাবনায় বাংলা

দলে যোগ দিলেন সামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : সকালে কলকাতায় পৌঁছানো। বেলার দিকে দক্ষিণ কলকাতায় এসআইআর হাজিরা দেওয়া। সেখান থেকে বেরিয়ে বিকেলের মধ্যে কল্যাণীতে পৌঁছে গেলেন মহম্মদ সামি।

বৃহস্পতিবার থেকে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে শুরু হচ্ছে বাংলা বনাম সার্ভিসেসের ম্যাচ। সেই ম্যাচের আগে সামিকে পাওয়ায় নিশ্চিতভাবেই শক্তিশালী হল বাংলা দল। কল্যাণীর সবুজ পিচে সামি হতেই পারেন বাংলার এক্স ফ্যাক্টার। শুধু তাই নয়, বাংলার রনজির নকআউট পর্বের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সম্ভাবনার কথাও আজ উসকে দিয়েছেন সামি। এসআইআর হাজিরার পর সামি বলেছেন, 'রনজির প্রথম পর্বে ভালো খেলেছিলাম আমরা। সেই ছন্দ ধরে রাখতে হবে। আমাদের পরের পর্বে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সেটা মাথায় রেখে মাঠে নামতে হবে।'

কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে গতকালের পর আজও ঘণ্টা তিনেক অনুশীলন করেছে বাংলা দল। দ্বিতীয় উইকেটকিপার ব্যাটার হিসেবে এখনও সুমিত নাগের পরিবর্ত নেওয়া হয়নি। সাকির হাবিব গান্ধির উপরই ভরসা রাখতে চাইছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। চন্দ্রহাস দাসকে আজ বাংলার রনজি স্কোয়াড থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁরে অনূর্ধ্ব-২৩ দলে যোগ দিতে বলা হয়েছে। তার মধ্যেই সার্ভিসেস ম্যাচের লক্ষ্যে বাংলার প্রথম একাদশ প্রায় চূড়ান্ত। বড় অঘটন না হলে চার পেসারে সার্ভিসেস ম্যাচে মাঠে নামবে টিম বাংলা। সামির সঙ্গে আকাশ দীপ, মুকেশ কুমার, সূরয সিন্ধু জয়সওয়াল থাকছেনই। একমাত্র অলরাউন্ডার হিসেবে থাকছেন শাহবাজ আহমেদ। রনজির দ্বিতীয় পর্বে বাংলার ওপেনিং জুটিও বদলাচ্ছে। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের সঙ্গে সুদীপ চট্টোপাধ্যায় চোট সারিয়ে ফিরছেন ওপেনিংয়ে।

মঙ্গলবার এসআইআর-এর শুনানিতে হাজিরা দিলেন মহম্মদ সামি। দক্ষিণ কলকাতার কাটজুনগর হাইস্কুলে তাঁর শুনানি হয়।

হাঁটুর চোটের জন্যই অবসর, বলছেন সাইনা

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : ২০২৩ সালের পর তাঁকে আর ব্যাডমিন্টন কোর্টে দেখা যায়নি। হাঁটুর চোট নিয়ে ভুগছেন দীর্ঘদিন ধরে। শেষপর্যন্ত হাঁটুর চোটেই অবসরে সাইনা নেহওয়াল। বলেছেন, 'আমার হাঁটুর কার্টিলেজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেইসঙ্গে আমার আথ্রাইটিসও রয়েছে। আমি এটা বাবা-মা এবং কোচকেও জানিয়েছে। আমার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয়।'

কোনও আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর ঘোষণা করেননি ব্যাডমিন্টনে দেশের প্রথম অলিম্পিক পদকজয়ী শাটলার। তাঁর, 'অবসর ঘোষণা করাটা কোনও বড় বিষয় নয়। খালি মনে হয়েছে, আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। হাঁটু আগের মতো চাপ দিতে পারছে না।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমি নিজের শর্তে ব্যাডমিন্টনে এসেছিলাম। আবার নিজের শর্তে বিদায় নিচ্ছি। তাই আলাদা করে ঘোষণা করার প্রয়োজন মনে হয়নি।'

নিজের ব্যাডমিন্টন কেরিয়ারে সাইনা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান গেমস থেকে দেশকে পদক এনে দিয়েছেন। ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন তিনি। তবে চোটের জন্য ২০২৩ সিঙ্গাপুর ওপেনের পর আর তাঁকে কোর্টে দেখা যায়নি।

এবারের আইএসএলেই অবনমন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : শুরুতে রাজি না থাকলেও ইন্ডিয়ান সুপার লিগে অবনমন শেষপর্যন্ত মেনেই নিল সব ক্লাব।

তখনও ক্লাব জোট এবং অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের মধ্যে আইএসএল হওয়া, না হওয়ার সবটাই আলোচনার স্তরে। নানারকম দাবি, পালটা দাবিতে প্রায় রোজই ভেস্তে যায় আলোচনা। তাছাড়া বিপণন সঙ্গী নেওয়ার বিষয়েও ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের ফিরে আসার সম্ভাবনাও জিইয়ে তখনও। ফলে নানা দাবির মধ্যে ক্লাবগুলির একটা বড় দাবি ছিল অবনমন করানো যাবে না। কারণ হিসাবে ক্লাব প্রতিনিধিরা যুক্তি দেখান, গত ১১ বছরে তাঁরা যে বিশাল অর্থ বিনিয়োগ করেছেন, তাতে লাভ হয়নি কিছুই। ফলে কোনও ক্লাব যদি নেমে যায় তাহলে তার যে বিশাল ক্ষতি হবে সেটা সামাল দেওয়া আর সম্ভব হবে না। কারণ সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্লাব হারাবে যাবতীয় স্পনসরও। কিন্তু ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট যে নতুন সংবিধান তুলে দেয় ফেডারেশনের হাতে, তাতে স্পষ্ট করে অবনমনের কথা বলা হয়েছে। ফলে এআইএফএফএ'র পক্ষে কোনওভাবেই এই অবনমন বন্ধ করা যে সম্ভব নয়, সেই কথাও তখনই ক্লাব কর্তাদের বলে দেওয়া হয় ফেডারেশনের তরফে। যদিও এতকিছুর পরেও ফেডারেশনের এই বক্তব্য মানতে রাজি ছিলেন না ক্লাব কর্তারা। কিন্তু ৬ জানুয়ারির পর পরিস্থিতি বদলে যায়। সেদিন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক থেকে সব ক্লাবকে এক জায়গায় ডেকে ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য স্বয়ং জানিয়ে দেন, আইএসএল শুরু হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে। তার আগেই তাঁর মন্ত্রক থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় যে কোনও ক্লাব খেলতে না চাইলে কোনও আপত্তি নেই। তাদের বাদ দিয়েই হবে লিগ। এতেই কাজ হয় এবং ১৪ দলই রাজি হয়ে যায় আইএসএলে যোগদান করতে।

এরপর লিগ গভর্নিং কাউন্সিল থেকে বিভিন্ন কমিটি গঠন নিয়ে বহু কথা হলেও অবনমন নিয়ে আর কোনও আলোচনা করেনি ক্লাবগুলি। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই অন্তত সাত থেকে দশটি ক্লাব অবনমন মেনে নেওয়ার কথা সরকারিভাবে ফেডারেশনকে জানিয়ে দিয়েছে। বাকি ক্লাবগুলি যদি মানতে নাও চায়, তাহলে তাদেরই এখন সমস্যা। কারণ এখন সংবিধানে এই পরিবর্তন চাইলে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে হবে। সেক্ষেত্রে এতদিন কপিল সিবালকে যে আইনজীবী হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছিল ক্লাব জোটের পক্ষে। কিন্তু এইমুহূর্তে মাত্র চার-পাঁচটি ক্লাবের পক্ষে ওই রকম হাই প্রোফাইল আইনজীবীকে নিয়োগ করে সেই ব্যয়ভার বহন করার মতো ক্ষমতা নেই। ফলে তাদের পক্ষেও অবনমন মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকছে না। যার অর্থ এবার আইএসএলের পর আই লিগে নেমে যাচ্ছেই একটি ক্লাব। তার বদলে আবার নতুন কোনও ক্লাবকে দেখা যাবে। যে ক্লাব আই লিগ থেকে উঠে আসবে।

উদ্বোধনী ম্যাচে বাগান-কেরালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : ইন্ডিয়ান সুপার লিগে প্রথম ম্যাচে মাঠে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তবে উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে না ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। ডার্বি পিছিয়ে করে দেওয়া হয়েছে ৩ মে। প্রথম ম্যাচে ১৪ ফেব্রুয়ারি মোহনবাগান ঘরের মাঠে খেলবে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে। তার দুইদিন পর ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি হবে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র।

ডার্বি সম্ভবত ৩ মে

লাল- হলুদ ব্রিগেডও খেলবে ঘরের মাঠে। সূত্রের খবর, এদিন রাতের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে আইএসএলের সূচি। খুব সম্ভবত বুধ বা বৃহস্পতিবারের মধ্যে প্রকাশ্যে না হবে আইএসএল সূচি। প্রথম খসড়া সূচিতে ঠিক ছিল ডার্বি দিয়ে উদ্বোধন হবে লিগের। কিন্তু শেষপর্যন্ত দুই ক্লাবের আপত্তিতে এতে বদল করতে হয়। এখনও কিছু ক্লাবের অনুরোধে কিছু অদলবদলের পরই প্রকাশিত হবে এই সূচি।

আজ সন্তোষে অভিযান শুরু বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : বুধবার সন্তোষ ট্রফির মূলপর্বের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বাংলা।

প্রথম ম্যাচে বাংলার প্রতিপক্ষ নাগাল্যান্ড। সন্তোষ ট্রফির অভিযান শুরুর আগে কোচ সঞ্জয় সেন বলেছেন, 'আমাদের প্রস্তুতি ভালো হয়েছে। প্রথম ম্যাচ সবসময়ই কঠিন হয়। তার ওপর আমরা ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। একদম অচেনা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলতে নামব।'

খেলা শুরু : দুপুর ২টা
স্থান : ঢাকুয়াখানা ফুটবল স্টেডিয়াম, অসম

সন্তোষে অভিযান শুরুর আগে বাংলা দলের চিন্তা হোটেল থেকে মাঠের দূরত্ব। এই নিয়ে কিছুটা ক্ষোভ উগরে দিয়ে কোচ সঞ্জয় সেন বলেছিলেন, 'হোটেল থেকে মাঠের দূরত্ব অনেক। এটি একটি বড় ফ্যাক্টর। তবে এইসব নিয়ে বলে কোনও লাভ নেই। এর মধ্যেই আমাদের ম্যাচ বের করতে হবে।'

সব প্রতিকূলতার মাঝে আপাতত প্রথম ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট লক্ষ্য সঞ্জয় সেনের ছেলেদের।

বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে সংশয় লিটনের

ঢাকা, ২০ জানুয়ারি : হাতে আর সপ্তাহ তিনেকেরও কম সময়।

যদিও টি২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে নিয়ে অচলাবস্থা কাটার লক্ষণ নেই। বুধবার ভারতে বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে বাংলাদেশ বোর্ডকে আইসিসি-র বেঁধে দেওয়া চরম সময়সীমার শেষদিন। কিন্তু জট সেই তিমিরেই। সেই অনিশ্চয়তার সুর লিটন দাসের গলাতেও। বাংলাদেশ টি২০ দলের অধিনায়ক লিটন বলেছেন, 'আপনারা (সাংবাদিকরা) নিশ্চিত, আমরা বিশ্বকাপ খেলতে যাব? আপনারাও জানেন না, আমিও নই। সবাই একই জায়গায়। জানি না, বিশ্বকাপ খেলব কি না। প্রতিপক্ষ কারা হবে, এখনও নিশ্চিত নয়। প্রস্তুতিতে যা বড় সমস্যা। আমরা কেউই জানি না, বিশ্বকাপ যদি খেলি, কারা প্রতিপক্ষ। আমার মতো হাল গোটা দল, গোটা বাংলাদেশেরই।'

ভারতকে আজই 'না' বাংলাদেশের

ঘুরিয়ে লিটন আরও দাবি করেন, ক্রিকেটারদের অন্ধকারে রেখে সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন রাজনৈতিক নেতারা। বিসিবি-র তরফে ক্রিকেটারদের সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করা হয়নি। অধিনায়ক হিসেবে তাঁর কোনও মতামত নেওয়া হয়নি। বিসিবি-র সিদ্ধান্তের সঙ্গে আপনি কি একমত? প্রশ্নের জবাবে লিটনের সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'নো কমেন্টস'।

এদিকে, এদিন ফের বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের হুংকার, আইসিসি-র কোনও চাপে তাঁরা মাথানত করবেন না। ভারতে না খেলার অবস্থান বদলানোর কোনও প্রশ্ন নেই। বলেছেন, 'জানি না, আমাদের পরিবর্ত হিসেবে স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপে নেওয়া হবে কি না। আইসিসি যদি ভারতের কথায় আমাদের ওপর চাপ তৈরি করে, তাহলে আমরা কোনওভাবে তা মেনে নেব না।' রাতের দিকে একটি সূত্রের খবর, আজ বিকেলে বিসিবি শীর্ষকর্তাদের এক বৈঠকে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। যার সরকারি ঘোষণা হতে চলেছে আগামীকাল। জানা গিয়েছে, আগামীকাল বিকেল-সন্ধের মধ্যে আইসিসি-কে 'না' বলে দেবে বাংলাদেশ।

ম্যাচের সেরা হয়ে শ্রেয়স ব্রহ্ম। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

ফাইনালে বিকাশ

বালুরঘাট, ২০ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় সিএবি-র অম্বর রায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল বিকাশ চৌধুরী ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প। মঙ্গলবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ৯ উইকেটে হারিয়েছে গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে গঙ্গারামপুর প্রথমে ২৭.৫ ওভারে ৭২ রানে অল আউট হয়ে। সুতীর্থ দাস ও অমৃত মিত্র ১৫ রান করে। সায়ন্তন দাস ৪ রানে ৫ উইকেট ফেলে দেয়। ভালো বোলিং করে শ্রেয়স ব্রহ্মও (১৩/৪)। জবাবে বিকাশ চৌধুরী ১০ ওভারে ১ উইকেটে ৭৩ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা শ্রেয়সের অবদান ২৯ রান। বুধবার বালুরঘাট স্টেডিয়ামে ফাইনালে বিকাশের প্রতিপক্ষ গ্রিন ভিউ স্কুল অফ ক্রিকেট।

শীর্ষেন্দুর ৪ শিকার

জলপাইগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার টাউন ক্লাব ৫ উইকেটে হারিয়েছে নেতাজি মডার্ন ক্লাবকে। জেওয়াইএমএ ময়দানে নেতাজি প্রথমে ২৫ ওভারে ৯৪ রানে অল আউট হয়। অপরূপ ঘোষের অবদান ২৫ রান। শীর্ষেন্দু সরকারের শিকার ১৯ রানে ৪ উইকেট। জবাবে টাউন ২৩তম ওভারে ৫ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। কুণাল তামাং ৩৩ রানে অপরাজিত থাকেন। দেবজ্যোতি দাস ৮ রানে ১ উইকেট নেন।

রয়্যাল সিটির ঘাড়ে নিঃশ্বাস হাওড়া-হুগলির

হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স-২
বর্ধমান ব্লাস্টার্স-১

নৈহাটি, ২০ জানুয়ারি : বেঙ্গল সুপার লিগে জমে গিয়েছে এক নম্বর হওয়ার লড়াই। ২৪ ঘন্টা আগে কোপা টাইগার্স বীরভূমকে ৪ গোল দিয়ে ২৬ পয়েন্টে পৌঁছেছিল জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি। উঠে এসেছিল শীর্ষস্থানে। মঙ্গলবার বর্ধমান ব্লাস্টার্সকে ২-১ গোলে হারিয়ে হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের সংগ্রহ পৌঁছেছে ২৬ পয়েন্টে। গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকার সুবাদে এক নম্বরে রয়েছে রয়্যাল সিটি। তাদের মতোই হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটোর দলও খেলেছে ১৩ ম্যাচ। নৈহাটি স্টেডিয়ামে ২৫ মিনিটে ব্যারেটোর দলকে এগিয়ে দেন সুমন রায়। ১০ মিনিট পর ব্যবধান বাড়ান পাওলো সিজার। দ্বিতীয়ার্ধে সন্দীপ নন্দীর প্রশিক্ষণাধীন বর্ধমানের ম্যাচে ফেরত আসার মরিয়া চেষ্টা চাপে ফেলে দিয়েছিল হাওড়া-হুগলিকে। ৬২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে চিজোবা ক্রিস্টোফার বর্ধমানের হয়ে একটি গোল ফেরান। এর ৫ মিনিট পরই লাল কার্ড দেখেন হাওড়া-হুগলির মনোতোষ তালুকদার। তবে শেষবেলায় ডিফেন্স আঁটোসাটো করে পুরো পয়েন্ট নিয়েই ফেরে ব্যারেটোর দল। দুই ম্যাচ পর তাঁরা জয়ের মুখ দেখল। অন্যদিকে, বর্ধমান ১৩ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ নম্বরে থাকল।

কৈলাসচন্দ্র রাধারানি বিদ্যাপীঠে চলছে ভলিবল। ছবি : দীপঙ্কর মিত্র

জোড়া খেতাব হাতিয়া হাইস্কুলের

রায়গঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : দেবীনগর কৈলাসচন্দ্র রাধারানি বিদ্যাপীঠে রায়গঞ্জ দক্ষিণ জোনের ভলিবল প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৭ ও অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল হাতিয়া হাইস্কুল। তারা ফাইনালে অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে দেবীনগর কৈলাসচন্দ্র রাধারানি বিদ্যাপীঠকে এবং অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে বামনগ্রাম হাসিনুদ্দিন হাইস্কুলকে হারায়। চ্যাম্পিয়ন দল মহকুমা স্তরে খেলার সুযোগ পেল। অন্যদিকে, মেয়েদের ভলিবলে একমাত্র মালঞ্চা হাইস্কুলের দল থাকায় তারা সরাসরি মহকুমা স্তরে অংশ নেবে ২৪ জানুয়ারি।

সভাপতি কাপ শুরু

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২০ জানুয়ারি : হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের মশালদহ গ্রামীণ হাসপাতাল মাঠে শুরু হল সভাপতি কাপ ৮ দলীয় নকআউট ফুটবল। উদ্বোধনী ম্যাচে ভোলা ইস্টার জগন্নাথপুর ৬-০ গোলে হারিয়েছে হাচদা এফসি-কে। হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের সেরা অজয় জমাদার। ফাইনাল ২৬ তারিখ।

জয়ী ঈশান, অর্চিস

রায়গঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : উত্তর দিনাজপুর ব্যাডমিন্টন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত রাজ্য সাব-জুনিয়ার র‍্যাংকিং ব্যাডমিন্টনে মঙ্গলবার ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৩ সিঙ্গলসের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ঈশান পাল ২১-৭, ২১-০ পয়েন্টে হারিয়েছে আয়ুষ নস্করকে। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ সিঙ্গলসে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে অর্চিস ভট্টাচার্য ২১-৬, ২১-৩ পয়েন্টে জিতেছে স্নেহেশ মজুমদারের বিরুদ্ধে। একই বিভাগে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে কনিষ্ক নাগ ২১-৮, ২১-১০ পয়েন্টে হারিয়েছে রুবদীপ সাহাকে।

খেতাব জেলেপাড়ার

বৈষ্ণবনগর, ২০ জানুয়ারি : ১০ দলীয় রিয়াজ মিয়াঁ ট্রফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল জেলেপাড়া একাদশ। ফাইনালে তারা ২ রানে হারিয়েছে বিশ্বাসটোলা যুব সংঘকে। প্রথমে জেলেপাড়া ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫১ রান তোলে। রাজেশ চৌধুরীর অবদান ৭০ রান। জবাবে যুব সংঘ ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪৯ রানে আটকে যায়।

বড় জয় ডুয়ার্সের

আলিপুরদুয়ার, ২০ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৫ অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে মঙ্গলবার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১১৩ রানে হারিয়েছে বিজয় স্পোর্টস ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। টাউন ক্লাবের মাঠে টসে হেরে ডুয়ার্স ৩৭.২ ওভারে ১৬৮ রানে অল আউট হয়। নীলাঞ্জন সরকারের অবদান ৩৪ রান। নবজীৎ দেবনাথ ২৮ রানে নেয় ৩ উইকেট। জবাবে বিজয় ১৫.৩ ওভারে ৫৫ রানে গুটিয়ে যায়। নবজীৎ দেবনাথ ৮ রান করে। জাহির হোসেনের শিকার ১৮ রানে ৩ উইকেট। ম্যাচের সেরা নীলোৎপল সরকার ৮ রানে ২ উইকেট নিয়েছে।